উৎসর্গ

শ্রীঅধীর চক্রবর্তীকে

লেখকের অন্যান্য বই

কান্না ঘাম রক্ত

তালাশ

অপারেশন হাইতি

চিলি

চেনামুখ

অপরিচিতা

দিল্লিতে এসেই

রেনীগেড

আখের স্বাদ নোনতা

ভিয়েতনাম

গত শারদীয়া 'সত্যযুগ'-এ লেখাটি 'আমরণ' নামে প্রকাশিত হয়। পৃথকভাবে গ্রন্থপঞ্জী দিলাম না। প্রামাণ্য দলিল ঘাঁটতে গিয়ে হাতে যা পেয়েছি—দেখেছি। ডগলাস রীড-এর লেখা থেকে শেলেনবার্গ-এর মেময়ার্স। Documents on the Resistance Movement of the Czechoslovak People, 1938—1945 থেকে শীরার আর হাল আমলের পেপারব্যাক। রক্ত মাংসের চরিত্রগুলোকে নাড়তে চাড়তে এ্যালেন, বার্জেস-এর সংগ্রহ আমার পুস্তকের অন্যতম প্রত্যঙ্গ।

সৌরীন সেন

"Nothing can keep a nation free except the conviction of its people that they would rather die than be slaves. Freedom is not a gift but a victory, and in the crisis of a nation's life, at its founding and when its existance is threatened, there is no substitude for heroism."

টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছিলো। বেশ রাত। সন্ধ্যে থেকে সকাল সান্ধ্যআইন এখন আর নেই, তবু শহরের হৃদ্‌পিণ্ড যেন সম্পূর্ণ থেমে গেছে। আলোর চিহ্ন নেই কোথাও। প্রাণচাঞ্চল্যে অস্থির প্রাগ শহরের প্রধান সড়ক সম্পূর্ণ মৃতপ্রায়। ক্ষুধার্ত নেকড়ের ক্ষিপ্রতা নিয়ে ঐ মৃত নগরীর বুকে একমাত্র খাঁকী রঙের আর্মাডকারের বিরামবিহীন তালাশের শুধু বিশ্রাম নেই।

হিংস্রতা অপ্রতিরোধ্য। নিত্য ও প্রত্যহ হঠাৎ হঠাৎ যত্রতত্র এদের আবির্ভাব। টের পায়। কোথাও প্রবল প্রচণ্ডতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আবার কোথাও আসে চুপিসারে। ভারী বুটের আচমকা আঘাতে শিকারকে ধরে অতর্কিতে। রেখে যায় বিশৃঙ্খল ঘর। সংসার আছড়ে আছড়ে ভাঙা। উষ্ণ রক্তাক্ত মৃতদেহ। অর্ধমৃত নিরীহ মানুষকে প্রয়োজনে গাড়িতে নিয়ে তোলে। বৃদ্ধেরও রেহাই নেই। নারী শিশুতেও কোনো ভেদাভেদ নেই।

অধিকৃত অঞ্চলে সর্বত্রই নাৎসী শাসনের একই চরিত্র। তবু চেকোশ্লোভাকিয়ার বর্তমান শাসক কর্মভার হাতে নিয়ে শুরু থেকেই শাসনের প্রচণ্ডতা বাড়িয়ে দিয়েছেন। প্রথম দিনই চূড়ান্ত নজীর সৃষ্টি করেছেন। একশো চল্লিশজন চেক-কে গুলি করে হত্যা করা হয়। পাঁচশো চুরাশীজনকে ঐ দিনই পাঠানো হলো বন্দী শিবিরে। তার 'শান্তি প্রয়াসী নীতি' সারাদেশ জুড়ে ঘণ্টায় ঘণ্টায় প্রচার হতে শুরু হলো—আমি মহান জর্মনীর স্বার্থে, বোহেমিয়া ও মোরাভিয়াতে মার্শাল ল জারী করলাম। জনজীবন বিরোধী কোনো কাজ, অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার চেষ্টা, শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টির প্ররোচণা আর গোলাবারুদ অস্ত্রশস্ত্র বে-আইনীভাবে মজুত বা ব্যবহার এই আইনের আওতায় পড়বে। কোনো রকম জমায়েৎ

ঘরে বা খোলা জায়গায় নিষিদ্ধ। অপরাধীকে সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি পেতে হবে। শাস্তি একটাই। মৃত্যুদণ্ড। অপরাধীকে ফাঁসিতে লটকে বা গুলি করে হত্যা করা হবে। মহান জর্মনী ও তার মহান নেতা ফুয়েরার-এর বিরুদ্ধে চিন্তা করাও সমান অপরাধ।

সামান্য কয়েক সপ্তাহে নিহতের সংখ্যা হলো দুশো আটচল্লিশ। নশো তেপ্পান্নজনকে মৃত্যু শিবির মূলহাউসেন-এ পাঠানো হলো। কিন্তু তার চোখে কোনো শাস্তিই যথেষ্ট নয়. পার্শ্বচর কার্ল হেরমান ফ্রাঙ্ক-কে বলেন—শুরু থেকেই শক্ত হাতে ধরা উচিত ছিল। কারণ ফণ নয়রার্থ দেখছি বুদ্ধিজীবীদের হাস্যকর মর্যাদা দিয়েছেন। আমি রাইনহার্ড হেডরিক, বুদ্ধিজীবীদের সবচেয়ে বেশী ঘৃণা করি। চেকোশ্লোভাকিয়াকে আমি তৃতীয় রাইখের মুঠোর মধ্যে এনে ফেলবো। সস্তা দেশপ্রেমিকদের প্রভাব থেকে চাষী ও শ্রমিকদের মুক্ত করতে হবে। শুধু সন্ত্রাস আর গুলি করে হত্যা করে সে লক্ষ্যে আমরা পৌঁছোতে পারবো না। খাদ্য ও রসদ উৎপাদন তিনগুণ করতে হবে। ছোটবড় সমস্ত কারখানা চালু রাখতে হবে চব্বিশ ঘণ্টা। শ্রমিকদের কিছু মাইনে বাড়াও। সিগারেটের কোটা বাড়িয়ে দাও। রুটি আর মাংসের কুপন কিছু বাড়িয়ে দিলে শ্রমিকরা উৎপাদন বাড়াবেই। স্পা হোটেলের লোভনীয় কামরা থেকে বিত্তবান চেক বুদ্ধিজীবীদের তাড়িয়ে সেখানে বাছাই করা শ্রমিকদের ছুটির দিনে নিয়ে যাও। তারা আনন্দস্ফূর্তি করুক। সারা দেশব্যাপী প্রচার, চলুক। যুদ্ধের রসদ এদেশ থেকে সংগ্রহ করে রণাঙ্গনে পাঠানো কোনো একটা সমস্যা হবে না। এই আমার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা।

নতুন শাসকের সামরিক প্রচণ্ডতার চেয়ে তাঁর রাজনৈতিক অপকৌশল মুশকিলে ফেলেছে অনেকখানি। প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রতিটি সেল টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। এক অঞ্চলের সঙ্গে অন্য এলাকার যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। যে পরিমাণ চেক বিশ্বাসঘাতক

তৈরী হচ্ছে নিত্য, সে তুলনায় দেশপ্রেমিক সাহসী মানুষের আজ বড় অভাব। প্রচণ্ড অত্যাচারের মুখে অনেকে মুখ খোলে। দলের অনেকের নাম ধাম বলে দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু রাইনহার্ড হেডরিকের 'শান্তি প্রয়াসী নীতি'তে সাড়া দিয়ে এক শ্রেণীর দেউলিয়া চরিত্র শুধু নিজে নিজে বাঁচবার তাগিদে প্রতিরোধ আন্দোলনের সমস্ত শক্তিকে বিশৃঙ্খল করে দিচ্ছে এটাই বড় কঠিন সমস্যা।

দরজায় পর পর কয়েকটা টোকা পড়লো। পরিচিত সঙ্কেত। লেনকা তবু ভয় পায়। টেবিলের আলোটা জ্বাললো। তারপর ছোট, করিডোর অতিক্রম করে এলো। এ সময়ে কারো আসবার কথা নয়। তবে সঙ্কেতটা চেনা। দরজা খুলতেই ভেতরে ঢুকলো লিভচিক। সঙ্গে এক অচেনা আগন্তুক।

—তুমি এ সময়ে!

—কথা আছে।

—কেউ দেখেছে?

—না।

—কিন্তু এতরাত্রে তুমি এলে কেন?

—প্রয়োজন খুব জরুরী।

—তবু এত রাত্রে এভাবে আসা তোমার উচিত হয়নি।

—কেউ দেখেনি।

—নিশ্চিত করে তুমি একথা বলতে পার না। মাস খানেক আগেও প্রাগের এ অবস্থা ছিল না। কে কোথায় কাদের হয়ে কাজ করছে বলা খুবই কঠিন।

—লেনকা দায়িত্ববোধ আমার আছে। কিছুক্ষণ আগে হাজস্কীর নির্দেশ পেয়ে আমরা তোমার কাছে এসেছি।

লেনকা একটু থমকে গেল। অপ্রতিভ এক টুকরো হাসি ঠোঁটে ফুটে ওঠে। অস্পষ্ট স্বরে বলে,

—হাজস্কী নির্দেশ দিয়েছেন।

ওরা ঘরে এলো। ভিজে ভিজে বর্ষাতিটাও লিভচিক খুললো না। বসলো, লেনকা কে বলে,

—আমি কাল সকালে প্রাগ ছেড়ে যাচ্ছি। প্রশ্ন কোরো না। শুধু যেটুকু তোমার জানার দরকার সেটুকুই তোমাকে বলবো। কাল সকালে জিন্‌দ্রা জান্ কুবিশ-এর সঙ্গে দেখা করবেন। টেকো বুড়োকে তুমি কাল ভোরে গিয়ে খবর দেবে। ইনিই জান্ কুবিশ। জিন্‌দ্রার কাছে জান্-কে পৌঁছে দিতে হবে। আমাদের কোনো ইউনিটের সঙ্গে পরিচয় না থাকায় প্রাগে এসে ভয়ানক বিপদে পড়েন। কোনো একটা সূত্রে হাজস্কীর সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়। সকাল পর্যন্ত তোমার এখানে আমরা থাকছি।

লেনকা নিভে যেতে যেতে যেন জ্বলে উঠলো। জান্ কুবিশ-কে করমর্দন করে বসতে দিল গভীর কৌতূহল নিয়ে। যুবার বয়স ছাব্বিশ-সাতাশের বেশী নয়। লম্বায় প্রায় পাঁচ-দশ। সুন্দর একমাথা চুল। চোখের দৃষ্টি গভীর। পেটা স্বাস্থ্য। অনেকটা খেলোয়াড়ের গঠন।

—আমি লেনকা! লিভচিক আমার বন্ধু।

জান্ কুবিশ মাথা নুইয়ে একটু ঠোঁটে হাসলো।

—সকাল পর্যন্ত আমরা থাকছি। আমি প্রথমে কেটে পড়বো। বুড়োকে তুমি খবর দিতে যাবে তারপর। জান্ এখানে অপেক্ষা করবে।

—এতবড় এক মানুষের দায়িত্ব দিয়ে তুমি চলে যাবে। আমার ভয় হয়।

—অসময়ে বৃষ্টিটা এসে ভালই হলো।

—এত রাত্রে আস্তানা পালটানো তোমাদের ঠিক হয় নি।

—উপায় ছিল না। তবে কেউ আমাদের দেখে নি।

—ক্রমাগত আস্তানা পালটানো তোমার স্বভাব।

—আমাদের একজনকে গেস্টাপো রাস্তা থেকে সন্দেহ করে তুলে নিয়ে গেছে। তার কী হয়েছে আমি জানি না। এত রাত্রে হয়তো আসতাম না কিন্তু জান্ কুবিশ-এর নিরাপত্তা আমাকে ভাবিয়ে তোলে। জান্ কুবিশ-এর ভূয়া পরিচয় পত্র ঝানু গেস্টাপোর চোখে ধরা পড়বে। আমি ঝুঁকি নিতে ভয় পেয়েছি।

কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনা চলে। বুদ্ধিমতী লেনকা অল্প কথাতেই আন্দাজ করে জান্ কুবিশ নিজের সম্পর্কে বেশী কিছু বলতে নারাজ। করিতকর্মা একজন সাহসী যুবা। আদর্শ দেশপ্রেমিক। জর্মনরা আসার আগে সামরিক বাহিনীতে ছিল। জর্মন বাহিনীর হাতে দেশ পুরোপুরি চলে যাবার শুরুতেই দেশত্যাগ করেছে। স্কটল্যাণ্ডে বিশেষ সামরিক প্রশিক্ষণের পর প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তুলতে গোপনে প্যারাসুট-এ দেশে আবার ফিরে এসেছে। জিনদ্রা প্রাগের গোপন প্রতিরোধ বাহিনীর অন্যতম নেতা। জান্ কুবিশ কাল তাঁর সঙ্গেই যোগাযোগ করতে যাবে।

টেকো বুড়ো যেন এক টাইপ চরিত্র। বেশ খানিকটা পথ হেঁটে আসতে হলো। ট্রামে বসতে হলো পাশাপাশি। কিন্তু মুখে কোনো কথা নেই। জান্ কুবিশ সম্পর্কে কিছুমাত্র যেন কৌতূহল নেই। কোলের ওপর ভাঁজ করা কাগজ পড়তেই ব্যস্ত।

অফিস টাইম। দপ্তর মুখো মানুষ। বাইরে থেকে মনেই হয় না কতবড় পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে দেশ চলেছে। তবে ভাল করে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় প্রতিটি মানুষ যেন সন্ত্রস্ত। মুখে কথা নেই। জানোয়ারের মত তাকায়—দেখে না।

কনুইতে চাপ দিয়ে বুড়ো উঠে পড়ে। কয়েক মুহূর্ত পর জান্ আসন ছেড়ে ওঠে। ট্রাম থেকে নেমে কোনো দিকে না তাকিয়ে বুড়ো হন হন করে চওড়া রাস্তাটা পার হলো। জান্ অনুসরণ করে চলে।

এদিকটায় একই ধরনের বাড়ি। পুরোনো কায়দায় ইঁট কাঠের অহেতুক স্তূপ। বড় রাস্তাটা থেকে অপেক্ষাকৃত সরু পথের সামনে বুড়ো হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালো। ঠোঁটে হাসি নেই। চোখে মুখে কোনো অভিব্যক্তি নেই। নীচু গলায় বলে,

—এই লম্বা উঁচু বাড়িটায় আপনাকে যেতে হবে। পাঁচতলায়। ফ্ল্যাট নম্বর ৬৭ সামনেই পাবেন। আমি চললাম।

জান্ কুবিশ কিছু বলার আগেই বৃদ্ধ উধাও হয়ে যায়।

দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই দেওয়ালে ঝোলানো সারি সারি চিঠির বাক্স চোখে পড়লো। লিফট পেতে দেরি হলো না। পাঁচ-তলায় উঠে আসতে সময় লাগলো সামান্যই। লম্বা করিডোর জান্ অতিক্রম করে চলে। সন্দেহভাজন কাউকেই চোখে পড়ে না। শুধু দেওয়ালে হেলান দিয়ে কাগজ পড়ায় মনোযোগী এক যুবাকে দেখা গেল। এসব আপদ প্রাগে আজ সর্বত্রই আছে। চেক পুলিস। জর্মন গেস্টাপো হেড কোয়ার্টার দেশের সর্বত্র এদের ছিটিয়ে রেখেছে। এরা সরাসরি চার্জ করে না, টুক্ করে গেস্টাপোকে একটা ফোন করে। বাইরে থেকে পুলিস বা গেস্টাপোর চর মনে করবার কোনো কারণ নেই। সাধারণ ছাত্র-যুবা থেকে এদের আলাদা করা মুশকিল।

দরজাটা ভেজানো। বেল টিপতেই ঘরে প্রবেশ করবার আদেশ এলো। জান্ একটু ভয়ে ভয়ে ভেতরে প্রবেশ করে। বড় একটা হলঘরের মধ্যে পর্টিশানের আড়ালে অপর একটা ছোট ঘর। তিন ব্যক্তি অপেক্ষা করছেন। বেঁটে এবড়ো খেবড়ো গোঁফওয়ালা মাঝবয়সী ভদ্রলোককে দলপতি মনে হয়। ইনিই হয়তো জিন্‌দ্রা। ঘরে আসবাবপত্র কম। শক্ত কয়েকটা চেয়ার। কয়েকটা কম্বল। টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম সাজানো।

জান্ কুবিশ-এর অনুমান ভুল হয় নি। জিন্‌দ্রাকে সে ঠিকই চিনেছে। এক টুকরো হেসে বলে,

—আমি জান্ কুবিশ। আমার জন্যেই বোধ হয় অপেক্ষা করছেন।

করমর্দনের পর জিন্‌দ্রা পাশের প্রৌঢ় ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেন,

—ইনি হাজ্‌স্কী। আমরা অপেক্ষাই করছি। বসো।

দলপতি হবার যোগ্যতা আছে জিন্‌দ্রার। কণ্ঠস্বর গম্ভীর। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন।

জান্ কুবিশ চেয়ারে বসে হালকা সুরে বলে,

—আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে আমাদের বড় দেরি হলো। একটার পর একটা বাধা। তাছাড়া শুরু থেকেই আমাদের প্ল্যান গোলমাল হয়ে গেছে।

পট্ থেকে চা ঢালতে ঢালতে জিন্‌দ্রা একবার শুধু মুখ তুলে তাকালো। তারপর গম্ভীর গলায় বলে,

—শুরুতেই একটা ব্যাপার তোমার কাছে পরিষ্কার হওয়া দরকার। যোগাযোগ করে আমাদের সঙ্গে তুমি দেখা করতে এসেছো। কোথায় এসেছো তুমি নিশ্চয় ভালই জান। কিন্তু তোমার জানা উচিত যে পরিচয় নিয়ে তুমি এসেছো তা যদি সত্যি না হয়, নিজের প্রকৃত পরিচয় যদি প্রমাণ করতে না পার, তবে এ ঘর থেকে প্রাণ নিয়ে তুমি ফিরতে পারছো না।

জিন্‌দ্রার কথায় জান্ কুবিশ শুরুতেই কেমন বেসামাল হয়ে পড়ে। সে সৈনিক। বিগত কয়েক বছরের অভিজ্ঞায় সে অনেক কিছুই দেখেছে। মৃত্যুর মুখোমুখি পড়েছে কয়েকবার। ভয় সে পায় না। কিন্তু জিন্‌দ্রার সামনে চায়ের পটের মুখোমুখি বসে নিজের বক্তব্য রাখতে গিয়ে খুবই বিব্রত বোধ করে। আমতা আমতা করে বলে,

—প্রামাণ্য পরিচয় পত্র আমার সঙ্গে দেওয়া হয় নি। প্রকৃত পরিচয় বলতে আপনি কী জানতে চান?

চোখের ওপর চোখ রেখে জিন্দ্রা চায়ের কাপটি জান্ কুবিশের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন,

—তুমি 'সোকোল' গ্রুপের মাধ্যমে হাজস্কীকে জানিয়েছো নেভিজ্ডি অঞ্চলে তুমি প্যারাস্যুটে নেমেছো। ব্রিটিশ বিমান তোমাদের দুজনকে ড্রপ করে চলে যায়। কিন্তু আমি যদি বলি জর্মন বিমান তোমাদের ড্রপ করেছে। এমনও হতে পারে ব্রিটিশ বিমান যাদের নামিয়ে দিয়েছিল তারা জর্মন গেস্টাপোর হাতে ধরা পড়েছে। আমাদের মধ্যে ঢুকে পড়বার জন্যে জর্মন হেড কোয়ার্টাস তোমাদের পাঠিয়েছে। এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে বলেই আমরা নিশ্চিত হতে চাই।

জান্ কুবিশ সবিস্ময়ে বলে,

—এ সব আপনি কী বলছেন?

—এ আমার অভিযোগ নয়—আশঙ্কা। ধরে নিলাম ব্রিটিশ বিমান থেকে প্যারাস্যুটে দুজন নেভিজ্ডি অঞ্চলে নেমেছে। কিন্তু তুমিই যে তাদের একজন আমি ধরে নেব কেন! যদি বলি সে দুজন মাটিতে নামার সঙ্গে সঙ্গে জর্মন গেস্টাপোর হাতে ধরা পড়েছে। প্রচণ্ড টর্চারের মুখে পড়ে তারা মুখ খুলতে বাধ্য হয়। তারপর এক চেক কুত্তাকে দেশপ্রেমিক সাজিয়ে চেক প্রতিরোধ বাহিনীর অন্ধিসন্ধির তালাসে প্রাগে পাঠানো হয়েছে। তুমিই সেই জর্মন গেস্টাপোর প্রেরিত লোক।

জান্ কুবিশ সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। কী যেন বলতে যাচ্ছিলো জিন্দ্রা আবার শুরু করেন,

—ব্রিটিশ বিমানে আগেও প্যারাস্যুটে ড্রপিং হয়েছে। স্পেশাল এজেন্ট রিডেলকে টিরলিয়ন আল্পস-এর ল্যাণ্ডেকের কাছে ফেলে যায়। বেচারা ধরা পড়ে। পর পর কয়েকটা ঘটনা ঘটেছে। সবচেয়ে বিপজ্জনক ব্যাপার একজন স্পেশাল এজেন্ট প্যারাস্যুটে নেমে প্রথমেই জর্মন গেস্টাপোর সঙ্গে যোগাযোগ করে। এ সব

ঘটনা ঘটেছে। এসব অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। তুমি প্রমাণ করো তোমার নাম জান্ কুবিশ। তোমার সাথীর নাম যোশেফ গাবচিক।

জান্ কুবিশ কিছু বলবার আগেই জিনড্রা বাধা দিয়ে বলেন,

—তোমাদের মত দায়িত্বহীন স্পেশাল এজেন্ট আমি ভাবতে পারি না। সামরিক দক্ষতা কতটা জানি না তবে নিরাপদে প্যারাস্যুটে তুমি নেমেছ। কিন্তু তোমার বন্ধু যোশেফ গাবচিক সে কাজটা করতে পারে নি। ঠ্যাং খোঁড়া করে বসে আছেন। রাজনৈতিক দূরদর্শিতা খুবই নিচু মানের। চেকোশ্লোভাকিয়ার অবস্থা তোমরা জান না। জর্মনদের বিরুদ্ধে যারা কাজ করছে তাদের সঙ্গে প্রকাশ্যে নানাভাবে যোগাযোগ করবার চেষ্টা চালিয়েছো শুরু থেকেই। কিন্তু জর্মনদের হাতে তোমরা পড়নি। প্রকৃত দেশ-প্রেমিকদের সঙ্গেই আশ্চর্য রকম তোমাদের যোগাযোগ হয়েছে। এ ব্যাপারটাও আমার কাছে খুব পরিষ্কার নয়। তোমাকে সন্দেহ করবার এটাও একটা বড় কারণ। আমাদের সংগ্রাম কোনো অবস্থাতেই দৈব্যশক্তির ওপর নির্ভরশীল নয়।

জান্ কুবিশ এবার নিজের বক্তব্য রাখতে চেষ্টা করে,

—ইংল্যাণ্ড থেকে আমাদের দুজনকেই পাঠানো হয়। আমাদের টিমের নাম 'এ্যানথ্রোপয়েড কমাণ্ডো'। আপনি প্রমাণ দেখতে চান। যে পরিস্থিতির মধ্যে আমরা দেশে ফিরে এসেছি সেখানে আমাদের মুখের কথাই আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে। কী প্রমাণ আমরা দেখাবো। আমার সঙ্গের সমস্ত কাগজপত্র জাল। ভূয়া পরিচয়পত্রে আমার নাম অটো স্ট্রাণ্ড। ব্রণ-এর এক শ্রমিক। পাঁচ, দশ, কুড়ি আর পঞ্চাশ মার্কের পাঁচ হাজার রাইখ্ ব্যাঙ্ক নোট আমাদের সঙ্গে দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে পঞ্চাশ ক্রাউনের দশটি চেক নোট। সঙ্গে আমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও গোলা-বারুদও আছে। সেসব আমরা লুকিয়ে রেখেছি।

একটা উৎকণ্ঠার মধ্যে চা-পান চলেছে। চোখমুখের ভাব দেখে জিন্‌দ্রার মনোভাব বোঝা মুশকিল।

—বিমান থেকে ঝাঁপ দিয়ে আমরা যখন শূন্যে ভাসছি তখন ভেবেছি নিচে আমরা পাইন জঙ্গল পাব। আমাদের জানা ছিল আমরা পিলসেন-এ অবতরণ করছি। বরফ পড়ছিলো। প্রচণ্ড অন্ধকার। বিমান আমাদের নামাতে গিয়ে জায়গা ভুল করেছিল। পিলসেন-এর পাইন জঙ্গল থেকে তাড়া গাড়ি কোথায় আশ্রয় পাব তার ঠিকানা আমাদের মুখস্থ ছিল। এখনও আছে।

জিন্‌দ্রা সশব্দে চায়ের পাত্রটি নামিয়ে রেখে জান্ কুবিশের চোখের ওপর চোখ রেখে বলেন,

—লণ্ডনে চেক ইণ্টেলিজেন্স হেড কেয়ার্টাস-এর ঠিকানা কী?

—১৩৪ পিকাডালি।

—স্পেশাল ট্রেনিং তুমি কোথায় কোথায় নিয়েছো?

প্রথমে স্কটল্যাণ্ডের কমাণ্ডো ট্রেনিং সেণ্টারে ছিলাম। ম্যাপ রিডিং থেকে গুম খুন মেজর ইয়ং আমাদের সেখানে শিখিয়েছেন। তারপর আসি ম্যানচেস্টার এয়ারপোর্ট। মেজর এডওয়ার্ড এখানে প্যারাস্যুট থেকে ঝাঁপ দেওয়া শেখান। শেষ দিকে আসি স্যুরীতে। জায়গাটা ডর্কিং-এর কাছে। ক্যাসেল বেলাসিস-এ আমরা কোড রেডিও ম্যাসেজ, নানা ধরনের অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার, যে কোনো পরিস্থিতিতে অব্যর্থ গুলিচালনা শিক্ষা করি।

—পিকাডালিতে তোমরা কী শিখতে?

—পিকাডালিতে চেক হেড কোয়ার্টাস। সেখানে কোনো ট্রেনিং সেণ্টার নেই।—আমি দুবার সেখানে গেছি।

জান্ কুবিশ ক্রমেই অধৈর্য হয়ে ওঠে। পকেট থেকে ভারি রিভলভারটা বার করে জিন্‌দ্রার কাছাকাছি টেবিলের ওপর রাখলো। জিন্‌দ্রা ভ্রূক্ষেপ করেন না। ফ্ল্যানেলের টুপি মাথায় দিয়ে প্রৌঢ়

হাজস্কী পাশে বসে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন। তাঁর মনোভাব বোঝা কঠিন। জিন্‌দ্রা আবার প্রশ্ন শুরু করেন,

—স্পেশাল ট্রেনিং সেণ্টারে তোমার মত অন্য কয়েকজনের নাম করতে পার?

জান্‌ কুবিশ প্রায় ডজন খানেকের নাম সঙ্গে সঙ্গে বলে গেল।

হাজস্কী জান্‌ কুবিশের কথায় হয়তো একটু ভুলেছিলেন। এক রকম ধমকে উঠেছেন জিন্‌দ্রা,

—আপনি ভুলে গেছেন হাজস্কী মাত্র তিন মাস আগের কথা। ক্রিমোরিজ-এর সেই ভয়ঙ্কর ঘটনা আপনার মনে নেই! কসিক্‌ প্যারাস্যুটেই নেমেছিল। জর্মনীর বিরুদ্ধে তার সংগ্রামের কথা আপনার বেশী জানা থাকার কথা। কসিক্‌ প্যারাস্যুটে গোপনে দেশে নেমে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তোলবার নাম করে সোজা জর্মন্‌ গেস্টাপোর সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রায় দুশো জন 'বিপ্লবী কর্মী'কে সে গেস্টাপোর হাতে তুলে দেয়। এই তরুণ আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরেছে। কিন্তু পুরোপুরি বিশ্বাস অর্জন করতে পারে নি!

জিন্‌দ্রার মন্তব্যে যুবা যেন সম্পূর্ণ নিভে যায়। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। জান্‌ কুবিশ পরক্ষণেই আশ্চর্য এক কাণ্ড করলো। তড়িৎ গতিতে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে মুহূর্তে বোতাম খুলে পেছন ফিরে ট্রাউজার্সটা নামিয়ে দিল অনেকটা। কণ্ঠস্বরে প্রচণ্ড ক্ষোভ। অনেকটা আর্তনাদের মত শোনালো,

—এই দেখুন। এই দেখুন। এর চেয়ে বড় প্রমাণ আমার আর সঙ্গে নেই।

কোমরের বেশ খানিকটা নিচে। প্রায় পাছার কাছাকাছি, সাতটা ছাপ। আগুনে ঝলসানো লোহা চেপে চেপে স্বস্তিকা চিহ্ন আঁকা। অতি বড় কঠিন মানুষের চোখও বন্ধ হয়ে আসে। হাজস্কী

ও অপর ব্যক্তি একরকম অস্পষ্ট আর্তনাদ করেন। জিন্‌দ্রার চোয়াল দুটো এঁটে এলো।

জান্‌ চেয়ারে ফিরে এলে জিন্‌দ্রা মন্তব্য করেন,

—জর্মনদের হাতে তুমি ধরা পড়েছিলে কোথায় ?

—আদতে আমি চেক আর্মিতে ছিলাম। জর্মনরা চেক আর্মি ভেঙে দিলে রাইফেল জমা না দিয়ে যারা পালিয়েছিল আমি তাদের একজন। ধরা পড়েছিলাম। সেই থেকেই এই পোড়া দাগ আমার সঙ্গে আছে। জেল ভেঙে আমরা পোল্যাণ্ড পালাই। সে অনেক কথা। এই মুহূর্তে সে খুব কাজের কথা নয়।

জিন্‌দ্রা পকেট থেকে একটি ফোটোগ্রাফ বার করে জান্‌ কুবিশ-এর দিকে এগিয়ে দেন।

—চিনতে পার ?

—একজন চেক অফিসার। আমি ম্যানচেষ্টারে ভদ্রলোককে দেখেছি।

জিন্‌দ্রা যেন অনেকটা সহজ হতে চলেছেন।

—তোমার উচ্চারণে কিন্তু একটা টান আছে।

আমি মোরাভিয়ার লোক।

--ঠিক ঠিক জায়গাটা কোথায় বলতো ?

—ট্রিবিক-এর কাছে।

—ওসব জায়গা আমি ভালই জানি।

—আমি ডলনিচ ভিলেমোভিসিচ-এ জন্মেছি।

জিন্‌দ্রা উৎসাহ প্রকাশ করেন,

—তাহলে ভ্‌লাডিস্লাভ জায়গাটা তোমার জানা উচিত।

—ট্রিবিক—ব্রুনো প্রধান সড়কের মধ্যে পড়বে জায়গাটা।

—ভ্‌লাডিস্লাভ রেলস্টেশন তোমার মনে পড়ে ?

—খুব।

—কেন ?

—আপনার কী কারণে ভ্লাডিস্লাভ রেলস্টেশনের কথা মনে পড়ে জানি না। স্টেশনের ফুল বাগান আজো আমার কিন্তু চোখে ভাসে।

গুমট ভাবটা দু'হাতে সরিয়ে দিয়ে জিন্‌দ্রা সহাস্যে মন্তব্য করেন—

—আর প্রমাণের দরকার নেই। তোমার বোঝা উচিত জান্ কেন আমাদের এভাবে সন্দেহ করে পরে বিশ্বাস করতে হয়।

রিভালভারটা জান্-এর দিকে সরিয়ে আপন মনে বলে চলেন—

—ভুলেও জন্মস্থানে যাবে না। ভ্লাডিস্লাভ রেলস্টেশনের ফুল-বাগান ভুলেও দেখতে যাবে না।

হাজস্কীর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হয়। জিন্‌দ্রা বলেন,

পূর্ব পরিচিত কারো সঙ্গে দেখা করবে না। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে কোনোরকম যোগাযোগ করতে যাবে না। আর প্রাগে যত কম লোক তোমাকে চেনে ততই ভাল। কিন্তু একটা কথা আমার শুধু হিসেবে মিলছে না। বিপজ্জনক ঝুঁকি নিয়ে 'এ্যাথ্রোপয়েড কমাণ্ডোর' এভাবে আসার তাৎপর্য কী? তোমরা এসেছো কেন?

জান্ কুবিশ এক গাল হেসে বলে,

—প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তুলতে আপনাদের সাহায্য করতে এসেছি। জর্মনদের তাড়িয়ে দেশকে মুক্ত করতে এসেছি।

—তুমি ঠিক ঠিক বলছো না। আমি তোমার জায়গায় সার্জেন্ট সোভোদা-র কথা শুনেছিলাম।

জান্ কুবিশ সম্পূর্ণ হকচকিয়ে যায়,

—সার্জেন্ট সোভোদার কথা আপনি জানলেন কেমন করে?

—তার সম্পর্কে তুমি কতটুকু জান?

—তিনি ট্রেনিং সেণ্টারে হঠাৎ এক দুর্ঘটনায় আহত হন। লণ্ডনে তিনি এখন অনেকটা সুস্থ হয়েছেন। তাঁর জায়গায় শেষ মুহূর্তে আমাকে পাঠানো হয়েছে। রওনা হবার সপ্তাহখানেক আগে আমি

জানতাম না এ্যানথ্রোপয়েড কমাণ্ডো-তে যোশেফ গাবচিকের সঙ্গে আমাকে থাকতে হবে।

জিন্‌দ্রা অল্পক্ষণ কী যেন ভাবলেন। তারপর চতুর হেসে বলেন—

—এ্যানথ্রোপয়েড কমাণ্ডোর বিশেষ এসাইনমেণ্ট-টা কী?

—আমরা প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তুলতে আপনাদের সাহায্যে এসেছি।

—তুমি সত্যি কথাটা ভাঙছো না।

জান কুবিশ একটু বিব্রত বোধ করে। এ্যানথ্রোপয়েড কমাণ্ডোর বিশেষ এসাইনমেণ্ট নিতান্তই গোপনীয়। যোশেফ গাবচিক ছাড়া কারো জানবার কথা নয়। তবে সার্জেণ্ট সোভোদার কথা জিন্‌দ্রা কী ভাবে জানলেন জান্ ভেবে পায় না। নিজের তরফ থেকে জান্ পরিষ্কার হতে চেষ্টা করে, 'লণ্ডনের চেক মিলিটারী হেডকোয়ার্টার্স দেশে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তোলবার জন্যে নিতান্ত ঝুঁকি নিয়ে চেকোস্লোভাকিয়ার মেন-ল্যাণ্ডে প্যারাট্রুপার্স পাঠাচ্ছে। সে সব আপনি নিশ্চয়ই জানেন। তবে 'এ্যানথ্রোপয়েড কমাণ্ডো' বিশেষ ধরনের দায়িত্ব নিয়ে এসেছে একথাও সত্যি।'

জিন্‌দ্রা চোখে হেসে বলেন,

—তবু তুমি সত্যি কথাটা ভাঙছো না।

—ব্যাপারটা কী জানেন, স্পেশাল এসাইনমেণ্ট একটা আছে। কিন্তু এই রহস্যময় ঘরে আমাকে আনা হলো। হাজারো প্রশ্ন আর উল্টোপাল্টা সন্দেহের পর আমাকে হয়তো বিশ্বাস করতে পারছেন। কিন্তু আপনাদের সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্যের কথা এখন কিছুদিন গোপনই থাক না। এখনই বিশেষ এসাইনমেণ্টের কথা জেনেই বা কী লাভ।

টেবিলে ছোট্ট একটা চাপড় মেরে জিন্‌দ্রা বলেন—

—আমি যদি বলি লণ্ডন থেকে চেক হেড কোয়ার্টার্স তোমাদের

একটা হত্যাকাণ্ড ঘটাতে পাঠিয়েছে। নিখুঁত একটা খুনের জন্যেই তোমরা এখানে এসেছো।

জান্ বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে পড়ে,

—এ সব কথা আপনি জানলেন কেমন করে?

—খুব একটা নির্ভরযোগ্য নয় তবে ক্ষীণ একটা যোগাযোগ লণ্ডনের চেক হেডকোয়ার্টার্স-এর সঙ্গে আমাদের আছে। ২৮শে অক্টোবর আমাদের স্বাধীনতা দিবসে এই হত্যাকাণ্ড ঘটানোর পরিকল্পনা প্রথমে ছিল। সেটা বানচাল হয়ে যায়। আমরা লণ্ডনকে আমাদের কথা জানাই। এমনও হতে পারে হত্যাকাণ্ড পরিকল্পনা দু জায়গায় একই সঙ্গে মাথায় আসে। যা হোক ব্যাপারটা সমাধা করতে হবে। সব রকম সাহায্য তোমরা পাবে। কিন্তু মুহূর্তের জন্যে ভুলে যাবে না কী প্রচণ্ড শক্তির বিরুদ্ধে তোমাকে লড়তে হবে। ফুয়েরার-এর বিশেষ প্রিয়পাত্রদের তালিকায় এই মানুষটিকে আমি সবচেয়ে বিপজ্জনক মনে করি। প্রাগে আসার পর প্রতিরোধ সংগ্রামের সমস্ত কিছুই চুরমার করে দিয়েছেন। গ্রেপ্তার আর হত্যা চলেছে অবিরাম। চেকোশ্লোভাকিয়াকে ঠাণ্ডা করতে হিটলার যোগ্য ব্যক্তিকেই বেছে নিয়েছেন। পৈশাচিক নিষ্ঠুরতায় রাইনহাড হেডারিক নিঃসন্দেহে প্রথম সারির পহেলা নম্বর। বাঘা বাঘা নাৎসী নেতারাও এই মানুষটিকে ভয় পায়।

তুমি প্রথমত বয়সে তরুণ। চেক আর্মিতে খুব অল্পবয়সেই ঢুকেছিলে। জর্মনরা এদেশ আসার পর পরই দেশ ছেড়েছো। তাই দেশের বর্তমান পরিস্থিতি সঠিক বুঝে উঠতে সময় লাগবে। প্রতিরোধ সংগ্রামের মূল চালিকা শক্তি দেশের জনজীবনের মধ্যে পবিত্র স্বাধীনতাকামী নাৎসী বিরোধী মানসিকতাকে জাগিয়ে তোলা। কিন্তু প্রচণ্ড নাৎসী শাসনের প্রবল চাপের সামনে সেই মানসিকতাকে গতি দেওয়া খুবই কঠিন। শুধু সামরিক সংঘর্ষে জর্মনদের সঙ্গে আমাদের পেরে ওঠা সম্ভব নয়। তবে বিশেষ আনন্দের কথা রুশ

রণাঙ্গনে জর্মনদের অপ্রতিহত গতিবেগ সংযত হয়েছে। পাল্টা মারের মুখে জর্মনরা পিছু হটছে। অজেয় জর্মন বাহিনী সম্পর্কে ছুনিয়ার মানুষ নতুন ভাবে চিন্তা করছে। এই সময় দেশের সর্বত্র আমাদের সংগঠন গড়ে তুলতে হবে।

প্রয়োজনীয় নানা কথা নিয়ে আলোচনা হয়। জান্ কুবিশ লক্ষ্য করে লণ্ডনের চেক হেড কোয়ার্টার্স-এর নেতৃস্থানীয় অনেকের সম্পর্কেই জিন্দ্রা নিভুর্ল খবর রাখেন। ফ্রান্টিসেক মোরাভেক ছিলেন চেক ইনটেলিজেন্স অফিসার। ভারমাখট্ সেনারা দেশ দখলের আগেই বৃটিশ মিলিটারী এ্যাতাশে ক্যাপ্টেন গিবসনের সাহায্য এগারো জন সাথীকে নিয়ে ফ্রান্টিসেক মোরাভেক প্রাগ ছেড়ে ইংল্যাণ্ডের ক্রয়ডোন এয়ার পোর্টে পালিয়ে যান। দেশ ছেড়ে পালালেও যুদ্ধ এড়ানোর ইচ্ছে তাদের ছিল না। প্রচুর ধৈর্য আর প্রতীক্ষার পর ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে বিদেশে চেক সামরিক দপ্তর। সাধারণ সেনা থেকে দায়িত্বপূর্ণ সামরিক অফিসারদের অনেকেই জর্মনদের হাতে ধরা না দিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে বহু পথ পাড়ি দিয়ে শেষ পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডে পৌঁছেছে। শুরু হয়েছে বিশেষ সামরিক প্রশিক্ষণ। জান্ কুবিশ তাদেরই একজন।

নিশ্চিত বিপদ থেকে 'এ্যাথ্রোপয়েড কমাণ্ডো' শেষ পর্যন্ত রক্ষা পেয়েছে। উৎকণ্ঠা, হতাশা আর নিদারুণ ঝুঁকি কিছুদিন তাদের তাড়া করে নিয়ে গেছে। জর্মন গেস্টাপোর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে আশ্চর্য রকম।

বিমান থেকে প্রথমে ঝাঁপ দিয়েছিলো জান্ কুবিশ। তারপর যোসেফ গাবাচিক আকাশে ভেসেছিল। রসদ আর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পেছনে আর একটা প্যারাস্যুট ওদের সঙ্গে নেমেছিল। কিছুটা দূরে আরও কয়েকটা প্যারাস্যুট ড্রপিং হবার কথা। 'সিলভার এ' কমাণ্ডো-তে ছিল তিনজন। বার্টোস, ভালচিক আর পফুসেক। তাদের আজ কী অবস্থা জানা নেই।

ইংল্যাণ্ড ছাড়ার সময় ব্রিফিং অফিসার বলেছিলেন, তাদের পিলসেন-এর আকাশে ছাড়া হবে। কাছেই পাইন অরণ্যের কভারে লুকিয়ে থেকে সুযোগ মত মুখস্ত করা ঠিকানায় গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে। তবে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় সে আস্তানার কোনো স্থিরতা নেই।

গভীর রাত। নিজের হাত পর্যন্ত দেখা যায় না। তুষার-পাতের বিরাম নেই। কনকনে বাতাসের ঠোঁটে একটানা হুইসিল। কিছুই দেখা যাচ্ছিলো না। তবে আকাশে ভেসে বোঝা যাচ্ছিল তুষারে ঢাকা ভূমি দ্রুত নিকটবর্তী হচ্ছে। ধরা পড়লে কি হতে পারে জান্ ভাবছিলো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সযত্নে পকেটে রাখা বাদামী ক্যাপসুলের কথা মনে এলো। মাথায় গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়বার প্রস্তুতি থাকলেও টর্চারের কথা মনে হলেই কেমন যেন ভয় করে। নিজের জন্মভূমিতেই ফিরতে হচ্ছে চুরি করে। চেকোস্লোভাকিয়া আজ জর্মনীর অধিকৃত এলাকা। নিষ্ঠুর নাৎসী

শাসনে গোটা দেশ আজ পর্যুদস্ত। প্রচণ্ড অত্যাচারে দেশের জনজীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত।

মাটিতে নেমেই জান্ চারদিক একবার দেখে নিল। কিছুই নজরে এলো না। পরক্ষণেই বেশ খানিকটা দূরে যোসেফ-এর প্যারাস্যুটটা মাটিতে পড়তে দেখলো। মাটিতে ঘাস নেই। সব কিছুই তুষারে ঢাকা। এগিয়ে যেতে যোসেফকে একটু বেকায়দায় দেখলো। হয়তো চোট পেয়েছে। হয়তো ভেঙেছে বা মচকেছে।

—শুরুতেই দেখছি বেচাল হলো।

—হাঁটতে পারবে তো।

—কোনো রকমে। তবে কিছু একটা হয়েছে। ঢালু জায়গাটায় পা আমার পিছলে গিয়ে উল্টে গেছে।

—তুমি তো দেখছি খোঁড়াচ্ছো।

—বেশ লেগেছে। কিন্তু ধারে কাছে জঙ্গলের কোনো চিহ্ন দেখছি না। জায়গাটা ঠিক কোথায় বোঝাই যাচ্ছে না।

জায়গাটা আসলে পরিত্যক্ত এক পাথরের খনি অঞ্চল। লোকালয় থেকে বহু দূরে। ধারে কাছে জঙ্গলের চিহ্নমাত্র নেই। কিছুটা দূরে আলো-আঁধারীর মধ্যে কিছু একটা লক্ষ্য করে যোসেফ জান্-এর কাঁধে ভর দিয়ে সামনে এগিয়ে চলে। পাশাপাশি দুটো ছোট বাড়ি। কুঁড়ে ঘরই বলা চলে। দরজায় তালা লাগানো। অল্প চাপ দিতেই খুলে গেল। একদিকে খড়ের গাদা। ভেতরটা অপেক্ষাকৃত গরম। যন্ত্রণায় কাহিল হয়ে পড়েছে যোসেফ। অস্ত্রশস্ত্র আর রসদের প্যারাস্যুটের সন্ধানে জান্ বেরিয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পর জান্ মালপত্র নিয়ে ফিরে এলো। যোসেফ একটানা বক বক করছে।

—কিছু আন্দাজ করতে পারলে?

—ধারে কাছে কোনো জঙ্গল নেই।

—ম্যাপ রিডিং-এ নিশ্চয়ই ভুল হয়েছে।

—প্রচণ্ড অন্ধকারের মধ্যে ঠাওর করতে পারে নি। মনে হচ্ছে আমাদের বেজায়গায় ছেড়ে গেছে।

—আমাদের কোনো কভার নেই!

—তাই তো মনে হয়। তবে আস্তানাটা আমাদের মন্দ জোটে নি। এত রাত্রেও ঘরের মালিকের যখন দেখা নেই মনে হয় রাতটা নিরাপদেই কাটবে। কাল সকালে দেখা যাবে।

—পায়ের ব্যথাটা কিন্তু আমার বাড়ছে। হালকা তুষারে পড়ে পিছলে গিয়ে পা-টা হঠাৎ উল্টে গেল্।

—চিন্তায় ফেল্‌লে দেখছি!

জান্ কথার ফাঁকে ফাঁকে হাতে কাজ করছিলো। অন্ধকারে বসে টিনের কৌটোর মাংস আর বিস্কুট ভাগ করে নিয়ে ওরা খেতে বসলো।

বাইরে একটানা হাওয়া বইছে। তুষারপাত যেন ক্রমশ বাড়ছে।

সকাল হয়। চারপাশে কোনো লোকালয় নেই। কিন্তু আস্তানাটা পরিত্যক্ত বলা চলে না। অনেকটা যেন খামার বাড়ি। একদিকে ভারী ভারী কাঠের বাক্স। কাঠের স্তূপ। বস্তা ভর্তি নানা কিছুতে ঘরের এক দিকটা উঁচু করা। অস্ত্রশস্ত্র রসদ ওখানেই লুকানো হলো। স্টেনগান, গ্রেনেড আর গোলাগুলি। জিনিসপত্র লুকিয়ে রাখবার পক্ষে ঘরটা চমৎকার। কিন্তু আরও নিরাপদ আস্তানা একটা দরকার। যোসেফ-এর পা ঠিক না হওয়া পর্যন্ত এদিকেই থাকতে হবে।

জান্ বেরিয়ে পড়ে। আকাশ নীল। সূর্যের আলোতে মাটির বরফের রঙ বদলানোর শেষ নেই। কিন্তু জনমানবের চিহ্ন নেই কোথাও। পাইন অরণ্যের ক্ষীণতম ইঙ্গিত ছিল না কোনো দিকে।

পরিত্যক্ত পাথরের খনিটাই জান্-এর পছন্দ হলো। আরও ভাল লাগলো বুনো আগাছা আর লম্বা লম্বা ঘাসে ঢাকা প্রায়ান্ধকার একটা টানেল যেখানে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেছে। নিরাপদ আশ্রয়স্থল

হিসেবে জায়গাটার তুলনা নেই। যোসেফও জায়গাটা পছন্দ করলো। এদিকটায় মানুষের পা পড়েনি অনেকদিন। তবে ম্যাপ দেখে জায়গাটার কোনো হদিসই করতে পারে না দুজনে। বিকেলের আগে জায়গাটা ভাল করে একবার দেখে নিতে ওরা ট্যানেলের মুখে আসতেই নজরে পড়লো।

একটা লোক। পশমের টুপি পরা মাঝ বয়সী একটা মানুষ। দুজনেই ওরা হকচকিয়ে যায়। জান্ পকেটের রিভলবারটা চেপে ধরে।

আগন্তুকের চোখে কিন্তু অবিমিশ্র কৌতূহল,

—আপনারা এখানে কী করছেন ?

'ভাবছি খনিটা আবার চালু করবো। মনে হচ্ছে গ্র্যানিট শিলা এখনও যথেষ্ট জমা আছে'—জান্ বিশেষজ্ঞের ঢঙে কথাগুলো বললো।

আগন্তুক একটু হাসলো,

—অনেককাল এখানে কাজ হয় না। শুনেছি ছ'শো বছর আগে চার্লস ব্রীজ তৈরীর সময় এই পাথরের খনি চালু করা হয়। আমি এখানকার গেম ওয়ার্ডেন। এই তামাম অঞ্চলের চারদিকে নজর রাখাই আমার কাজ। রাত্রে বোধহয় আপনারা মালির ঘরে ছিলেন। ঘরের সামনে তুষারের ওপর আপনাদের পায়ের ছাপ দেখলাম।

জান্ যোসেফের দিকে ফিরে তাকায়।

—আপনারা ভয় পাবেন না। ঐ পায়ের ছাপ ধরেই আমি এখানে এসেছি। তাছাড়া মালির ঘরের সামনে একটা প্যারাস্যুট দেখলাম। আপনাদের ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। আমি শত্রু নই।

জান্ আত্মপ্রকাশ করতে বাধ্য হয়,

—আমরা দুজনে কাল প্যারাস্যুটে এখানে নেমেছি। ইংল্যাণ্ড থেকে এসেছি। দেশপ্রেমিকদের সাথে যোগাযোগ করতে চাই। আপনার সাহায্য আমাদের দরকার। জর্মনদের বিরুদ্ধে আমাদের
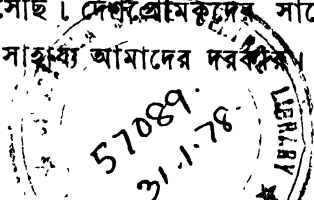
মরণ পণ সংগ্রাম করতে হবে। পরাজিত, অপমানিত দেশকে শত্রুর হাত থেকে মুক্ত করতে হবে।

—সে আমি দেখেই বুঝেছি আপনারা প্যারাস্যুটে কেন নেমেছেন এখানে। তবে অবস্থা বেশ ঘোরালো। জর্মন কুত্তার সঙ্গে একশ্রেণীর দেশী বিশ্বাসঘাতকের দল সহযোগিতা করছে। ব্যক্তিগত সামান্য লাভের খাতিরে এরা যে কোনো সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে। আমি আপনাদের সঙ্গে আছি। আমি নেভিজ্‌ডি-র লোক।

—পিলসেন জায়গাটা কোথায়?

—প্রাগ-এর কাছে। এখান থেকে প্রায় বিশ কিলোমিটার হবে। ঘণ্টা খানেকের পথ। অবাক হচ্ছেন কেন?

—আমরা ভেবেছি এ জায়গাটা পিলসেন-এর কাছাকাছি।

—পিলসেন এখানে কোথায় মশাই। সে তো প্রাগ ছাড়িয়ে আপনাকে যেতে হবে। যাক আপনাদের সঙ্গে আলাপ হলো। ভয় পাবেন না। সন্ধ্যের সময় আসবো।

—চেক পুলিস বা জর্মন গেসটাপো আমাদের টের পেয়েছে কি না একটু বুঝে আসবেন।

—আমার মনে হয় সেদিক দিয়ে ভয় নেই। আমিই হয়তো একমাত্র লোক আপনাদের সন্ধান পেয়েছি। সন্ধ্যের সময় একবার আসবো। খবর নিয়ে আসবো।

সময়ের ওপর একটা উৎকণ্ঠা বয়ে চলে। সন্ধ্যেতে গেম ওয়ার্ডেন আবার এলো। রুটি আর সসেজ নিয়ে এসেছে সঙ্গে করে। মাথা নেড়ে জানিয়ে গেল—

—কোনো ভয় নেই। কেউ কিছু টের পায় নি। আপনারা নিরাপদে থাকুন।

রাতটা নিরাপদেই কাটলো। তবে ঘুম নেই। যোসেফের পায়ের যন্ত্রণা কিছুমাত্র কমে নি।

পরদিন নতুন এক আগন্তুকের সামনে পড়ে জান্ কিন্তু সম্পূর্ণ

নিভে গেল। গেম ওয়ার্ডেন নিশ্চয়ই বিশ্বাসঘাতকতা করছে। রিভলবার বাগিয়ে ধরে জান্ আগন্তুকের হাত তুলতে বলে। মাথার ওপর লোকটা হাত দুটো তুলে নিরুত্তাপের সুরে বলে—

—আমি বাউমান। এ এলাকার ঘানিওয়ালা। আমি একজন 'সোকোল' কর্মী। আমাকে ভয় পাবার কিছু নেই।

জান্ 'সোকোল' সংস্থার কথা জানে। প্রতিরোধ আন্দোলনের সবচেয়ে পুরনো সংস্থা। খেলাধূলো আর শরীর চর্চা সংক্রান্ত সমিতির আড়ালে তারা শুরুতে লড়াই চালিয়ে গেছে। এখন দেশে বেআইনী। গেস্টাপো সব ভেঙে-চুরে দিয়েছে।

রিভলবার পকেটে নিয়ে জান্ বলে—

—গেম ওয়ার্ডেন নিশ্চয়ই আপনাকে পাঠিয়েছে।

—কেউ আমাকে পাঠায় নি।

—আমাদের হদিস পেলেন কেমন করে?

গ্রামের সবাই জানে আপনারা এসেছেন।

—সবাই জানে!

—প্যারাসুটে নামতে দেখেছে অনেকে। আমি তো ভেবেছিলাম বিমান একটা বুঝি ভেঙে পড়লো।

—কিন্তু গেম ওয়ার্ডেন বললো কেউ কিছু জানে না।

—মনে হয় কাল ভয়ে কেউ মুখ খোলেনি। তবে গোপনে আপনাদের কথা আলোচনা হচ্ছে। আমি অবশ্য নিষেধ করে দিয়েছি। জানাজানি হলে জর্মনরা সারা গায়ে অত্যাচার চালাবে। হুজুক তুলতে আমি বারণ করে দিয়েছি।

—এই আস্তানার কথা আপনি টের পেলেন কেমন করে?

বাউমান হেসে ফেলে।

—পালানোর জায়গা এখানে একটাই। লুকিয়ে থাকবার মত এখানে আর জায়গা কই! কষ্ট করতে হয়নি। আপনার রিভালবারের মুখেই আমি এসে গেছি।

জান্ অপ্রস্তুত বোধ করে।

বাউমান দূরদর্শী। অভিজ্ঞতাও সুপ্রচুর। কণ্ঠস্বরে ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পাচ্ছিলো,

—শুরুই হয়েছে বিশ্বাসঘাতকতা দিয়ে। সামলে উঠতে তাই সময় লেগেছে। এখন আমরা শুরু করতে পারি। কিন্তু এ জায়গাটা লুকোচুরি খেলার পক্ষে চমৎকার হলেও আপনাদের পক্ষে নিরাপদে এখানে থাকা চলবে না।

বাউমান-এর সঙ্গে অনেক আলোচনা হলো। বিস্তর খবর রাখেন,

—আপনাদের পিলসেন-এ গিয়ে খুব একটা লাভ হবে না। দেশের জন্যে আপনারা প্রাণ দিতে এসেছেন। পালিয়ে পালিয়ে বাঁচতে আসেন নি। সমস্যা ওখানে থেকেই যাবে। প্রাগ বড় জায়গা। যোগাযোগের কেন্দ্রই বলা চলে। গেস্টাপো আর চেক পুলিস অবশ্য অনেক বেশী, কিন্তু পালানোর জায়গাও সেখানে অনেক। প্রাগের হোলেসেভিসে অঞ্চলে আমার 'সোকোল গ্রুপ'-এর এক বন্ধুর ওখানে আপনারা উঠতে পারেন। সে আপনাদের যথেষ্ট সাহায্য করতে পারবে। দেশের যা অবস্থা কোনো কারণেই প্রতিরোধ সংগ্রাম অপেক্ষা করতে পারে না। নাৎসী রুটমার্চ প্রথমে আমাদের অতর্কিতে ধরেছিল। দেশের নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতা আমাদের বিহ্বল করেছিলো। কিন্তু সামনে মরণপণ লড়াই ছাড়া আমাদের কোনো রাস্তা নেই।

—আপনি বলছেন আমাদের কথা গাঁয়ের লোকরা জানে।

—আপনারা যে এ অঞ্চলে নেমেছেন একথা গোপন নেই।

—চেক্ পুলিস আর জর্মন গেস্টাপো!

—ওসব আপদ এ অঞ্চলে কম। তবে সাধারণ গাঁয়ের মানুষ বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। জর্মন গেস্টাপোকে গিয়ে খবর দিতেও এরা ভয় পায়। তবে এখানে লুকিয়ে থাকা আদৌ নিরাপদ নয়। আজ না হলেও কাল আপনাদের বিপদে পড়তে হবে।

যোসেফ মন্তব্য করে,

—আমাদের প্রথম কাজ প্যারাস্যুট মাটিতে পুঁতে ফেলা। আপনি ঠিকই বলেছেন এখানে এভাবে লুকিয়ে থেকে কোনো লাভ নেই। আপনি আমাদের প্রাগে যাবার ব্যবস্থা করুন। সোকোল কর্মী-র সঙ্গে দেখা করতে পারলে আমরা সহজেই প্রতিরোধ সংগ্রামীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবো।

বাউমান বেশ চিন্তিত। কী যেন ভাবছিলেন। চোখে যেন হিসাব কষার দৃষ্টি,-

—পিলসেন-এ গিয়ে আপনারা নিশ্চিত যোগাযোগের ভরসা যখন পাচ্ছেন না তখন আমার মনে হয় হোলেসেভিসে গিয়ে ভালই করবেন।

আশ্চর্য মানুষ বাউমান। জান্ আর যোসেফের নিরাপত্তার দায়িত্ব যেচে নিয়েছেন। গোপনে খবর চালাচালি করে বিশ্বস্ত লোক সঙ্গে দিয়েছেন। রেল স্টেশন পর্যন্ত সঙ্গে এসেছেন বাউমান। অপরিচিত একজন অপেক্ষায় ছিল। টুপি পরা ওভারকোটে ঢাকা ছোটখাটো প্রৌঢ় মানুষটি; ইনিই গাইড। হোলিসেভিসেতে জান্ আর যোসেফকে পৌঁছে দেবেন।

বাউমান হাত নেড়ে বিদায় জানান। ট্রেন ছেড়ে দিল।

যোসেফ আর জান্ কাগজ ভাগাভাগি করে পড়তে থাকে। গাইড স্বল্পভাষী। কোনোদিকেই ভ্রূক্ষেপ নেই। চুপচাপ বসে থেকে বাইরের চলমান দৃশ্য দেখতে অতিশয় মনোযোগী।

কাগজের প্রথম পাতাটা জুড়ে আছেন রাইনহার্ড হেড্রিক। এক জায়গায় তিনি চেকোশ্লোভাকিয়ার ভেনসেসলাস ঐতিহ্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ধনতন্ত্রবাদ আর বলশেভিকদের পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করবার জন্যেই জর্মনী যুদ্ধ করছে। চেক প্রধানমন্ত্রী জেনারেল ইলিয়স বিশ্বাসঘাতক ছিলেন তাই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। দেশপ্রেমিক সৎ নাগরিকদের সমস্ত ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকবে।

দেশপ্রেমিক শ্রমিকরা উৎপাদন বাড়িয়ে চলেছে। রাইনহাড হেডারিক বুদ্ধিজীবীদের আবার নতুন করে সতর্ক করেছেন।

প্রাগ স্টেশন। স্টেশনে অত্যন্ত গোলমাল। জান্ ও যোসেফের বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ী পিটছে। প্রচণ্ড কনকনে ঠাণ্ডা। প্ল্যাটফর্মের অনেকটা জায়গা জুড়ে ভারমাখট্ সেনারা সামরিক স্পেশাল ট্রেনের অপেক্ষা করছে। কয়েকহাত দূরে দূরে সিক্রেট এজেন্ট। গেস্টাপোর সজাগ পাহারাকে ব্যর্থ করে জান্ কুবিশ আর যোসেফ গাবচিক স্টেশনের বাইরে এলো। সামনে প্রৌঢ় গাইড।

এই প্রাগ। এবার গন্তব্যস্থল হোলেসেভিসে।

সন্দেহ করে নি কেউ। তবে তুচ্ছ দুই যুবা যে মুহূর্তে প্রাগে এসে নেমেছে, চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজনৈতিক ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় ভূমিকা রচিত হয়েছে তখন থেকেই। দুর্ধর্ষ জর্মন গেস্টাপো কিছুই টের পায় নি। তৃতীয় রাইখ্যের অদ্বিতীয় প্রতিনিধি মোরাভিয়া বোহেমিয়ার নাৎসী শাসক স্বয়ং রাইনহাড হেডারিক কিছুই জানতে পারেন নি। সামনে পেছনে এস. এস ট্রুপস-এর পাহারায় তাঁর দ্রুতগামী সুদৃশ্য মার্সিডিস তখন ভেনসেসলাস স্কোয়ারে বাঁক নিয়ে হ্রাডকানি ক্যাসেল-এর দিকে ঢুকছে।

অখ্যাত এক পরিবারে সামান্য এক চাষীর ঘরে জান্ কুবিশের জন্ম। মোরাভিয়ার হাজারো চাষীর মতই জান্-এর পিতা ছিলেন একজন। ছোটবেলায় বাপের সঙ্গে মাঠেও কাজ করেছে। কব্জির জোর প্রথম থেকেই তাই হয়তো অনেকের চেয়ে কিছু বেশী ছিল। সীমান্ত অতিক্রম করে জর্মন আর্মাড কার আর ভারমাখট্ রেগুলার ট্রুপস ধীরে ধীরে যখন সম্পূর্ণ চেকোশ্লোভাকিয়া অধিকার করে বসলো, জান্ কুবিশ তখন তার গাঁয়ের খামার ছেড়ে চেক আর্মিতে তার দুবছরের প্রশিক্ষণ শেষ করেছে।

চেক আর্মি ভেঙে দেওয়া হয়। জর্মন শিবিরে শিবিরে অস্ত্রশস্ত্র ফেরত দিয়ে চেক সেনাবাহিনীকে ঘরে ফিরে যেতে বলা হলো। দশ হাজার সুশিক্ষিত সেনা। অনেকেই সে আদেশ মেনে নিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহী সেনাদের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছে গোপন প্রতিরোধ সংগ্রামী দল। তবে রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছিল অনুপস্থিত। প্রথম সারির নেতারা অনেকে দেশ ছেড়েছেন। অনেকে বন্দী। এক এ্যাকশন স্কোয়াডে গুরুত্বপূর্ণ এক জর্মন সামরিক কমাণ্ড পোষ্ট ওড়াতে গিয়ে জান্ কুবিশ গেস্টাপোর হাতে ধরা পড়ে। লাল টকটকে লোহা চেপে চেপে ধরে সাতটা স্বস্তিকা চিহ্ন জান্ কুবিশের শরীরে এঁকে দেওয়া হয়। তারপর শুরু হয় আটক জীবন।

অতর্কিতে এক ভোররাত্রে বিপ্লবীরা ঐ জেলের ওপর অভিযান চালায়। সে বড় বিপজ্জনক ঝুঁকি। প্রাণ হাতে নিয়ে ভয়ঙ্কর সে গেরিলা যুদ্ধ। জেলরক্ষীরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। সমস্ত কাজটাই চুপিসারে সমাধা হয়। তালা ভেঙে প্রতিরোধ সংগ্রামীদের তারা মুক্ত করে যায়। নাৎসী শাসনের শক্ত ফাঁসীর দড়ি তখনও হয়তো এতটা বজ্র কঠিন ছিল না। জর্মন শাসনযন্ত্রের যান্ত্রিক নিয়ম শৃঙ্খলা তখনও এতটা ভয়াবহ হয়ে ওঠে নি।

সে এক ভয়ঙ্কর পলায়ন। সাধারণ চাষী পরিবার আশ্রয় দিয়েছে। সড়ক এড়িয়ে জঙলা পথে অনির্ণীত সে এক লম্বা পাড়ি। অনেকের মত জান সীমান্ত অতিক্রম করে। পোল্যাণ্ডে এসে আশ্রয় নিয়েছে। জান এখানে এসে আবিষ্কার করে সে একা নয়। গেস্টাপোর তাড়া খেয়ে অনেক চেক যুবা দেশ ছেড়ে এখানে এসেছে।

য়োসেফ গাবচিকের সঙ্গে জান-এর এখানেই প্রথম পরিচয়। ফরাসী রিক্রুটিং সেণ্টারে পরস্পরের প্রথম দেখা। যোসেফ-এরও ঐ একই ইতিহাস। অবশ্য জেল ভেঙে তাকে পালাতে হয় নি। গেস্টাপোর হাতে ধরা পড়বার আগেই সে সীমান্ত অতিক্রম করেছে।

যোসেফের পেশা ছিল মিস্ত্রির। সে ছিল তালাওয়ালা। জিলিনা-র এক কেমিক্যাল ফ্যাক্টরিতে সে কাজ করত।

ফরাসী রিক্রুটিং সেন্টারে তুজনেই যোগ দিল। শর্ত ছিল যদি কোনো দিন ফরাসী অঞ্চলে চেক আর্মি তৈরী হয় তবে সেই আর্মিতে তাদেন বদলী করা হবে।

সারা ইয়োরোপে যুদ্ধ তখন ছড়িয়ে পড়ছে। জর্মন ট্যাঙ্ক ফ্রান্সের মধ্যে ঢুকেছে। জর্মন আর্মির প্রচণ্ড চাপের মুখে এক ভয়ঙ্কর পশ্চাদপসরণের সময় গুরুত্বপূর্ণ প্লেটুন-এ জান্ ছিল। নাৎসী এডভান্স আর্মি পাহারায় বসে গেছে। বেওয়ারিশ কুকুরও একটা রাস্তায় নেই। হাইওয়ে অক্ষত রাখতে হবে। ভীতিপ্রদ মোটর বাইকে টহল চলছে রাত্রিদিন। প্রতিটি ব্রীজে স্বস্তিকা চিহ্ন খচিত লাল পতাকা উড়ছে। সন্দেহজনক মানুষের তালাশে এস্. এস. ট্রুপস হণ্যে হয়ে ঘুরছে। সর্বত্র কঠিন পাহারা। জর্মন সামরিক কনভয়ের জন্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা সব সময় স্বাভাবিক রাখতে হবে।

ফরাসী প্রতিরোধ সংগ্রামীদের সঙ্গে ছোট্ট প্লেটুন-এ জান্ কুবিশও তখন তৈরী হয়েছে। হাঁটু জল। বুকের সঙ্গে ভারি থলিটা ঝুলছে। প্রচুর অভ্যাসে সে আজকাল অভ্যস্ত হয়ে গেছে। গ্রেনেড সে স্যাণ্ডউইচ-এর মত ভালবাসে। কব্জির জোর চিরকালই একটু বেশী। পর পর কয়েকটা প্রচণ্ড আওয়াজ। সেই সঙ্গে আগুনের আলোর চমকে চমকে ওঠা। পাগলের মত এলোপাথাড়ি মেশিন গানিং শুরু হয়েছে তখন ওপর থেকে। চরম মুহূর্তে ডেটোনেটিং বক্স জান্ রিলিজ করেছে যান্ত্রিক নিয়মে। ব্রীজটা জুড়ে আগুন জ্বলে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে। চওড়া রাস্তার তুদিকে খানিকটা শুধু লেগে রইলো। মাঝখানটা জ্বলতে জ্বলতে খসে পড়লো। জান্ নিশ্চিত বুঝতে পারে এ পথে জর্মন ট্যাঙ্ক শীঘ্র আর গড়াবে না।

জল কাদা আর খাঁড়ি ভেঙে জান্ উঠেছে ঠিকই কিন্তু নাজি ট্যাঙ্ক অনেকের মতই ওকে তাড়া করেছে এক দেশ থেকে অন্য দেশে।

জান্ উত্তর আফ্রিকা হয়ে ইংল্যাণ্ডে পৌঁছোয়। পরিচিত অপরিচিত অনেক চেক এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে। চেক ট্রেনিং সেণ্টারে বাদামী চেহারার পরিচিত হাসি হাসি মুখ জান্ কুবিশ অনেক দূর থেকেই চিনতে পেরেছে। আনন্দে হাততালী দিয়ে উঠেছে,

—হেই যোসেফ !

পেচেক ব্যাঙ্কের বাড়িটাই এখন গেস্টাপো হেডকোয়ার্টার্স। এ এক দুর্ভেদ্য দুর্গ বিশেষ। প্রহরীর চোখ এড়িয়ে একটা মাছির পক্ষেও ভেতরে প্রবেশ করা অসম্ভব। নিয়মিত ব্যবধান রেখে সর্বত্র পাহারা। পোর্টিকোর দুপাশ দিয়ে স্বস্তিকা চিহ্ন আঁকা লাল পতাকা ঝুলছে। বিশাল গেট পেরিয়ে প্রকাণ্ড চত্বরের একদিকে ভারী মোটর সাইকেলের সারি। দুটো এ্যাম্বুলেন্স। অন্যদিকে সুদৃশ্য ঝলমলে কয়েকটি গাড়ি। সাংকেতিক চিহ্ন আঁকা খাকি রঙ-এর ছোট বড় কয়েকটা জিপ। সারা দিনই গাড়ি আসছে—যাচ্ছে। ঝানু গেস্টাপো অফিসার পানভিৎস আজ একটু চিন্তিত। কাল রাত্রে বড় রকমের এক অভিযান তাঁর ব্যর্থ হয়েছে। শুধু তাই নয় বিশ্বাসভাজন এক চেক বন্ধু যিনি দিনের পর দিন গুপ্তচক্রের হদিস দিয়ে সাহায্য করেছেন—তাঁকে বিছানাতে আজ মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। ভদ্রলোক একা থাকতেন। ডিভোর্সি। ব্যক্তিগত ভাবেও পানভিৎস ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। চেক মুদ্রা ক্রাউন থেকে জর্মন মার্ক-এ রূপান্তরিত করবার ব্যাপারে এই বিশেষ বন্ধু তাঁকে এতদিন সাহায্য করেছেন। প্রাক্তন স্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করবার জন্যে তার ফ্ল্যাটে হানা দিতে গিয়ে আর এক বিপদ। ভদ্রমহিলাকে অবশ্য বিছানাতে জীবিত অবস্থায় পাওয়া যায়, কিন্তু পাশে উলঙ্গ অবস্থায় পড়েছিলেন জর্মন এক জাঁদরেল অফিসার। এক রকম পালিয়েই আসতে হয়েছে সেখান থেকে। ব্যাপারটা নিয়ে হৈ চৈ করা চলে কিন্তু নিজেরই দুর্বলতা অনেকখানি। তাই মৃত চেক ভদ্রলোকের ব্যাপারে বেশী উৎসাহ না দেখানোই ভাল। শুধু জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে একটি মেয়েকে আটক করা হয়েছে। মনে হয় মেয়েটা সত্যি কথা বলছে।

চেক ভদ্রলোক বলেছেন দেশে প্যারাস্যুট ড্রপিং হয়েছে। কী

সূত্রে কোথা থেকে এ সংবাদ তিনি সংগ্রহ করেছেন সে সম্পর্কে কিছুই জানিয়ে যেতে পারেন নি। ব্যাপারটা ওপর মহলের কানে গিয়েছে। রয়াল এয়ার ফোর্স-এর বিস্কুটের খালি প্যাকেট আর একটা মাংসের টিনের কৌটো হস্তগত করা গেছে। কিন্তু এই সামান্য সূত্র থেকে কোনো সঠিক সিদ্ধান্তে আসা চলে না। তাছাড়া প্রাগে অবশ্য প্যারাস্যুটে কেউ নামতে পারে না। দেশের কোনো জায়গায় যদি নেমেও থাকে তবু এই সামান্য সূত্র কোনো কাজের হবে না।

ঘরে একা বসে পানভিৎস ব্ল্যাক কফি পান করছেন। একটা সিগারেট ধরিয়ে জুত হয়ে বসে মেয়েটিকে তিনি ডেকে পাঠালেন। নিহত চেক বন্ধুর সঙ্গে মেয়েটির কী সূত্রে যোগাযোগ ছিল খুব একটা পরিষ্কার নয়। প্রেম করবার মানুষ তিনি নন—হয়তো শরীরের ব্যাপার-স্যাপার ছিল। গুপ্ত আন্দোলনের সঙ্গে মেয়েটা থাকতে পারে! মেয়েটাই হয়তো খবর দেওয়া-নেওয়া করতো। মেয়েটির মুখ থেকে কিছুই জানা যায় নি। তবে ছোট্ট ফ্ল্যাটে একা একা থাকা মেয়েমানুষ খুবই সন্দেহের উদ্রেগ করে। চলাফেরার ওপর নজর রাখতে বলে মেয়েটিকে ছেড়ে দেওয়াই স্থির করলেন।

মেয়েটিকে ডেকে আনালেন। সুন্দরী বলা চলে না। তবে সুশ্রী। শরীরটা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবার। পানভিৎস স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন। হেসে বললেন—

—গেস্টাপো হেডকোয়ার্টাস সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা কী খুবই তিক্ত?

স্বাভাবিক নিরুত্তাপের সুরে মেয়েটি জবাব দিল,

—আপনাদের ব্যবহারে আমি খুবই খুশী হয়েছি।

পানভিৎস একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলেন। বার বার মনে হচ্ছিলো তার মৃত চেক বন্ধু নিশ্চয়ই এই মেয়েটির সুন্দর শরীরটা ব্যবহার করতো।

—ভ্লাডিমার আমার বন্ধু ছিল। বর্তমান আইনের কথা বাদ

দিলেও শুধু ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের খাতিরে তাঁর আততায়ীকে খুঁজে বার করা আমার নৈতিক দায়িত্ব। ভ্লাডিমারের সঙ্গে আপনার পরিচয়ও ছিল মধুর। সেই যুক্তিতে আমরা দুজন একই সঙ্গে কাজ করতে পারি। আমাদের লক্ষ্য এক। আমার বিশেষ কিছু আর জানার নেই।

—আমার সাহায্য আপনি পাবেন।

—ভ্লাডিমারের সঙ্গে আপনার শেষ দেখা হয়েছিল শুক্রবার ?

—আগেও আমি সে কথা বলেছি।

—তার কাছে আপনি প্যারাস্যুট ড্রপিং-এর কোনো খবর শুনেছেন ?

—শুনেছি। ব্যাপারটা আমি আপনাদের নজরে আনতে বলেছিলাম। এ সব কথাই আপনাকে আমি বলেছি।

—নজরে সবই এনেছিলেন, কিন্তু বেশী কিছু আর জানা যায় নি। ভ্লাডিমার যে আমার বন্ধু এটা হয়তো শয়তানচক্র জেনে ফেলেছিল।

মেয়েটি এবার পা ভাঁজ করে বসে। একটা ঠ্যাং-এর ওপর আর একটা ঠ্যাং বার করে। ভীতি প্রকাশ পায় চোখে মুখে,

—আমারও ভয় করছে। আমার ওপর হামলা করতে পারে।

—আমাদের সঙ্গে থাকলে আপনার কোনো ভয় নেই। আপনাকে একটা ফোন নম্বর দিচ্ছি। সরাসরি সেটা আমার টেবিলে আসবে। প্রয়োজনে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আপনি বুদ্ধিমতী। আপনি যেতে পারেন। শুধু একটা প্রশ্ন আপনাকে করবো। ব্যক্তিগত ভাবে আপনার কী দায়িত্ব রইলো বলুন তো ?

—আততায়ীর কোনো সন্ধান পেলে আপনাকে জানাবো। তাছাড়া জর্মন বিরোধী কোনো চক্রের সন্ধান পেলে আপনাকে ফোন করবো।

—চমৎকার।

পার্নভিৎস তার ফোন নম্বরটা লিখে দেন। মেয়েটি কাগজের টুকরোটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

—আমরা পরস্পরে বন্ধু হলাম।

মেয়েটি সলজ্জ এক টুকরো হাসলো।

গার্ড মেয়েটিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে। পানভিৎস এক দৃষ্টে চেয়ে থাকেন। ইচ্ছে হচ্ছিলো ঝাঁপিয়ে পড়ে মেয়েটার উষ্ণ শরীরটা টেবিলের ওপরই চিৎ করে ফেলেন। কিন্তু অনেক কিছুই করা যায় না। এই মেয়েটাই তাঁর এখন একমাত্র সামান্য লিঙ্ক। শিকার ধরার পেছনে অনেক বেশী ধৈর্যের দরকার। সুতো ছাড়তে হয় অনেক বেশী।

পরক্ষণেই একজনকে ডেকে পাঠালেন। সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। আহত এক জানোয়ারের আস্ফালন,

—চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এই মাগীটার সব খবর আমি চাই। কিন্তু কোন কারণেই যেন টের না পায়। এক রুটির কারখানায় কাজ করে। সেখানেও এখন নজর রাখতে হবে। চব্বিশ ঘণ্টা মেয়েটিকে স্যাডো করে আমাকে জানাও।

—স্যার একটা কথা বলবো?

—বল।

—এই মেয়েটি সম্পর্কে খোঁজপত্তর কিছু পেয়েছি।

গেস্টাপো অফিসার পানভিৎস লাফিয়ে ওঠেন, 'বল! কী নতুন খবর পেয়েছো?'

—রাজনীতির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। উৎপাদন বাড়ানোর জন্যে রুটির কারখানায় বোনাস পেয়েছে। মাঝে মাঝে রাত্রে ফ্ল্যাটে থাকে না। মেয়েটির চরিত্র খুব একটা ভাল নয়। ভ্লাডিমার তার অন্যতম এক পুরুষ বন্ধু ছিল।

—তুমি একটা গাধা। এসব খবর আমি তার মুখেই শুনেছি। নতুন কোনো খবর তুমি আনতে পার নি। আসলে তুমি প্রাগের তরুণদের চেন না। যা বলি শোনো, সাতদিন এই মাগীটাকে চব্বিশ ঘণ্টা নজরে রাখো। আমার মনে হয় তুমি কিছু সংগ্রহ করতে পার। আমি অন্য ব্যবস্থাও দেখছি।

পেচেক ব্যাঙ্কের বাইরে এসে মেয়েটি হাঁফ ছাড়ে। বাড়িটা একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে। এখান থেকে কেউ নাকি হেঁটে বেরুতে পারে না। অনেকে আর ফেরেই না।

ট্রাম ধরে নিজের ফ্ল্যাটে যাওয়াই প্রথম স্থির করলো। দুটো স্টপেজ পর একজন ওর পাশে এসে বসলো। মাঝ বয়সী এক ভদ্রলোক। পরনে পুরনো স্যুট। দুই হাঁটুর মধ্যে সেকেলে ছাতাটা রাখতে গিয়ে হাত থেকে পড়ে গেল। পরক্ষণেই তুলে নিতে গিয়ে নিচু গলায় বলে—

—সব ঠিক আছে। লিভচেক নিরাপদে প্রাগ ছেড়ে গেছে। না বলা পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করবে না। তোমার বলার কিছু আছে?

—আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে খুব ভালই হলো। সব যোগাযোগ আমি কেটে দিচ্ছি। মনে হয় আমার পেছনে টিকটিকি লেগেছে। আমি সে ধাক্কা সামলাবো। লিভচেক-এর জন্যে চিন্তা হচ্ছিলো। আপনার কাছে তার খবর পেয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। একটা কথাই আপনাকে শুধু জানানোর আছে। এখানকার গেস্টাপো হেড কোয়ার্টার্স সংবাদ পেয়েছে প্যারাস্যুটে চেক বিপ্লবী নেমেছে। আর বিশেষ কিছুই এরা জানতে পারে নি। ভ্লাডিমারকে ঠিক সময়েই সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। নইলে যে কী হতো ভাবতে পাচ্ছি না।

—খুব সাবধান। গেস্টাপো তোমাকে সহজে ছাড়বে না। আমি চললাম।

ট্রামের যাত্রী সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। প্রৌঢ় ভদ্রলোক নেমে গেলেন। কেউ জানতে পারলো না ঐ প্রৌঢ় লোকটার নাম হাজস্কী। প্রাগের প্রতিরোধ সংগ্রামীদের অন্যতম নেতা। এই মেয়েটিরই কোড নাম লেনকা।

জরুরী প্রয়োজনে জিন্‌দ্রা আর্জ দুজনকেই ডেকে পাঠিয়েছেন। চলাফেরা করার পক্ষে অফিসের ব্যস্ততার সময়টা সবচেয়ে নিরাপদ। এখনও খুঁড়িয়ে চলতে হচ্ছে যোসেফকে। ব্যথাটা অবশ্য অনেক কম। তবে আরও কিছুদিন ভোগাবে।

লেনকার খবরটা খুবই ভাবিয়ে তুলেছিল প্রথমে। সাময়িকভাবে নিষ্কৃতি পাওয়া গেলেও খুব সজাগ না থাকলে যে কোনো মুহূর্তে বিপদ আসতে পারে। সামান্য স্ফুলিঙ্গ থেকেই দাবানলের সৃষ্টি। তুচ্ছ এক সূত্র পেয়ে গেস্টাপোর হাত শেষ পর্যন্ত যে কোথায় পৌঁছোবে বলা যায় না। সাময়িকভাবে লেনকা কিছুদিন নিজেকে বিযুক্ত রাখবে। এত তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেওয়ায় আরও বেশী সন্দেহের উদ্রেগ করে। জিন্‌দ্রা নিজের মনের উত্তেজনা গোপন করতে চেষ্টা করেন। এক টুকরো ঠোঁটে হেসে বলেন,

—তোমাদের মশলাপাতির এখন অবস্থা কী?

যোসেফ গাবচিক মাথা নেড়ে বলে,

—নেভিজ্‌ডিতে আমরা সে সব ভালভাবেই লুকিয়ে রেখেছি।

—তোমাদের সঙ্গে আছে কী?

—পরিমাণে খুব একটা বেশী নয়। ছোট ধরনের অস্ত্রশস্ত্র কিছু আছে। গ্রেনেড আছে কিছু। তিনটি স্টেনগান। সেই সঙ্গে কিছু গুলি-বারুদ।

—প্রাগে নিয়ে আসবার ব্যবস্থা কর। শহরের কয়েকটা জায়গায় ও সবকিছু ছড়িয়ে রাখতে হবে। এখানে একটা কথা আমার বলার আছে। অতিরিক্ত কোনো কিছুই করবে না। ষোলা আনা বিশ্বাসী হলেও সব কথা সবার জানার নয়। তোমাদের সব কথা একজনই শুধু জানবে। প্রাগে, তোমাদের প্রধান লিঙ্ক আজ থেকে হাজ্‌স্কী।

তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করবে। তিনি তোমাদের ছক তৈরীতে সাহায্য করবেন। আস্তানা বদলে বদলে নাম্ পাল্টে থাকতে হবে। তাছাড়া তোমাদের পরিকল্পনাকে সার্থক রূপ দিতে গেলে প্রচুর পরীক্ষা নিরীক্ষার দরকার। রাইনহাড হেডারিককে প্রাগের কজন লোক নিজের চোখে দেখেছে! তোমাদের যোগ্যতা সম্পর্কে আমি কোনো প্রশ্ন তুলতে চাই না। শুধু বোঝাতে চাই যে কাজে তোমরা এসেছো এক কথায় বলতে গেলে সে কাজ সাফল্যের সঙ্গে সমাধা করা একরকম অসম্ভব বলা চলে। দৈবাৎ সুযোগ একটা পেতে পার কিন্তু দ্বিতীয় সুযোগ তোমরা পাবে না। আমি মনে করি তৃতীয় রাইখের এতবড় হাতেকলমে নিষ্ঠুর চরিত্রের মানুষ হয়তো আর নেই। শত শত চেক যুবা প্রতিদিন প্রাণ হারাচ্ছে। বিনা কারণে সামান্য সন্দেহে সুন্দর সংসার আছড়ে আছড়ে ভাঙছে। জর্মন ম্যান ল্যাণ্ডে শ্রমিক চালান দিচ্ছে হাজারে হাজারে। ইংল্যাণ্ডের চেক হাই-কমাণ্ড একটি মানুষের পেছনে তোমাদের কেন পাঠিয়েছে নিশ্চয়ই বুঝতে পার। বিশ্বযুদ্ধ চলেছে—সেখানে শত্রুশক্তির কোনো একক ব্যক্তিত্বের গুরুত্ব কতটুকু! এ ধরনের প্রশ্ন মনে আসতে পারে। কিন্তু ভয়াবহ চরিত্রের এই একক ব্যক্তিসত্তা যে কী বিপুল পরিমাণ রক্তক্ষরণের কারণ আমি বলে বোঝাতে পারবো না।

কথা বলতে বলতে একটু থেমে জিনদ্রা প্রৌঢ় হাজস্কীর দিকে ফিরে তাকান। মিষ্টি হেসে বলেন,

—জান্ আর যোসেফের সঙ্গে আপনি রাজনৈতিক পরিস্থিতি আর ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করবেন। উৎকট দেশপ্রেম সম্পর্কে সব সময়ই আমার একটা ভয় আছে।

হাজস্কী অন্য কথায় গেল,

—নেভিজ্‌ডি থেকে তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র প্রাগে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করতে হবে। ওখানে ওগুলো রাখা ঠিক হবে না।

জিনদ্রা আপন মনে বলে চলেন,

—সর্টওয়েভ ট্রান্সমিটার আর রিসিভার ছাড়া কাজকর্ম চালানো কঠিন। রেডিও এ্যাপারেটাস ছাড়া বিদেশের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব নয়। লণ্ডনের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করা দরকার।

জান্ কুবিস 'সিলভার-এ' কমাণ্ডো সম্পর্কে জানতে চাইলো—

—আমরা যে রাত্রে নেমেছি সেই দিনই 'সিলভার-এ' কমাণ্ডোর নামার কথা। এখান থেকে লণ্ডনের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতেই তারা আসছে। ইতিমধ্যে আপনার খবর পাওয়া উচিত ছিল।

জিন্দ্রার কপালে চিন্তার ছাপ ভেঙে পড়ে—

—আমি এ পর্যন্ত কোনো সংবাদই তাদের পাই নি। দেশে তারা কোথায় কী ভাবে নেমেছে বুঝতে পাচ্ছি না। এ পর্যন্ত প্যারাস্যুট ড্রপিং খুব একটা সাফল্যজনক হয়েছে এ দাবী আমরা করতে পারি না। ভাল কথা প্যারাস্যুটগুলো তোমরা কী করেছো?

জান্ বলে,

—মাটির তলায় পুঁতে এসেছি।

জান্ কুবিস জিন্দ্রাকে যত দেখছে ততই অবাক হচ্ছে। সবদিকে নজর। 'সিলভার-এ' কমাণ্ডো সম্পর্কে মানুষটি চিন্তিত বোঝা যায়। প্রতিরোধ সংগ্রামের সমস্ত প্রস্তুতি তার নখদর্পণে। নেতৃত্ব করবার যোগ্যতা আছে।

রাইনহাড হেডারিক-এর প্রচণ্ড সন্ত্রাসের মুখে প্রথম দিকে বিপ্লবী সংস্থা সবই প্রায় ভেঙে পড়েছিল। জিন্দ্রা ছিলেন ব্রুনো অঞ্চলের 'সোকোল' বিপ্লবী দলের অন্যতম কর্মী। মাস্টারী ছিল পেশা। 'সোকোল' দলের প্রায় সবাই গেস্টাপোর হাতে ধরা পড়ে। জিন্দ্রা পালিয়ে আসেন প্রাগে। নিজের অসাধারণ যোগ্যতায় রাজধানীর বুকে আবার গড়ে তুলেছেন বিপ্লবী দল। বাইরে থেকে এই মানুষটিকে দেখে কিছুই বোঝবার উপায় নেই।

হাজ্স্কী যেন ঐ একই সুরে বাঁধা দ্বিতীয় চরিত্র।

ভারী চশমার নিচে বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটো ছাড়া কোনো কিছুই উল্লেখযোগ্য নয়। বাইরে থেকে ভীরু স্বভাবের শান্তিপ্রিয় মানুষ বলেই মনে হয়। উত্তর বোহেমিয়ার এক প্রসিদ্ধ স্কুলে কিছুদিন আগেও কাজ করেছেন। 'সোকোল' কর্মী ছিলেন শুরু থেকেই। আজও গোটা বোহেমিয়াতে গেস্টাপো জান জেলেনেক-কে খুঁজে বেড়াচ্ছে। হাজ্স্কী এখন তার ছদ্মনাম। প্রাগ উপকণ্ঠে সামান্য এক স্কুল মাস্টারীর চাকরি নিয়ে আত্মগোপন করে আছেন। নিজের স্ত্রীও তাঁর রাজনৈতিক জীবনের কথা জানেন না। সময় পেলে নিজের ছেলেকে নিয়ে পড়াতে বসেন। পিতার রাজনৈতিক জীবনের কথা তারও অজ্ঞাত। দার্শনিক চরিত্রের নির্বিরোধী শান্তিপ্রিয় মানুষ আজ দেশের প্রয়োজনে প্রতিরোধ সংগ্রামের মধ্যে নিজেকে গভীর-ভাবে জড়িয়ে ফেলেছেন।

চুলচেরা বিশ্লেষণে হাজ্স্কীর তুলনা নেই। জান্ ও যোসেফকে তিনি ইংলিশ প্যাটার্নের ট্রাউজার্স পরতে বারণ করেছেন। লণ্ডন থেকে দেওয়া ভুয়া পরিচয়পত্র দেখে মন্তব্য করেছেন—

—তোমরা যে কোনো সময় বিপদে পড়বে। আমাদেরও বিপদাপন্ন করবে। তোমাদের কোনো কাগজপত্র ঠিক নেই। পেশাগত পরিচয়পত্র কোথায়?

—অন্য কাগজপত্র আমাদের সঙ্গে কিছু নেই।

—আজই আমি এ ব্যাপারে একজনের সঙ্গে কথা বলবো। নতুন যে আইন হয়েছে তাতে এসব কোনো কিছুই গ্রাহ্য হবে না। সরকারী খাতায় তোমাদের নাম তুলতে হবে। ব্যাপারটা খুব কঠিন না হলেও প্রাগ শহরে থাকতে হলে এসব তোমাদের লাগবে। ডাক্তারের সুপারিশপত্র ছাড়া এই জরুরী অবস্থায় তোমরা দিনের পর দিন কাজে না গিয়ে বাইরে থাকতে পার না। এ সবই আমাকে করতে হবে। সবই করবো।

স্থির মস্তিষ্কের দৃঢ়চেতা মানুষ। সব কিছুই যেন মাথায় আছে হাজ্স্কীর। অপারেশন প্ল্যান সম্পর্কেও ভদ্রলোক অনেক কিছু চিন্তা করেছেন। সামরিক জীবনের কোনো অভিজ্ঞতা নেই। নিজের হাতে কোনো দিন বন্দুক ছুঁড়েছেন বলে মনে হয় না। কিন্তু বিভিন্ন ধরনের গ্রেনেড সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। হঠাৎ প্রয়োজন হলে ব্রিফকেস থেকে স্টেনগান বার করার অসুবিধাগুলো নির্ভুল বলে যাওয়ায় জান্ ও যোসেফ বিস্ময় প্রকাশ করে।

বয়সে প্রবীণ। স্বাস্থ্যও বিশেষ ভাল নয়। কিন্তু অফুরন্ত প্রাণ প্রাচুর্য ও অসাধারণ সাহসী মানুষটির কাছে এসে এই তরুণ দুই যুবা মুগ্ধ হয়।

পথেঘাটে চলাফেরার সময় কথাপ্রসঙ্গে হাজ্স্কী অনেক কিছু নিয়ে আলোচনা করেন। বিশেষ করে দেশের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিগত কয়েক বছরের আন্তর্জাতিক রাজনীতি। জর্মনীর অগ্রাসী ভূমিকা। মিউনিক চুক্তি। নাটকীয় বিশ্বাসঘাতকতায় কী ভাবে গোটা দেশে জর্মন অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলো। একটা গুলি না ছুঁড়ে ভারমাখ্‌ট সেনারা কী ভাবে প্রাগ জয় করলো। রাইখ্য চান্সালার হের হিটলারের বোহেমিয়ার রাজপ্রাসাদে ঘুমুতে আসার আখ্যান—একটানা বলে চলেন হাজ্স্কী।

যোসেফ বলে,

—আপনার সঙ্গে রাস্তায় চলতে বেশ ভাল লাগে। ভয় ভয় ভাবটা একদম থাকে না।

জান্ কুবিস বিজ্ঞের ঢংয়ে বলে,

—রাস্তায় রাজনীতি আলোচনা করা ঠিক নয়।

হাজ্স্কী হেসে ফেলেন,

—তুমি তো শ্লোগান দিচ্ছো না। চোখ-কান খোলা রেখে গোপন আলোচনার পক্ষে রাস্তাই আমি নিরাপদ মনে করি। এখানে কেউ আড়ি পাতবে না।

শ্লোভাকদের সাহায্য পেয়েছিলেন হিটলার। বিচ্ছিন্নবাদী বিরোধী দল আর স্থানীয় জর্মনদের বিরামবিহীন ষড়যন্ত্র চলছিল। প্রেসিডেন্ট হাচাকে যখন বার্লিনে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয় তখন সব শেষ। তার আগেই শ্লোভাকিয়াকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে হিটলার স্বীকৃতি দিয়েছেন।

অনুষ্ঠানে ক্রটী ছিল না। ডাঃ এমিল হাচা তাঁর ফরেন মিনিষ্টার চাভল্‌কোভস্কী-কে নিয়ে বার্লিনে এসে নামতেই জর্মন মিলিটারী গার্ডের কুচকাওয়াজ শুরু হলো। স্বয়ং ফুয়েরার ডাঃ হাচার মেয়েকে দিলেন চকোলেট। ফুল আর মালায় ডাঃ হাচা প্রায় ঢাকা পড়ে যান। এডলন হোটেলের শ্রেষ্ঠ কামরা ডাঃ হাচাকে দেওয়া হলো।

তবে ডাঃ হাচা কিছুটা আন্দাজ করেছিলেন। তিনি জানতেন মোরাভ্‌স্কা-অস্ট্রাভা অঞ্চলে জর্মন ট্রুপস ইতিমধ্যে ঢুকে পড়েছে। বোহেমিয়া আর মোরাভিয়া যে কোনো সময় আক্রান্ত হতে পারে ডাঃ হাচা আশঙ্কা করেছিলেন।

রাত দেড়টায় স্বয়ং ফুয়েরারের সঙ্গে বৈঠক। ডাঃ হাচার সামনে কাগজপত্র মেলে ধরা হলো। হিটলারের সংরক্ষণমূলক, নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাপত্র। এখন শুধু ডাঃ হাচার সই করবার অপেক্ষা।

ডাঃ হাচা সম্পূর্ণ নিভে যান। চাভল্‌কোভস্কী বাক শক্তি যেন হারিয়ে ফেলেন। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়েন। বিস্ময়াবিষ্ট কণ্ঠে বলেন—এ মৈত্রী চুক্তি কোথায় ? এ তো আপনারা মোরাভিয়া আর বোহেমিয়াতে জর্মন অভিভাবকত্ব দাবী করেছেন। শ্লোভাকিয়ার সঙ্গে আপনারা গোপনে এ কী সব করেছেন। চেকোশ্লোভাকিয়া জর্মনীর আশ্রিত রাজ্য হতে চলেছে। ফুয়েরার ঘর ছেড়ে চলে গেছেন।

সে এক অবিশ্বাস্যকর নাটকীয় দৃশ্য। প্রথম সারির জর্মন

জেনারেলরা একরকম ঘিরে রেখেছেন। হিটলার এই আছেন—এই নেই। রিভেনট্রপ আর গোয়েরিং মুখোমুখি বসে। সোনালী ফ্রেমের আড়ালে হিমলারের একজোড়া শীতল চাউনী।

ডাঃ হাচা এক রকম কাতরোক্তি করেন, এ চুক্তিপত্রে আমি সই করতে পারি না।

গোয়েরিং প্রস্তুত। সুদৃশ্য মোড়ক খুলে মেলে ধরলেন মানচিত্র। চেকোশ্লোভাকিয়াকে ঘিরে তাঁর বোমারু বিমানের প্রস্তুতি। ট্যাঙ্ক বাহিনীর পজিশন। এই মুহূর্তে কত ডিভিশন জর্মন সেনা যে শুধু সবুজ সঙ্কেতের অপেক্ষায় আছে তার ছকও সামনে রাখলেন।

'রিভেনট্রপ ঠোঁটে সামান্য হাসতে চেষ্টা করেন,

—মাননীয় প্রেসিডেন্ট, আপনার অযথা সময় নষ্ট হচ্ছে।

গোয়েরিং বলেন, 'আপনি যদি সই না করেন, তাহলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রান্ত হবে। প্রাগে পৌঁছোতে আমাদের কয়েক মিনিট সময় লাগবে। অযথা রক্তপাত আমরা চাই না। শান্তিপূর্ণ ভাবে এই সমস্যার সমাধান চেয়েছিলাম। এখন সবটাই আপনার ওপর নির্ভর করছে।'

রিভেনট্রপ ডাঃ হাচা-কে প্রবোধ দেন, 'জর্মনীর আশ্রিত রাজ্য হলেই চেকোশ্লোভাকিয়া তার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার হারাবে ফুয়েরার সে ধরনের অভিভাবকত্ব চান না।'

ডাঃ হাচা বৃদ্ধ। জীবনে আইন চর্চা করেছেন। অসুস্থ হলেও যুক্তি গ্রাহ্য রাজনৈতিক আলোচনায় হয়তো অংশ গ্রহণ করতে পারতেন, কিন্তু এই নাৎসী নায়কদের ষড়যন্ত্র ভেদ করা তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য। সুপ্রীম কোর্টের জজ-এর ঠোঁটে ভাষা নেই। তবু নিষ্ফল চেষ্টা করেন,

—প্রাগে ফিরে আমাকে ক্যাবিনেটের সঙ্গে আলোচনা করতে দিন। আমি এক তরফা সিদ্ধান্ত নিতে পারি না।

গোয়েরিং লাফিয়ে ওঠেন,

—ভোর ছটায় আমার বিমান বহর প্রাগ শহরে বোমাবর্ষণ শুরু করবে। আপনারা যুদ্ধ চাইছেন!

ডাঃ হাচা বিহ্বল।

—আপনি জানেন অপরাজেয় জর্মন সেনাদের গতিরোধ করবার শক্তি আপনার কতখানি। চেকোশ্লোভাকিয়া সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাক আপনি কী চান?

—প্রতিরোধ করবার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু আমি এই কাগজ-পত্রে সই দিতেও পারি না। আমাকে সময় দিতে হবে। প্রাগে ফিরে ক্যাবিনেটের সঙ্গে কথা না বলে আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারি না।

'বেশ তো ফোন করুন। কথা বলুন।' রিভেনট্রপ প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চেপে ধরেন।

—বার্লিন থেকে প্রাগ সরাসরি লাইন পাওয়া যাবে না।

—আজ সকালেই বসানো হয়েছে। আপনার জন্যে সব ব্যবস্থাই আমরা আগেই সেরে রেখেছি। রিসিভার তুললেই আপনি প্রাগের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে পারবেন।

ক্ষীণতম আশাটুকুও যেন নিভে গেল। দৃষ্টিশক্তি যেন ক্রমশ ঝাপসা হয়ে আসছে। বৃদ্ধ মানুষটির নিঃশ্বাস নিতেও যেন কষ্ট হচ্ছে। পরক্ষণেই চেতনা হারিয়ে ফেলেছেন প্রেসিডেণ্ট হাচা।

গোয়েরিং-এর শীতল চোখ দুটো মুহূর্তে জ্বলে উঠলো। সরীসৃপের ক্ষিপ্রতা নিয়ে চেয়ার থেকে লাফিয়ে ওঠেন। মার্টিন বোরম্যানকে নির্দেশ দেন, 'ডাঃ মোরেল'!

ডাঃ হাচার জন্যে সব ব্যবস্থাই আগে থেকে সেরে রাখা হয়েছিল। হার্ট খারাপ। বিমানযোগে না এসে তাই ট্রেনে এসেছেন। যে কোনো পরিস্থিতির জন্যে ডাক্তার তৈরীই ছিল। ব্লাডহাউণ্ড যেন শিকার মুখে নিয়ে ফিরে এলো। ডাঃ মোরেলকে সাথে নিয়ে বোরম্যান পরক্ষণেই ফিরে এলেন।

গোয়েরিং-এর কণ্ঠে উদ্বেগ,

—ডাঃ মোরেল, ডাঃ হাচাকে এখনই চাঙ্গা করে তুলুন। ফুয়েরার শুনলে খুবই দুঃখিত হবেন। এমন কিছু নয়। সাময়িকভাবে জ্ঞান হারিয়েছেন মনে হচ্ছে। একটা কিছু হয়ে গেলে কেলেঙ্কারীর শেষ থাকবে না।

সময়ের ওপর উত্তেজনা আর উৎকণ্ঠা বয়ে চলে। পর পর কয়েকটা ইনজেকশন দিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ডাঃ হাচাকে আবার চাঙ্গা করা হলো।

সরাসরি প্রাগের টেলিফোন চালু আছে।

আলোচনার কোনো অবকাশ ছিল না। প্রবল চাপের সামনে যেন আত্মপক্ষ সমর্থন করলেন। জর্মনীর অভিভাবকত্বে চেকোশ্লো-ভাকিয়া যে কিছুক্ষণের মধ্যেই তৃতীয় রাইখের আশ্রিত রাজ্য হতে চলেছে, সেটুকুই তিনি আইনজ্ঞের ভঙ্গীতে সহজ করে বোঝাতে চেষ্টা করেন। তিনি যে কোনো রকম চাপের সামনে নতিস্বীকার করেন নি—এই কথাগুলি প্রবল চাপের সামনে কয়েকবার স্বীকার করতে হলো। চেক সেনারা যেন ব্যারাকে থাকে। জর্মন বাহিনীকে বাধা দেওয়া যেন না হয়। জন-জীবন যেন স্বাভাবিক থাকে।

রিসিভার নামিয়ে রেখেছেন ডাঃ হাচা। চোখেমুখের কোনো অভিব্যক্তি নেই। আত্মপ্রবঞ্চনার গ্লানি আর আত্মবিক্রয়ে ধিক্কৃত ব্যক্তিসত্তার এক মর্মান্তিক আত্মবিস্মরণ।

নিষ্ঠুর চুক্তিপত্রে আরও নির্মম রাজনৈতিক ব্যবস্থাপত্রে যখন সই করে দিয়েছেন চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রেসিডেন্ট ডাঃ এমিল হাচা তখন সীমান্ত অতিক্রম করে জর্মন ট্যাঙ্ক চেকোশ্লোভাকিয়ার বুকে গড়াতে শুরু করেছে।

প্রাগে না ঢোকা পর্যন্ত সাধারণ মানুষ প্রথমটা কিছুই বুঝে উঠতে পারে নি। রেডিওতে একটানা প্রচার চলেছে,

—জর্মন সেনাবাহিনী আসছে। তাদের পথ আটকাবেন না।

স্বাভাবিক জীবন চালু রাখুন। ছেলে-মেয়েদের স্কুলে যেতে দিন।

প্রাগ শহর ক্রমে জর্মন সেনাতে ভরে যায়। সাধারণ মানুষের মুখে কোনো কথা নেই। কিছু ভাড়াটে গুণ্ডা আর স্থানীয় জর্মনদের তৎপরতাই শুধু লক্ষ্য করা যায়।

নিরস্ত্র সাধারণ মানুষ রাগে জর্মন সেনাদের মোটর বাইক থেকে এক ঝটকায় টেনে নামিয়েছে। পুলিস শান্তি রক্ষায় হস্তক্ষেপ করেছে। প্রতিরোধ সংগ্রাম সেদিন গড়ে ওঠে নি সত্যি কিন্তু মেয়েরাও রাস্তার ছ'পাশে দাঁড়িয়ে ধিক্কার দিয়েছে। প্রাগের মানুষের নিষ্ফল আক্রোশ সেদিন শুধু একটানা ধিক্কার ধ্বনিতে ফেটে পড়েছে।

চেকোশ্লোভাকিয়া সেদিন এই বিদেশী শত্রুকে প্রতিরোধ করতে পারে নি। ইংল্যাণ্ড আর ফ্রান্স অনেক আগেই মিউনিক চুক্তিতে জর্মন অধ্যুষিত সুটেডেনল্যাণ্ড হিটলারের হাতে ছেড়ে দিয়ে চেকোশ্লোভাকিয়ার সর্বনাশের ভূমিকা তৈরী করে দিয়ে এসেছে। চেকোশ্লোভাকিয়ার ছিল বিয়াল্লিশ ডিভিশন রেগুলার সেনা। জর্মন অভিভাবক এক আচড়ে সেই বিপুল সেনাবাহিনী ভেঙে দিল। বাছাই করে কিছু ফৌজ তারা নিজেদের প্রয়োজনে কবর খোঁড়াতে সঙ্গে নিল। মাত্র একদিনে প্রায় দেড় হাজার সামরিক বিমান জর্মনীর দখলে গেল। একটা গোটা দেশের সামরিক অস্ত্রশস্ত্রের বিপুল সংগ্রহ জর্মনী হাতে পেল। ইয়োরোপের অন্যতম সামরিক অস্ত্রশস্ত্রের কারখানা স্কোডা ফ্যাক্টরী ছাড়া ছোট-বড় অসংখ্য কলকারখানা জর্মনীর যুদ্ধের রসদ যোগাতে এগিয়ে এলো। একটা দেশের পুরো মজুত সোনা জর্মনীতে পাচার হয়ে গেল।

কিছুই করার ছিল না। ফুয়েরার প্রাগে এসেছেন। সামনে পেছনে নাৎসী ঝটিকা বাহিনীর সহস্র বুটের ঐকতান। সামরিক প্রচণ্ডতার যান্ত্রিক সমারোহ। কয়েক শতাব্দী আগেও ইতিহাসে

এরা এসেছে। সম্পূর্ণ মেকানাইজড এ্যাটিলাস-হরড্ যেন ভেন-সেস্লাস স্কোয়ার অতিক্রম করছে।

চেকোশ্লোভাকিয়ার নব-নিযুক্ত জর্মন শাসক—রাইহার্ড হেডারিকের বয়স আটত্রিশ। লম্বায় ছয়-দুই বা ছয়-তিন। শালপ্রাংশু গড়ন। সামনে একটু ঝুঁকে চলেন। লম্বা গড়নের হাত দুটো প্রায় হাঁটু পর্যন্ত এসে পড়ে। চওড়া কপালের নিচে অস্থির চোখ দুটির দৃষ্টি গভীর। অতিশয় সুদর্শন। তবু একটা মেয়েলী মেয়েলী মিষ্টতা আছে মুখটাতে। ব্যক্তিত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বর। কেটে কেটে কথা বলেন। চোখেমুখে বিরক্তি নেই। হাসির ক্ষীণতম রেখাও অনুপস্থিত। মহার্ঘ্য গ্রেট কোটের নিচের বোতাম খুলে বীয়ারের মগ হাতে নিয়ে অনেকটা মাকড়শার জেশ্চারে টেবিলে ঝুঁকে বসেন। শোনেন। কথা বলেন কম। চোখের দিকে তাকিয়ে অনেকেই তাঁর বক্তব্য রাখতে বিব্রত বোধ করেন।

রাইখস্টাগ অগ্নিকাণ্ডের সমস্ত অপরাধ বিরোধীদের কাঁধে চাপিয়ে হিটলার নির্বাচনে জিতেছেন। চান্সালার নির্বাচিত হয়েছেন অক্লেশে। সেই রূপরেখায় রাইনহার্ড হেডারিকের অভ্যুত্থান চৌত্রিশ সালের জর্মনীর রক্তাক্ত ৩০শে জুন থেকে। প্রথম সারির বাছাই করা নাৎসী নায়কদের গ্রুপ ফোটোতে হয়তো দেখা যাবে না কিন্তু এই মানুষটি তৃতীয় রাইখের অদৃশ্য এক হৃদপিণ্ড বলা চলে।

চৌত্রিশ সালের ৩০শে জুন। বড-গোডেসবার্গ-এর মহার্ঘ্য হোটেল ড্রেসেন। গোপন মন্ত্রণা-সভা চলেছে। স্বয়ং হিটলার আলোচনার মধ্যমণি। ডিনারের আগেই পরিকল্পনা রচিত হয়েছে। প্রচণ্ড বর্ষণ চলছিল সেদিন। জানান না দিয়ে পার্শ্বচরদের সঙ্গে নিয়ে বিশাল কালো মার্সিডিস হ্যাঙ্গলার এয়ার পোর্টে চললো। সেখান থেকে মিউনিক। হিটলার ঘোষণা করলেন, 'মহান জর্মনীর বিরুদ্ধে শত্রুপক্ষ তৎপর। দেশপ্রেমিকদের হাত থেকে তারা বলপূর্বক ক্ষমতা দখল

করতে চলেছে। তাদের বর্ণ বাদামী হোক আর লালই হোক আমরা মোকাবিলা করবো।' গোয়েরিং গোয়েবেলস আর হিমলার সর্বসময় এই মানুষটিকে ঘিরে রেখেছেন।

শুরু হলো তালাশ। হত্যা, গুম-খুন আর মিথ্যা অভিযোগ তুলে বিচারের নামে প্রহসন। বিদেশী দূতাবাসও কাউকে জায়গা দিতে ভয় পায়। বেছে বেছে তালিকা তৈরি হয়েছে অনেক আগেই। এস. এস. বাহিনীর অবিরাম অন্বেষণ।

গোয়েবেলস-এর প্রচার চলেছে একটানা,

—শ্লেচার, স্ট্রেমার আর রোহম বলপূর্বক ক্ষমতা দখল করতে চলেছিল। এস. এ. ঝটিকা বাহিনী দিয়ে বার্লিন অবরোধ করে রোহম ফুয়েরারকে গ্রেপ্তার করতে চলেছিলেন তার দলিল আমরা হস্তগত করেছি।

ঠাণ্ডা মাথায় মিথ্যা দলিল অনেক আগেই তৈরী করা ছিল।

বাঘা বাঘা সামরিক জেনারেলদের বিছানা থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া শুরু হলো। অনেকেই সেদিন আত্মগোপন করে বাঁচতে চেষ্টা করেছেন। গোপনে দেশের সীমান্ত অতিক্রম করবার চেষ্টা করেছেন। তবে অন্ধকার রাত্রে লম্বা লম্বা ছুরির বীভৎস আলিঙ্গন থেকে মুক্তি পেয়েছে সামান্যই।

জর্মনীর বিগত পঞ্চাশ বছরের রাজনৈতিক ও সামরিক পটভূমিতে যারা গতি দিয়েছেন এমন প্রথম সারির নেতারাই আজ হিটলারের প্রধান শত্রু। ন্যাশনাল সোসিয়ালিষ্ট রেভ্যুলেশন তার সন্তানদের এবার ভক্ষণ করবে।

চীফ অব স্টাফ জেনারেল রোহম পদচ্যুত হয়েছেন। গেস্টাপোরা তাঁকে তুলে নিয়ে গেল। আত্মহত্যা করবার অনুরোধ তিনি রাখেন নি। গুলি করে হত্যা করা হলো। মিউনিক উপকণ্ঠে প্রাণ হারালেন ভন ক্কার। ভন গোটেনবার্গের রক্তাক্ত দেহ মাটিতে পড়ে রইলো। ঝটিকা বাহিনীর কমাণ্ডার হেইনস? রেহাই পেলেন না তিনিও।

হিটলার নিজে তালিকায় নাকি জেনারেল ভন শ্লেচারের নাম তুলে-ছিলেন। দীর্ঘদিনের সামরিক এক অবিস্মরণীয় নেতা। প্রতিরক্ষামন্ত্রী ছিলেন। হিটলারের আগেই তিনি ছিলেন রাইখ চ্যান্সালার। কিন্তু আর ঝুঁকি নেওয়া যায় নি। শুধু ক্রুপের টাকায় নয়, হিটলার কী ভাবে, কাদের শক্তিতে আর কাদের অর্থে ক্ষমতায় এসেছেন, জেনারেল শ্লেচার যে অনেকের চেয়ে বেশী জানেন।

জেনারেল শ্লেচার সন্দেহই করতে পারেন নি। ফোনে কথা বলছিলেন। আততায়ী ঘরে ঢুকেছে চুপিসারে। সাড়া পেয়ে ঘাড় ঘোরাবার সুযোগও তিনি পান নি। ঐখানেই গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়েছেন। ফ্রাউ শ্লেচার হয়তো টের পেয়েছিলেন। পালাতে চেষ্টা করেছিলেন। পারেন নি। করিডোরে লুটিয়ে পড়েছেন। একটানা বৈদ্যুতিক বেলের আওয়াজ পেয়ে দরজা খুলতেই কয়েক রাউণ্ড গুলি কুট ভন ব্রেজের শরীরটা ঝাঁঝরা করে দিল।

আরও অনেক। আরও বহু। সঠিক ফিগার কোনোদিনই জানা যাবে না। তবে বিভিন্ন দূতাবাস ও দায়িত্বশীল প্রেস মহল দাবি করেছেন—হাজার দেড় হাজারের নিচে কখনও নয়।

এক সুইস দৈনিকে প্রকাশিত হয় অটো স্ট্রেসারকে ব্যাভেরিয়া আল্পস-এর কাছে অস্ট্রিয়া সীমান্তে নাকি শেষ দেখা গেছে। হিমলারের ওপর ক্রোধে ফেটে পড়েছেন হিটলার,

—আমি অটো স্ট্রেসার-এর মৃতদেহ দেখতে চাই। পালালো কেমন করে?

জরুরী তলব। বিদ্যুৎগতিতে ঘরে এসে ঢোকে এক যুবা। ইনিই রাইনহাড হেডারিক।

'অটো পালালো কেমন করে,' ক্রোধে ফেটে পড়েছেন হিটলার।

হেডারিক কিছুটা যেন অপ্রস্তুত কিন্তু আশ্চর্য রকম স্থির। সমস্যাটি যেন সামান্যই। হেডারিকের আবভাব দেখে মনে হয় যেন হ্যামের জায়গায় সসেজ দেওয়া হয়েছে। কথা শুনে মনে হয় যেন

সৌখীন ককটেল পার্টিতে মেয়েদের সফ্‌ট্‌ ড্রিঙ্কস-এর জায়গায় ঝাঁজালো পানীয় পরিবেশনার মৌলিক ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা,

—আমাকে দেওয়া তালিকায় অটো স্ট্রেসারের নাম নেই।

—তোমার লিস্ট দেখি।

তালিকা দেখে স্তব্ধ হয়ে যান হিটলার। তাঁর পহেলা নম্বর শত্রুদের নিকেশ করার অবিশ্বাস্যকর দলিল। দীর্ঘদেহী যুবার দিকে এক দৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। কপট রোষও আর প্রকাশ করতে পারেন না। তালিকা ফিরিয়ে দিয়ে শুধু মন্তব্য করেন,

—অটো স্ট্রেসারকে আমার চাই। এ কাজটাও তোমাকে করতে হবে।

যান্ত্রিক স্যালুট। হেডারিক ফিরে যান। ডেস্ক থেকে বেরুনোর দরজার মাঝে ঘরে অনেকটা হাঁটা পথ। হিটলার এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন। হিমলারকে বলেন,

—এ রকম যোগ্যতাসম্পন্ন আর একজনকে এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে না। এ পারে না এমন কাজ নেই। হৃদয়টা ওর ইস্পাতে তৈরি।

হেডারিককে পছন্দ করবার গোয়েরিং গোয়েবলস-এর বিশেষ কারণ ছিল সেদিন। গ্রিগর স্ট্রেসার, অটো স্ট্রেসারের ভাই। বুদ্ধিজীবী ক্ষমতাবান ব্যক্তিত্বকে উপেক্ষা করা যায় নি। এই মানুষটিকে অর্থ নৈতিক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বভার এক সময় দিতে চেয়েছিলেন হিটলার। গ্রিগর স্ট্রেসার বলেছিলেন, 'প্রস্তাব আমি ভেবে দেখতে পারি, কিন্তু গোয়েরিং আর গোয়েবলস-কে ক্যাবিনেট থেকে বাদ দিতে হবে।' হিটলার রাজী হন নি। এমন এক সময় ছিল গ্রিগর স্ট্রেসার ছিলেন নাৎসী পার্টির পহেলা নম্বর। সংগঠন ক্ষমতা ছিল অতুলনীয়। গোয়েবলস এক সময় ছিলেন এই গ্রিগর স্ট্রেসারের সেক্রেটারী।

ভয়ঙ্কর রাত্রে বার্লিনেই কিডন্যাপ্ট হয়েছেন গ্রিগর স্ট্রেসার।

আত্মরক্ষার সে বড় করুণ দৃশ্য। এক লাথিতে দরজা সরিয়ে তাড়া করে এসেছে মৃত্যুদূত। রাইনহাড হেডারিক গুলি করেছিলেন তিন রাউণ্ড।

চৌত্রিশ সালের ৩০শে জুনের রক্তস্রোত সারা দেশে কয়েক সপ্তাহ ধরে প্রবাহিত ছিল। এস. এস. ঝটিকা বাহিনীর নরমেধ যজ্ঞ— ইতিহাসের সে এক রক্তাক্ত পরিচ্ছেদ। রাইনহাড হেডারিক সে অধ্যায়ের অন্যতম নায়ক।

নৌ-বিভাগের মামুলি অফিসারের চাকরি দিয়ে জীবন শুরু করে-ছিলেন। স্ত্রীলোকঘটিত এক কেলেঙ্কারীতে পড়ে চাকরি যায়। কপর্দক শূন্য বেকার যুবক ঘুরতে ঘুরতে হামবুর্গে আসে একদিন। ডক এলাকার মাস্তান। আশ্চর্য যোগাযোগ। এক এস. এস. বন্ধু এই যুবাকে সোজা হিমলারের কাছে নিয়ে আসে। নীল রক্তবান প্রকৃত জর্মন যুবাকে তিনি ঠিক চিনেছিলেন। ইনটেলিজেন্স আর সিকিউরিটি বিভাগের ড্রাফটিং-এর তর্জমায় শুরুতেই অসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। সৌভাগ্যের ভরা কোটাল মানুষটিকে তুলেছেই।

শুধু কী নিষ্ঠুরতার যোগ্যতা! কখনও নয়। অসাধারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। সমস্যা বুঝে অতি দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে জানেন। কাউকেই বিশ্বাস না করা চরিত্রের এক ব্যসন। কর্তব্য কাজে অবিচল নিষ্ঠা। বিশ্রাম নিতে জানেন না। গুরুতর বিপজ্জনক কাজের দায়িত্ব যেচে নিয়েছেন অসংখ্যবার। চরিত্রের সবচেয়ে বিশেষ উপাদান—একের বিরুদ্ধে অন্যকে লাগিয়ে দেওয়া। ওপরওয়ালা থেকে নিচের সারির সবার সম্পর্কে নিখুঁত জ্ঞান। প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের সম্পূর্ণ বিস্মৃত কাহিনীও তাঁর হাতের কাছে। অতি বড় কঠিন মানুষের একান্ত গোপনীয়, দুর্বল স্থান তিনি জানেন। জেনারেল শ্লেচার পরিবারের সঙ্গে কোন সামরিক বীরপুরুষের ক্ষীণতম আত্মীয়তা আছে, অর্থ নৈতিক কোন উপদেষ্টা বিদেশে বেফাঁস কিছু বলেছেন, কার ফ্যামিলি ট্রি-তে ইহুদী রক্ত আছে, কোন ডিপ্লোম্যাট নাম

ভাড়িয়ে কবে কোন দেশে কোন হোটেলে কোন সন্দেহজনক সুন্দরীর সঙ্গে রাত্রি যাপন করেছেন সমস্তই তাঁর নখদর্পণে।

ইনটেলিজেন্স আর সিকিউরিটির সর্বেসর্বা। গেস্টাপো আর সিকিউরিটি বিভাগের সর্বশক্তিমান। গেস্টাপোর মধ্যেও সিক্রেট সার্ভিস তিনি পরিচালনা করেন। তিন বা চার তারকা যুক্ত রেগুলার আর্মি অফিসার এই মানুষটিকে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করেন। তবে একের বিরুদ্ধে অন্যকে লাগিয়ে দেবার অত্যাশ্চর্য ক্ষমতাই তার উন্নতির অন্যতম চালিকা শক্তি। চরিত্রহীনতার প্রামাণ্য নজীর হিটলারের সামনে মেলে ধরে জর্মন আর্মির কমাণ্ডার-ইন-চীফ জেনারেল ভন ফ্রিটিশ্‌কে পদত্যাগে বাধ্য করেছেন। বোরমান আর রিভেনট্রপও এই মানুষটিকে ভয় করতেন মনে মনে। নিজেদেরই তৈরী। কিন্তু আজ হাতের বাইরে চলে গেছে। স্বয়ং হিমলারও হেডারিকের হাতে এত প্রচণ্ড ক্ষমতায় দস্তুরমত শঙ্কা প্রকাশ করেন।

এই সেই রাইনহাড হেডারিক যিনি বার্লিনের অভিজাত অঞ্চলে বিদেশী অতিথি আর ডিপ্লোম্যাটদের জন্যে পানীয় ঘটিত নৈশ আসর 'সেলন-কিটি' খুলেছিলেন। বিদেশের নানা দেশ থেকে সংগ্রহ করেছেন বাছাই করা সুন্দরী। কায়রোর বেলী ডান্সার যে চারটে ইয়োরোপীয় ভাষায় প্রেম করতে জানে কেউ কল্পনাও করতে পারে নি। পানীয় ঘটিত গদগদ জড়িমায় দীর্ঘস্থায়ী বিশ্রাম্ভালাপের মধ্যে দৈবাৎ কোনো দিন কোনো বিদেশী রাষ্ট্রদূত তাঁর দেশের টপ সিক্রেট হয়তো বলে ফেলেন। স্খলিত বসনার কটিতটে সম্পূর্ণ সম্মোহিত বিদেশী কোনো দিগ্বিজয়ী সামরিক প্রতিনিধি দৈবাৎ তাঁর দেশের একান্ত গোপনীয় মিলিটারী হার্ডওয়ারের হদিস দিয়ে ফেলেছেন। ভ্রাম্যমাণ পদার্থ বিজ্ঞানী দুর্বল অসতর্ক মুহূর্তে ল্যাবরেটারীতে ইলেকট্রোন-প্রোটনকে তিনি কিভাবে কতটা বশে আনতে পেরেছেন হয়তো বেফাঁস বলে ফেলেছেন কোনোদিন। কেউ জানতেও পারেনি

বীয়ারের ছিপি খোলার শব্দ পর্যন্ত এখানে নোট হচ্ছে। টেবিলে, মেঝেতে, দেওয়ালের ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে রাখা অতি শক্তিশালী মাইক্রোফোন। অসংখ্য বৈদ্যুতিক তারে চোলাই হয়ে সমস্ত কিছুই গুপ্ত রেকর্ডিং রুমে পৌঁছে দিচ্ছে। রাইনহাড হেডারিকের তৈরী এই গেস্টাপো হারেমের কথা প্রথম সারির জর্মন নাৎসী নেতাদেরও অজ্ঞাত ছিল। স্বয়ং রিভেনট্রপ গোলমালে পড়েছিলেন। ইতালীর ফরেন মিনিস্টার কাউন্ট চিয়ানোর বিরুদ্ধে অসিয়্যা তৈরীতে 'সেলেন কিটি'র সিক্রেট রেকর্ডিং কাজে লাগে। হিটলারের আদেশে অনেকের সঙ্গে কাউন্ট চিয়ানোকে গুলি করে হত্যা করেছেন মুসোলিনী।

নাৎসী চক্রান্তে অষ্ট্রীয়ার চ্যান্সালার ডলফাস হত্যা, পরবর্তী চ্যান্সালার সুস্‌নিগকে পদত্যাগে বাধ্য করে নাৎসী নেতা সেইস্ ইনকোয়ার্ট-কে চ্যান্সালার হিসাবে মনোনীত করে জর্মন সেনাবাহিনী অষ্ট্রীয়ার মেনল্যাণ্ডে বিদ্যুৎগতিতে নামিয়ে দিয়ে গোটা অষ্ট্রীয়াকে তৃতীয় রাইখের অংগরাজ্য হিসাবে কুক্ষিগত করবার নিষ্ঠুর ও করুণ নাটকীয় দৃশ্যে এই হেডারিককে চলতে ফিরতে দেখা গেছে। অষ্ট্রীয়া থেকে ইহুদীদের দেশত্যাগের অনুমতি দেবার তিনিই ছিলেন সর্বাধিনায়ক। এক একটি জীবনের বিনিময়ে রোজগার হয়েছে লক্ষ লক্ষ মার্ক। ব্যক্তিগত মুনাফা লোটবারও অষ্ট্রীয়া তখন স্বর্গরাজ্য। লুই দ্য রথস্‌চাইল্ড নিজের প্রাণ রক্ষার জন্যে পুরো একটা ইস্পাত কারখানা গোয়েরিং-এর নামে লিখে দিয়েছিলেন।

প্রাগের রাজপথে দরিদ্র এক শ্রমিক যখন দ্রুতগামী এক সবুজ ঝলমলে মার্সিডিসে সুদর্শন এই মানুষটিকে আজ চুপচাপ বসে থাকতে দেখেন তখন নিশ্চয়ই কল্পনাও করতে পারেন না এই সেই রাইনহাড হেডারিক যিনি স্ট্যালিনকে ক্ষমতাচ্যুত করার ক্যু-ডেটা-র ছক তৈরী করেছিলেন। হিটলার সাহস করেননি। সে এক নাটকীয় কাহিনী। জর্মন আর্মি ইনটেলিজেন্স থেকে চুরি করে সোভিয়েট জেনারেল তুকাচোভস্কীর বিরুদ্ধে সংগৃহীত দলিল তিনি

তিন মিলিয়ন রুবলে সোভিয়েট ইনটেলিজেন্সকে বেচেছিলেন। সোভিয়েট মিলিটারী কাউন্সিলে দেশদ্রোহী জেনারেল তুকাচোভস্কীর বিরুদ্ধে আঁদ্রে ভিসিনিস্কীর সওয়াল। জেনারেল তুকাচোভস্কীকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

এই সেই রাইনহার্ড হেডারিক যিনি রুমানিয়ার প্রেসিডেন্ট-এর বিরুদ্ধে দুর্ধর্ষ হোরিয়া সীমাকে ব্যবহার করেছিলেন। এই সেই রাইনহাড হেডারিক যিনি ফুয়েরারের নির্দেশে অটো স্টেসারকে ধরার জন্যে গোটা ইয়োরোপ তোলপাড় করেছেন। অটো স্ট্রেসারকে বিষ খাইয়ে মারার জন্যে শেলেনবার্গকে পাঠিয়েছিলেন লিসবনে।

মিউনিক চুক্তির পর ফুয়েরার দুটি মানুষের কাছে তাঁর বৈদেশিক নীতির কথা বলেছিলেন। সেখানে শুধু হিমলার আর হেডারিক উপস্থিত ছিলেন। চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণের কোড নাম 'অপারেশন কেস্ গ্রীণ'—এই দুটি মানুষ ছাড়া আর্মি, পার্টি বা ফরেন অফিস তার বিন্দুবিসর্গও জানতেন না। হিটলার বলেছিলেন,

—জর্মনীর বৈদেশিক নীতি আজ দাবী করছে আগামী কিছুদিনের মধ্যে চেকোশ্লোভাকিয়া রাষ্ট্রকে প্রথমে ভাঙতে হবে। তারপর জয় করতে হবে। শ্লোভাকদের অটনমী দাবী মেনে নিতে হবে। চেক দখল করতে তাতে আমাদের সুবিধে হবে।

বিচ্ছিন্নতাবাদী শ্লোভাক নেতা ডাঃ যোসেফ টিশোকে যোগাযোগ করেছেন হেডারিক। বোহেমিয়া আর মোরাভিয়াতে ঢুকিয়ে দিয়েছেন ভাড়াটে গুণ্ডা। শ্লোভাকিয়ার জর্মনরা গেস্টাপোদের প্ররোচনায় অবাধ্য হয়ে উঠেছে। শ্লোভাকিয়ার লিঙ্কা পিপলস পার্টি, কারমাসিনের নাৎসী দল আর সশস্ত্র ডয়েচ যুব সংস্থাকে বিপুল অর্থ দিয়ে গোটা শ্লোভাকিয়ার প্রশাসন ও সামাজিক জীবন বিপর্যস্ত করে তুলেছেন। ডাঃ টিশোকে গোপনে বার্লিনে এনে হাজির করেছেন হেডারিক।

এই সেই হেডারিক যিনি জর্মনী ও তার অধিকৃত অঞ্চলে সোভিয়েত প্রেমী সংস্থা ও কমিনফর্ম অনুগত সমস্ত কিছু উপড়ে

ফেলার পৃথক নাৎসী সেল 'রোট কাপেল'-এর ছিলেন অন্যতম উপদেষ্টা।

ফ্রাউ হেডারিক সুন্দরী, বিদূষী। সঙ্গীত ও সাহিত্য তার ভালো লাগে। কিন্তু স্ত্রীর ঠোঁটের কবিতা শোনার সময় নেই এই মানুষটির। তিনি তখন হিমলারের ঘরে বসে গোয়েরিং-এর দেওয়া গ্রেট ব্রিটেনের ফাইটার বোম্বার-এর ভুল ফিগার নিয়ে ব্যস্ত।

এই সেই রাইনহাড হেডারিক যাঁর উপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভূমিকা রচনা করার আদেশ দিয়েছিলেন ফুয়েরার। পোল্যাণ্ড আক্রমণের সামরিক অজুহাত তৈরী করেছিলেন হেডারিক। চীফ অফ আর্মি ইনটেলিজেন্স-এর এডমিরাল কানারিস-কেও সঙ্গে দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু হেডারিক একা সেদিনের সেই ঐতিহাসিক অভিযানের দায়িত্বভার নিয়েছিলেন। বাছাই করে গেস্টাপোদের নিয়ে হাজির হয়েছেন ক্রিমিনল পুলিস চীফ আর্থার নেব। তার মধ্যে থেকেও বেছে বেছে একটা ভয়ঙ্কর ইউনিট নিজের হাতে তৈরী করেছেন।

কনসেনট্রেশন ক্যাম্প থেকে কিছু পোলিস যুবাকে তুলে নিয়ে আসা হলো। পোলিস সামরিক পোশাকে তাদের মানালোও বড় সুন্দর। জর্মন-পোল্যাণ্ড সীমান্তে গ্লাইভিটস্। অতর্কিতে জর্মন সীমান্তে গ্লাইভিটস্ রেডিও স্টেশন আক্রান্ত হলো। কয়েক মিনিটের অপারেশন প্রোগ্রাম। স্টুডিও দখল করে পোল ভাষায় জর্মন বিরোধী প্রচার চালানো হলো। সাব মেশিন গানের একটানা মেটালিক ডিগ-ডিগ-ডিগ-ডিগ আওয়াজ চললো অনেকক্ষণ।

কেউ সেদিন জানতেও পারেনি আসল ঘটনাটি কী! বন্দী-শিবির থেকে কিছু পোলিস বন্দীকে সামরিক পোশাক পরিয়ে গ্লাইভিটস্-এ আনা হয়। হেডারিকের তৈরী সামরিক নাটকের অন্যতম চরিত্র এস. এস. গেস্টাপো আলফ্রেড নেউজকস্ আর হাইনরিস স্লার। পোলিস সেনাদের পোশাকে জনা পনের হতভাগ্য পোল

বন্দীকে চরম মুহূর্তে হেডারিকের নির্দেশে বিষ ইনজেকশন দিয়ে মারা হয়। তারপর সত্যমৃত দেহগুলো রেডিও স্টেশনের নানা জায়গায় ছড়িয়ে দিয়ে গুলি করা হলো। দেখতে হলো পোল্যাণ্ড তাঁর সীমান্ত অতিক্রম করে জর্মন এলাকায় ঢুকে পড়ে গ্লাইভিটস রেডিও স্টেশন দখল করেছে। জর্মনী আক্রান্ত।

চাপ চাপ রক্ত রেডিও স্টেশনের সিঁড়িতে সিঁড়িতে। করিডোরে আর দেওয়ালের গায়ে। তার মধ্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এখানে সেখানে গুলিবিদ্ধ পোল সেনাদের রক্তাক্ত মৃতদেহ। অল্পক্ষণের মধ্যে ঐতিহাহিক পটভূমি রচিত হয়েছে নিখুঁত। প্রেস হ্যাণ্ড হাউটছাপাই ছিল। গোয়েবেলস-এর প্রচার মিডিয়ার এ্যাক্সেলে পা দেওয়াই ছিল। বিভিন্ন দূতাবাসে অহরহ টেলিফোন। টেলিপ্রিণ্টারের মুহূর্ত বিশ্রাম নেই।

—সীমান্ত অতিক্রম করে পোল সেনারা জর্মনী আক্রমণ করেছে।

—মহান মাতৃভূমি পোলাণ্ডের দ্বারা আক্রান্ত।

—সীমান্ত অতিক্রম করে পোল সেনারা জর্মনীর গ্লাইভিটস্ এলাকার অনুপ্রবেশ করে গ্লাইভিটস্ রেডিও স্টেশন দখল করে নেয়। শান্তিপ্রিয় জর্মন রক্ষীরা মরণপণ সংগ্রাম করে শেষ পর্যন্ত রেডিও স্টেশন আবার দখল করেছে।

জর্মনীর পোল্যাণ্ড আক্রমণের কোড নাম 'কেস হোয়াইট'-এর ভূমিকা শেষ হলো। আবিশ্বাস্যকর নাটকের অভিনয় শেষ হলো।

প্রসেনিয়াম কার্টেন উঠতেই দেখা গেল ফুয়েরারের রুদ্র রূপ। জর্মনীর অপমানের বদলা তিনি নেবেনই। শক্তির সে ভীষণ বিস্তার। প্রস্তুতির সে অকল্পনীয় আস্ফালন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে ততক্ষণে।

এই রাইনহাড হেডারিক। এই তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয়। চীফ অফ সিক্রেট সার্ভিস—তাঁর প্রতিটি কাজই টপ সিক্রেট। তাঁর বহু কীর্তি কোনো দিনই জানা যাবে না। মাউটহাউসেন আর মুলহাউসেন

কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে কী ইতিহাস তিনি রচনা করেছেন কোনো-দিনই জানা যাবে না।

প্রস্তাব করেছেন ফুয়েরার নিজে। মার্টিন বোরমান কথাটা প্রথম শোনেন। ধীরে ধীরে শক্তি সংহত করেছেন এই মানুষটি। গোপনে ষড়যন্ত্রের কলকাঠি নেড়ে নিজের শক্তি বাড়িয়েছেন অকল্পনীয়। গোয়েরিং, হিমলার আর গেয়েবলস্ ছাড়া বোরমানের অনুমতি না নিয়ে হিটলারের সঙ্গে অন্য কেউ দেখাই করতে পারেন না। ছায়ার মত হিটলারের সঙ্গে থাকেন। হিটলারের সঙ্গে এক টেবিলে বসে খানাপিনা করেন। হিটলার মদ খান না। মাংস খান না। বোরমান তাই ভাব দেখান তিনিও ওসব পছন্দ করেন না। কিন্তু লুকিয়ে প্রচুর মদ ও শুয়োরের মাংস খান। হিটলারের প্রস্তাব শুনে হেডারিকের ওপর মনে মনে ক্ষেপে উঠেছেন। তবু মিষ্টি হেসে মন্তব্য করেন, 'আমাদের চলবে কেমন করে ?' ফুয়েরার মেজাজে ছিলেন সেদিন। হেসে বলেছেন, 'হেডারিক-এর হাতে সুপ্রীম ন্যাশনাল সিকিউরিটি বোর্ডের দায়িত্ব যেমন আছে থাকছে। অন্য কাজগুলো হিমলারের সঙ্গে আলোচনা করে কাকে দেবেন ঠিক করুন। শেলেনবার্গ কিছু দায়িত্ব নিতে পারে। কিন্তু প্রাগে এখনই হেডারিকের যাওয়া দরকার। বারণ নয়রাথকে আমি সরিয়ে আনছি। চেকোস্লো-ভাকিয়াকে আমি মোটেই বিশ্বাস করি না। হেডারিক গিয়ে শক্ত হাতে ধরুক। ওকে জানিয়ে দিন মোরাভিয়া আর বোহেমিয়ার শাসনভার তাকে এখনই নিতে হবে।

ফুয়েরারের ইচ্ছাই আদেশ। বোহেমিয়া আর মোরাভিয়ার শাসনভার হাতে নিয়ে রাইনহাড হেডারিক প্রাগে এসে নেমেছেন।

গলব্লাডারের গুরুতর গোলযোগ আবিষ্কার করে ডাঃ হরুবি নিখুঁত ব্যবস্থাপত্র লিখে দিলেন। আর একজনের গোড়ালী এখনও ফোলা। সুতরাং রোগ নির্ণয়ে সময় লেগেছে সামান্যই।

ডাঃ হরুবির হাবভাবে একবারও মনে হয় না তিনি সম্পূর্ণ অভিনয় করে চলেছেন। অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখায় যোসেফ মনে মনে একটু উষ্মা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু ভদ্রলোকের ব্যবহারে ওরা দুজনেই মুগ্ধ হয়। ডাঃ হরুবি নিজেই কথা তুললেন,

—আপনাদের সঙ্গে সময় লাগবে তাই হাতের কাজগুলো সেরে নিলাম। ওষুধপত্র যেমন লিখেছি সবই আজ কিনে নেবেন। কাগজপত্র ঠিক রাখবেন। অবশ্য ওষুধ আপনাকে খেতে হবে না।

জান্ কুবিস একটু হেসে বলে,

—আমি কিন্তু ভাবতে শুরু করেছি গলব্লাডারে আমার দোষ আছে।

ডাঃ হরুবি একগাল হেসে বলেন,

—সামান্য রকম ভুলত্রুটি আপনাদের থাকা উচিত নয়। প্রতি সপ্তাহে আসবেন। শারীরিক বিশেষ কারণ ছাড়া ছুঁতোনাতায় কাজ থেকে ছুটি পাবার কথা নয়। প্রয়োজন হলে আমি হাসপাতালে ভর্তি করবো। আমার নিজেরই দুখানা বেড আছে। প্রতি সপ্তাহে আমাকে দেখিয়ে কার্ডে সই করিয়ে নিয়ে যাবেন। নিয়মিত রোগীর মত ব্যবহার করবেন আমার সঙ্গে। জর্মন গেস্টাপো সহজে আপনাকে ধরবে না কিন্তু প্রাগের এক শ্রেণীর চেক পুলিস অস্বাভাবিক রকম তৎপর। ব্যক্তিগতভাবে এদেরকেই আমার সবচেয়ে ভয়।

—কিন্তু এরা তো আমারই দেশবাসী।

—প্রচুর লোভ, বিস্তর ইনাম। সাধারণ মানুষ। শিক্ষাদীক্ষা কম। অবশ্য দেশপ্রেমিক চেক পুলিস আপনি বহু পাবেন। ঝুঁকি

নিয়েও অনেককে তারা বাঁচিয়েছে। তাছাড়া বর্তমান নানা বাধা নিষেধ আর প্রচণ্ড শাসনে সর্বস্তরের মানুষের ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। নিজেদের নিরাপত্তার জন্যেও অনেকে জর্মনদের বিশ্বাসভাজন হতে চায়। জোয়ান ছেলে যাতে সরকারী কোপে না পড়ে তার জন্যেও অনেকে জর্মনদের অনুগ্রহভাজন হতে চেষ্টা করে। এ এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। জীবন অথবা মৃত্যু। অন্য কোনো বিকল্প নেই। সমাজ জীবনের অদ্ভুত একটা মানসিকতা তৈরী হয়েছে। আমি প্রাগের লোক। শুরু থেকেই দেখেছি। সব দেশেই যা হয়—একটা প্রিভিলেজড ক্লাস তাদের নিজেদের স্বার্থে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে। এখানেও করেছে। তাদের কোনো ক্ষতিই হয়নি। তারা জর্মনদের সঙ্গে চুটিয়ে ব্যবসা করছে। শবদেহ বহন করবার একটা শ্রেণী সব সময়ই তৈরী থাকে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটা অংশ তারা পাবেই। চেক পুলিসে, কলে কারখানায় এমন কী আবাদ অঞ্চলেও এই দালাল বর্তমান জর্মন শাসনের কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করেছে। কিন্তু দেশের বেশীর ভাগ মানুষ, মেহনতী জনতাকে আপনি বিশ্বাস করতে পারেন।

যোসেফ গাবচিক উৎসাহিত বোধ করে। বলে, 'অল্পদিনের অভিজ্ঞতায় আমাদেরও এই উপলব্ধি হয়েছে। আমাদের কোনো পরিচিতি ছিল না। ভুল প্যারাস্যুট ড্রপিং শুরুতেই আমাদের বিপদে ফেলে। সাধারণ মানুষকে বিশ্বাস করেই আমরা নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছি। নইলে আমরা বিপদ এড়াতে পারতাম না।

ঠাটঠমক দেখে মনে হয় ডাঃ হরুবির পশার আছে। মুখশ্রী সুন্দর নয়। আকৃতিগত গঠনেও কিছু বৈশিষ্ট্য নেই। চোখ দুটো ভাসাভাসা—তেজ নেই। গ্যালিস লাগানো পুরনো ট্রাউজার্স পরনে। কেমন যেন শীতকাতুরে ভীরু স্বভাবের কৃপণ মানুষ বলেই মনে হয়।

ডাঃ হরুবি আবার পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে আসেন,

—যাই হোক, খুবই সাবধানে চোখ কান খোলা রেখে চলবেন।

প্রয়োজনে সম্পূর্ণ নির্ভর করার মত মানুষের বড় অভাব। কতদিন এভাবে চলতে হবে জানি না।

ঘরে ওরা তিনজন। বেশ খোলা মনে কথা হচ্ছিল। জান্ কুবিসের হঠাৎ মনে হলো ডাঃ হরুবি নিজেই খুব একটা সাবধানী মানুষ নন। অনেক কথা আলোচনা করেছেন যা তিনি এড়াতে পারতেন।

—আপনি আমাদের সাবধান করছেন কিন্তু মনে হয় আপনি নিজে যথেষ্ট পরিমাণে সতর্ক নন। কেউ হঠাৎ আমাদের আলোচনা শুনতেও পারে।

ডঃ হরুবি এক টুকরো হাসলেন,

—ধন্যবাদ। গেস্টাপো শাসনের মধ্যে অনেক দিন আছি। আগুনের মধ্যে চলতে ফিরতে আমরা অভ্যস্ত। সে খেয়াল আমাদের আছে।

যোসেফ বলে, 'হাজস্কীর পরিচয় দিয়ে আমরা আপনাকে পরীক্ষা করতে যদি এসে থাকি আপনি ধরছেন কেমন করে। আমরা সাজানো বিপ্লবীও তো হতে পারি। আপনি কী করে বুঝলেন আমরাই প্রকৃত হাজস্কীর প্রেরিত লোক।'

—আপনারা বুদ্ধিমান। এ প্রশ্ন আপনাদের মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু শোনা কথায় কাজ করবার লোক আমি নই। তাছাড়া হাজস্কীকে আপনারা এত সোজা লোক মনে করলেন কেমন করে! মাস্টারমশাই-এর কত কোড নাম আছে, আপনি জানেন? শুধু মুখের কথায় বিশ্বাস আমি করিনি। আপনাদের খেয়াল আছে কী না জানি না, কিছুক্ষণ আগে আপনারা ঢোকার সময় এক তরুণীকে আপনারা এই ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছেন?

যোসেফ গাবচিক মাথা নেড়ে বলে।

—একটা এক্সরে প্লেট হাতে ছিল। সাদা পোশাক! কোমরে চওড়া লাল ফিতে!

—ঠিকই দেখেছেন। অ্যানা মলিনোভাকে ঠিকই চিনেছেন। হাজস্কী অ্যানাকে পাঠিয়েছিল আপনাদের চিনিয়ে দিতে। আগে থেকে এসে সে অপেক্ষা করছিলো।

জান্ কুবিস বিস্ময় প্রকাশ করে। যোসেফ অবাক হয়ে বলে—

—কিন্তু ভদ্রমহিলাকে আমরা কোনোদিন আগে দেখিনি।

—দেখেছেন নিশ্চয়ই। মনে রাখেননি। হাজস্কী কাঁচা লোক নন।

জান্ কুবিসের চোখে বিস্ময়টুকু লেগেই থাকে।

—হতে পারে। প্রাগে হাজস্কীর মনোনীত অনেকগুলো আস্তানায় আমরা এই সামান্য সময়ে থেকেছি। সেই সূত্রেই আমাদের অজ্ঞাতসারে ভদ্রমহিলা হয়তো আমাদের চিনে রেখেছেন। অ্যানা মোলিনোভা নামটাও তো কখনও শুনিনি।

রসিকতা করে যোসেফ—

—নাম শোনা না-শোনা বড় কথা নয়। অ্যানা মোলিনোভা নামটাই হয়তো আজই তৈরী। এটাও কোড নাম।

ওরা তিনজনে একসঙ্গে হেসে ওঠে।

ডাঃ হরুবি মন্তব্য করেন—

—সাবধানতা নিতেই হবে। সামান্য ভুলের জন্যে কতবড় সর্বনাশ হতে পারে। আশঙ্কা থেকেই যায়।

—আপনি কোনদিন গেস্টাপোর চোখে পড়েছেন?

—পড়লে আর এখনও এখানে বসে আছি কী ভাবে।

—বাইরে থেকে আপনাকে দেখে কিছুই বোঝা যায় না।

—তবে একবার প্রায় মরতে মরতে বেঁচে গেছি। সেদিনের কথা ভাবলেও আমার হৃদপিণ্ড শুকিয়ে যায়। জর্মনরা চেক দখল করেছে সবে। দু'বছর আগের কথা। এই রকমই সন্ধ্যের পর রোগী দেখা প্রায় শেষ করেছি। ঘটনার দু'সপ্তাহ আগে নেইবুর্গ-এর কমিউনিষ্ট নেতা কার্ল বেনেস্ ধরা পড়েছেন। গেস্টাপোরা তাঁকে নির্মমভাবে

হত্যা করে। প্রাগের হাওয়া তখন আজকের চেয়ে মোটেই ভাল নয়। তবে পলিটিক্যাল সিক্রেট সার্ভিস-এর কাজে গেস্টাপোদের চেক পুলিস দপ্তরের সাহায্য নিতেই হতো। আজ ঐ সিক্রেট সেল পুরোপুরি জর্মনদের হাতে। ও ব্যাপারে চেকদের তারা বিশ্বাস করে না। তাছাড়া ইংল্যাণ্ডে চেক সরকার গঠিত হবার পর প্রশাসনিক সবকিছু থেকে চেকদের ওরা তাড়িয়েছে।

ডাঃ হরুবী নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন।

প্রথমটা রুগীই মনে হয়েছিল। আগন্তুক ঘরে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে চিনে ফেলেছেন। এককালের সহপাঠী। আজ এক ভয়ানক লোক। বিপরীতধর্মী চরিত্রের জন্যে যোগাযোগ ছিন্ন হয়েছে বহুদিন। তবু অতিথি। স্বাভাবিক নিয়মে কথা চালাতে চেষ্টা করেছেন। বন্ধুটি কিন্তু সোজাসুজি আত্মপ্রকাশ করলেন। ডাঃ হরুবির বাক্‌শক্তি রহিত হবার উপক্রম।

—আমি জানি এখানে আসা তুমি পছন্দ করোনি। টেলিফোনে যোগাযোগ করে গুরুত্ব হয়তো প্রকাশ করা যেত না। ভূতুড়ে টেলিফোন তুমি মনে করতেও পারতে। এসেছি বাধ্য হয়ে। আমি গোয়েন্দা দপ্তরে ভাল কাজ করি তুমি জান। আমাকে তুমি নিশ্চয়ই ভাল চোখে দেখো না। বন্ধুত্বের দাবীও আমি করতে আসিনি। তবে শেষ পর্যন্ত তোমার বড় রকমের সর্বনাশ থেকে তোমাকে বাঁচাতে সাহসী হয়েছি। আমাদের হাতে খবর এসেছে চেক কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে তোমার সম্পর্ক নিবিড়।

তুমি তাদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ রেখে আজও চলেছো। তাই তোমার মত একজনকে হাতে নাতে ধরার চেষ্টা চলছে। আমি ব্যাপারটা চেপে যাবার চেষ্টা করি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয় নি। কাল সকালে দুটি ছোকরা তোমার কাছে আসবে। আত্মগোপনকারী আহত এক বন্ধুর চিকিৎসার কথা বলে তারা তোমাকে নিয়ে যাবে। চিকিৎসার প্রয়োজনে তুমি তাদের সঙ্গে যেখানে যাবে সেখানে

সাজানো এক আহত রোগী হয়তো থাকবে কিন্তু ততক্ষণে জানবে তুমি গোয়েন্দাদের চক্রের মধ্যে পড়ে গেছ। তারপর তোমাকে জর্মন গেস্টাপোর হাতে তুলে দেওয়া হবে।

ডাঃ হরুবী রহস্যজনক এই বন্ধুর দিকে ভয় ও মুগ্ধ বিস্ময়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন। আগন্তুক, এক সময়ের বন্ধু আবার শুরু করলেন—

—আমি জানি তোমার মত একজনকে ধরার জন্যে ফাঁদ পাতার দরকার হয় না। যখন তখন সামান্য সন্দেহে গেস্টাপো যে কোনো মানুষকে তুলে নিয়ে যেতে পারে। এ রকম বহু ঘটনা তোমারও জানা আছে। বরং ফাঁদ পাতাটাই অস্বাভাবিক। যাচাই করতে যাওয়াই অর্থহীন। তবে তোমার বিরুদ্ধে সন্দেহই শুধু আছে। প্রমাণ কিছু হাতে নেই। সুতরাং শুধু সন্দেহের বশে তোমাকে ধরে আণ্ডার গ্রাউণ্ড নেটওয়ার্ক হদিস করা মুশকিল হতে পারে। কিন্তু আহত এক গুলিবিদ্ধ কমিউনিষ্টের চিকিৎসার ফাঁদ পেতে তোমাকে যদি ধরা হয় তোমার কিছু বলার থাকবে না। টর্চার করবার উৎসাহের আনন্দ তাতে অনেক বেশী। ঠিক সেই পরিমাণ তুমি তোমার নৈতিক শক্তি হারিয়ে ফেলবে। কথাগুলো তাই তোমাকে জানাতে এলাম। তোমার রাজনীতিতে আমার বিশ্বাস নেই। কিন্তু যে রাজনীতি তোমাকে হত্যা করতে চায় আমি তাদেরও নই। একটা অন্ধ ভিখারী টুপি উল্টে তোমার বাড়ির রকে বসে সারাদিন বেহালা বাজায়। লোকটা পলিটিক্যাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের মিশেল। আধা জর্মন। শ্লোভাকিয়ার লোক। ফ্যাসিস্ট ক্যাথলিক পাদ্রী লিঙ্কা-র নামে যে 'লিঙ্কা গার্ড' তৈরী হয়েছে মিশেল সে দলের একজন পাণ্ডা বলা চলে। প্রাগে' এসেছে নতুন। কমিউনিষ্ট হাইড-আউট্ টেনে বার করবার দায়িত্বে আছে। একটু নজর রেখো। মিশেলের চোখ এড়িয়ে তোমার এখানে অনেক কসরত করে এসেছি।

ডাঃ হরুবি কথা বলতে বলতে একটু থামলেন। জান্ কুবিশ গেরিলা যুদ্ধ শিখেছে। এ্যামবুশ যে সামনাসামনি কী বস্তু জানে।

যোসেফ উল্টোদিক থেকে মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়িয়ে শত্রুকে অব্যর্থ লক্ষ্যে ভূপাতিত করেছে। অন্ধকারে মাটিতে কান পেতে জঙ্গলে ক্রমশ নিকটবর্তী শত্রুর অবস্থিতি আন্দাজ করেছে। ভয় পাবার মানুষ ওরা নয়। তবু ডাঃ হরুবির কথায় এক ভিন্ন পরিস্থিতিতে কেমন যেন শঙ্কিত হয়ে পড়ে।

দু'চার কথার পর বন্ধুটি চলে গেল। ডাঃ হরুবি কী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, অনিবার্য বিপদ তিনি কী ভাবে মোকাবিলা করবেন সে সম্পর্কে কোনো পরামর্শ দিতে যাননি।

ডাঃ হরুবি একবার ভেবেছেন সকালেই তিনি প্রাগ ত্যাগ করে কয়েক দিনের জন্যে বাইরে যাবেন। পরক্ষণেই সে পরিকল্পনা বাতিল করেছেন। মনে হয়েছে সমস্যার সমাধান তাতে হবে না। এভাবে বিপদ এড়ানো কঠিন হবে।

বাড়িতেই রইলেন। কারো সঙ্গে কোনো আলোচনা নয়। নিজের স্ত্রীর কাছেও কিছু ফাঁস করেননি। অনেক ভেবে একটা পরিকল্পনাই তাঁর মাথায় এলো। ঝুঁকি আছে, কিন্তু পাকাপাকি সমস্যা সমাধানের যথেষ্ট সম্ভাবনা।

শেষরাত্রে ওরা এলো তিনজন। গাউনের ফিতে জড়াতে জড়াতে নিজেই এসে দরজা খুলেছেন। নিখুঁত অভিনয়। এক বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক জর্মনগুলোর ব্যবহার জানে নির্ভুল। ডাঃ হরুবি অবাক হয়ে ভাবেন, গোয়েন্দা দপ্তরে না গিয়ে অভিনয় পেশা করলে রঙ্গমঞ্চে নিশ্চয়ই এরা অনেক বেশী জীবনে উন্নতি করত। নিষিদ্ধ পত্র-পত্রিকাও ওরা এনেছিল সঙ্গে করে। নিষিদ্ধ কমিউনিষ্ট পত্রিকা 'রুদে প্রাভো' ওদের সঙ্গে ছিল।

কথা থামিয়ে ডাঃ হরুবি বললেন,

—সে এক নিদারুণ মুহূর্ত। তিনজনের সঙ্গেই আমি কথা চালিয়ে গিয়েছি। সময় চেয়ে নিয়ে ভেতরে গেলাম। আমার শোবার ঘরে বিছানায় বসে সোজা জর্মন গেস্টাপোর সদর দপ্তরে ফোন করলাম।

আমাকে তারা চেনে না। কিন্তু ডয়েচল্যাণ্ডের খাড়ি বুলিতে হয়তো একটু তাড়াতাড়ি কাজ হলো। আমার স্ত্রী কিছুই বুঝতে পারেনি। জর্মন সে জানে না। তাতে আমার ভালই হলো। কী বলেছিলাম মনে নেই। শুধু এটুকু মনে করতে পারি—নার্ভ আমার আশ্চর্য রকম শক্ত ছিল। প্রথমটা আমি নিজেই হকচকিয়ে যাই। আসতে ওদের সময় লেগেছে খুব কম। চারজন ওরা ঢুকলো ঘরে হুড়-মুড়িয়ে। সঙ্গে তিনজনের হাতে শেকলে বাঁধা তিনটি ভীতিপ্রদ এ্যালশেসিয়ান। হাতে টর্চ আর উদ্ধত রিভালবার। কিছু বলতেই পারেনি ওরা। বক্তব্য রাখার আগেই ধরাশায়ী হয়েছে। তিনজনের একজনও কাজ চালানোর মত জর্মন বলতে পারে না। এ্যালশেসিয়ান তিনটে কোনো কথাই বলতে দেয় না। নড়তে দেয় না। দেওয়ালের দিকে মুখ করে ওরা হাত তুলে রইলো। আমি ওদের বিরুদ্ধে আমার বক্তব্য রাখলাম। নিষিদ্ধ কাগজপত্রগুলো দেখালাম। দলপতি আমার ঘরের দেওয়ালে টাঙানো ফুয়েরারের ছবিটা একবার তাকিয়ে নিয়ে বললো, 'আপনাকেও আসতে হবে।'

মুগ্ধ বিস্ময়ে জান্ কুবিস আর যোসেফ গাবচিক ডাঃ হরুবির অবিশ্বাস্যকর অভিজ্ঞতা শুনতে থাকে।

ডাঃ হরুবি বলেন,

—আমাকে ওদের সঙ্গে যেতে হলো। সেখানে একজনকে দেখে আমি প্রথমটা একটু ভয় পেয়েছি। চিনে উঠতেও একটু সময় লেগেছে। সম্পূর্ণ অন্য পোশাকে ভিন্ন চেহারা। সেই বেহালা বাদক। পলিটিক্যাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের মিশেল। কমিউনিষ্ট হাইড আউট টেনে বার করবার দায়িত্ব থেকে আমার বাড়ির রকে বসে সারাদিন যে বেহালা বাজায়।

ডাঃ হরুবি একটু থেমে আবার বলে চলেন,

—আলাদা ঘরে ডেকে নিয়ে হাজারো প্রশ্ন। অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝলাম মিশেলের কাছে তিনজনের আসল পরিচয় ওরা জানতে

পেরে কিছুটা বিপাকে পড়েছে। অথচ কোনো কারণেই সে কথা আমার কাছে ভাঙছে না। মিশেল বাহাতুরী একা নিতে যাওয়ায় অন্য রকম হয়ে গেছে। জর্মন শাসনের প্রতি আমার ষোল আনা আনুগত্যের নানান নজীর আমি সামনে রেখেছি। যুদ্ধের প্রয়োজনে তুনিয়ার যে কোনো জায়গায় গিয়ে জর্মন সেনাদের চিকিৎসা করবার মুচলেকায় আমি প্রথম দিন সই দেওয়াতে গেস্টাপো অফিসার একটু খুশীই হন। জর্মনীতে আমি কোথায় পড়েছি সে সব কিছুই লিপিবদ্ধ করেছেন। তবে যতটা সহজে আজ এতকথা বলছি ব্যাপারটা অত সহজে মেটেনি। প্রায় সাত ঘণ্টা আমাকে একরকম আটকে রাখা হয়। আজ হলে অবশ্য বেরুতে পারতাম না। আজ গেস্টাপোরা যাকে ধরে নিয়ে যায় সে আর ফেরে না। ইণ্টারোগেশনের টেবিলে কোনোক্রমে প্রাণে বাঁচলেও কনসেনট্রেশন ক্যাম্প থেকে কারো রক্ষা নেই।

ডাঃ হরুবি শিশুর মত হাসছেন। মুখশ্রী সুন্দর নয়। আকৃতিগত গঠনেও কিছু বৈশিষ্ট্য নেই। চোখ তুটো ভাসা ভাসা—তেজ নেই। আপাতদৃশ্য এই নিষ্প্রভ মানুষটির আসল চরিত্র বাইরে থেকে বোঝা অসম্ভব।

আলোচনা ভেঙে দিয়ে একটু থেমে ডাঃ হরুবি বলেন—

—তুজনে এক সঙ্গে যাবেন না। আপনি এখনও একটু খুঁড়িয়ে চলেন। আপনি একটু বসে যান।

বিদায় নিয়ে জান্ আগে বেরুলো।

পথে নামতেই মুখোমুখি দেখা। দেখেই চিনলো। অ্যান্না, মোলিনোভাকে দেখে জান্ এক টুকরো হাসলো। তু'পা এগিয়ে প্রশ্ন করে,

—-আপনি কোন দিকে ?

—চার্লস ব্রীজের দিকে। সামনে থেকে ট্রাম নেব।

—কিছু মনে করবেন না। কোথায় আপনাকে দেখেছি আমার মনে পড়া উচিত ছিল। আপনি দেখছি আমাদের সবই জানেন।

—রেড ক্রশের এক কর্মীর বাড়িতে এক রাত আপনারা ছিলেন। ওখানে আপনাদের দেখেছিলাম। আপনার সার্টে ইংল্যাণ্ডের ছাপ দেখে হাজস্কীকে সেদিনই আমি বলেছিলাম।

—এদিকটা আমি ভেবেই দেখি নি।

—আপনাদের জন্যে নতুন গেস্টাপো সেল তৈরী হয়েছে। তাদের হাতে খবর এসেছে দেশে প্যারাস্যুট ড্রপিং নতুন করে শুরু হয়েছে। সুতরাং নিজেদের তরফ থেকে সামান্য রকম ভুল ভ্রান্তি দেখালে বিপদে পড়বার ষোল আনা ঝুঁকি।

—হ্যাঁ, হাজস্কীর কাছে সব শুনেছি। প্রথমটায় আমাদের কিছু ভুলভ্রান্তি হয়েছিল।

—ভুল জায়গায় আকাশে ভেসে শুরুতেই যদি প্রোগ্রাম গোলমাল হয়ে যায় তবে আপনাদেরই বা কী করার আছে। শেষ পর্যন্ত আপনারা যে এখানে আসতে পেরেছেন সেটা নিতান্তই কপাল জোর বলা চলে। তবে কপালের ওপর বিশ্বাস করে তো সংগ্রাম করা চলে না।

—আপনি চমৎকার কথা বলতে পারেন।—ভগবান মানেন ?

অ্যানা একটু অন্যমনস্ক ভাবে জবাব দিল, 'জানি না।'

—আমি দেখছি একটা হতভাগা। আপনার মত সুন্দরীকে সেদিন দেখেছিলাম অথচ কিছুই মনে করতে পারছি না। আপনি এদিকে আমাদের সব খবর রাখেন।

দুজনে হেসে ওঠে। স্টপেজে এসে দাঁড়াতেই দূরে ট্রামটাকেও বাঁক নিয়ে সামনে আসতে দেখা গেল।

জান্ কুবিশকে একা আসতে হলো।

যোসেফ গাবচিকের পায়ের চোট এখনও সারে নি। সে প্রাগে থেকে গেল। বেলা বাড়বার আগেই ট্রেন ধরে জান এসে পৌঁছলো। সেই জায়গা। অন্ধকার আকাশ থেকে প্রথম দিন যে তুষারে ঢাকা জায়গায় ওরা নেমেছিল। নেভেজ্ডির সেই পরিত্যক্ত খোয়াই।

আনাড়ীর মত হাতড়ে না বেড়িয়ে বুদ্ধি করে একজনের কাছে পথটা জেনে নিল। জনশূন্য পাথরের সেই খনি অঞ্চলে পৌঁছে গেল সহজেই। আকাশের তলায় সোনালী রোদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকতে বেশ লাগে। গেমকিপারের সঙ্গে দেখা হবার কথা নয়। সেই 'সোকোল' কর্মী বাউমানের দেখাও জান্ পেল না। দেখা মিলেছে মালীর। নিরীহ গ্রাম্য মানুষ। বসে ছিল। কী যেন একটা করছিলো, জান্‌কে দেখে উঠে দাঁড়ালো।

দু'চার কথায় জান্ বুঝলো বেচারা কিছুই জানে না। গেমকীপার বা বাউমান মালীকে কিছুই বলে নি। এই মানুষটার ঘরেই যে সব অস্ত্রশস্ত্র লুকোনো আছে সরল মালী তার বিন্দু বিসর্গও জানে না।

কথা বলে জান্ উৎসাহ বোধ করে। সাধারণ গ্রাম্য মানুষ, বিদেশী শত্রুকে ঠিক চিনেছে। তবু নিজের ঘরে লুকোনো নানা ধরনের আশ্চর্য সব মোড়ক দেখে হতবাক হয়েছে। কাঠের বাক্স থেকে, বিচালীর গাদা সরিয়ে জান্‌কে রহস্য-জনক জিনিসপত্র বার করতে দেখে সম্পূর্ণ থ' বনে যায়।

কথায় কথায় জান্ খবর সংগ্রহ করে। পরিত্যক্ত এই খনি এলাকায় চেক পুলিস বা জর্মন সেনারা আসে নি। তবে গ্রামাঞ্চলে আগের চেয়ে গোয়েন্দা তৎপরতা বেড়েছে বলে মনে হয়। মানুষটিকে বিশ্বাস করা চলে। একা এত মাল বহন করা মুশকিল। কিছু সঙ্গে

নিয়ে বাকিটা এখানে রেখে যাওয়া স্থির করলো। মালী নিজেও হাত লাগায়। আরও নিরাপদ, আরও ভাল জায়গায় অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রাখতে জান্‌কে সাহায্য করে।

সকলের অলক্ষ্যে জান্ কু'বিশ প্রাগে ফিরে এলো সন্ধ্যের আগেই।

অপেক্ষা করছিল অ্যানা মোলিনোভা।

—আপনি কতক্ষণ।

—বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে এসেছি। আপনার বন্ধুকেও দেখছি না। ব্যাপারটা খুবই জরুরী।

—আপনি দেখছি অসম্ভব কাজের লোক। জরুরী তাড়া ছাড়া আপনার দেখা পাওয়া যাবে না।

অ্যানার পরনে কালো পোশাক। চুলের রংটাও কালো। টানাটানা নীল চোখ। চোখের পাতাগুলো বেশ বড়। সুন্দরী শুধু নয়, মুখটা অ্যানার ভারী মিষ্টি।

চেয়ারে বসে জান্ কাজের কথায় আসে,

—আপনার জরুরী প্রয়োজনটা জানা দরকার।

—হাজস্কী আমাকে পাঠিয়েছেন। কাল দুপুরে দেখা করতে হবে।

—কোথায় ?

—জায়গাটা আপনি চেনেন। শুধু বললেন মদের দোকানে। কাল দুপুরে দুটো নাগাদ ওখানে পৌঁছতে হবে।

—কারণ কিছু জানেন না। আর আপনাকে কিছুই বলেন নি ?

মাথা নেড়ে অ্যানা বলে—

—অপ্রয়োজনে বেশী কিছু জানা হাজস্কী একদম পছন্দ করেন না।

—ভাবুক মানুষ। মনের দিক থেকে অসম্ভব তরুণ।

অ্যানা হঠাৎ ঘড়ি দেখে বলে—

—অনেকটা আমাকে একা যেতে হবে। প্রাগে আজ সারাদিন

একটানা হিমেল হাওয়া বইছে। পথটা আমার অসম্ভব নিরালা। অন্ধকার রাত।

—আপনাকে আমি আজ পৌঁছে দেব। বাড়িটাও আপনার চিনে আসবো। অবশ্য অপ্রয়োজনে বেশি কিছু জানা আমাদের উচিত নয়।

অ্যানা হাসি চাপতে পারে না। এক লহমা জানের দিকে তাকিয়ে বলে—

—কখন যেতে পারবেন?

—আপনি রাজী হলে এখনই আমি সঙ্গে যেতে পারি।

দুজনে ওরা একসঙ্গে হেসে ওঠে।

—আপনি একা থাকেন?

—সম্পূর্ণ একা।

জান্ সবই জানে। কথা প্রসঙ্গে একদিন অ্যানার সব কথাই জিনত্রা বলেছেন। অ্যানার স্বামী নেই। ক'মাস আগে ওদের বিয়ে হয়েছিল। ব্যাঙ্কে কাজ করতো ছেলেটা। ঘটনার দিন ওরা দুজনে ঠিক করেছিল ছুটি নিয়ে সমুদ্রের ধারে ক'দিন বেড়াতে যাবে। অ্যানা সমুদ্র দেখে নি।

অ্যানার স্বামী ব্যাঙ্ক থেকে আর ফেরে নি। বিকেলের পর সন্ধ্যে। রাতও গড়িয়ে গেল। অ্যানার স্বামী আর ফেরে নি। ক'দিন পর এক বন্ধু খবর আনলো। মানসিক প্রস্তুতি কিছু থাকলেও খবরটা পেয়ে অ্যানা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে। গেস্টাপোরা নিয়ে গেছে। অ্যানার স্বামীকে অজ্ঞাত এক বন্দী শিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। গোপনে সে নাকি জর্মন বিরোধী প্রতিরোধবাহিনীর নাশকতামূলক কাজে লিপ্ত ছিল। আটক থাকলেও কোনো কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে অ্যানার স্বামীকে পাঠানো হয় নি। ঘটনার কয়েক মাস পর বাদামী মোড়কের এক সুন্দর পার্সেল ডাক পিওন দিয়ে গেল।

অ্যানার নাম লেখা বাদামী মোড়ক থেকে কলসীর মত একটা

ছোট্ট পাত্র পাওয়া গেল। অল্প একটু মরা ছাই তাতে ভরা ছিল— অ্যানার স্বামীর দেহাবশেষ। মৃত্যুর দিন ও সময়ও তাতে লিপিবদ্ধ করা ছিল। অ্যানার স্বামীকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

জান্ কুবিশের হঠাৎ খেয়াল হলো অ্যানার ব্যক্তিগত প্রশ্নটি সে এড়িয়ে গেলেই পারতো। মুহূর্তে হালকা পরিবেশ কেমন যেন গুমট হয়ে ওঠে। একটু অপ্রস্তুতের সুরে বলে

—চলুন আপনাকে আমি পৌঁছে দেব।

—এতটা পথ আপনাকে একা একা ফিরতে হবে। অ্যানার কথার সুরে একটা আড়ষ্টতা।

'সে কোনো কাজের কথা নয়। আপনাকে পৌঁছে এলে আমার ভালই লাগবে। চলুন আমরা বেরিয়ে পড়ি', জান্ অ্যানার জড়তা ভেঙে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

পথটা ওরা হেঁটে এসে ট্রাম নিল। বসলো পাশাপাশি। অ্যানা কিন্তু আগের মত সহজ হতে আর পারে না। ট্রাম থেকে নেমে চার্লস ব্রীজটা হেঁটে পার হতে হয়। ব্ল্যাক আউট। অন্ধকারে একটানা হিমেল হাওয়া বইছিল। তুষার গলা ভ্লাটাভা নদীর জলের ওপাশে আবছা হ্রাডকানী ক্যাসেল। এই ক্যাসেলই আজ রাইনহার্ড হেডারিকের প্রধান মন্ত্রণালয়। হেডারিক এখানে নিত্য আসেন। সামনে-পেছনে এস. এস. পাহারায় তাঁর দ্রুতগামী সবুজ মার্সিডিস এই চার্লস ব্রীজ অতিক্রম করে।

ব্রীজের ওপর ওরা দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। যথেষ্ট ঠাণ্ডা। অস্পষ্ট হ্রাডকানী ক্যাসেলের দিকে জান্ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। কেমন যেন নিজের চিন্তায় ডুবে যায়। অনেক কথাই মনে পড়ে। মনে পড়ে, তার দায়িত্বের কথা। অন্ধকারে অ্যানার পাশে এখানে এসে দাঁড়িয়ে থাকা কেমন যেন অর্থহীন মনে হয়। অ্যানার সঙ্গে কয়েকবার দেখা। এ পরিচয় অনেকের সঙ্গেই হয়েছে। নির্জন পথ এগিয়ে দেবার যুক্তি থাকলেও জানের খেয়াল হলো অ্যানা সম্পর্কে

সে যেন মনের কোথাও দুর্বল হয়ে পড়ছে। সে দেশে ফিরেছে এক কঠোর ও নির্দয় কাজের দায়িত্ব নিয়ে। একটি কোমল হৃদয়ের সুখস্পর্শ হয়তো তার জন্যে নয়। জান মনে মনে ভাবে, সে হয়তো ঠিক করছে না।

—চলুন ব্রীজটা আমরা পার হই।

অ্যানা যেন অনেকটা স্বাভাবিক হয়েছে, 'কী ভাবছেন আপনি বলুন তো।'

'ব্রীজ আর ক্যাসেল আমাকে অন্যমনস্ক করে দিচ্ছিলো', জান্ চলতে চলতে বলে।

সারা পথ আর কথা হলো না। ব্রীজ পেরিয়ে আরও খানিকটা হাঁটা পথ। অন্ধকার পথে পথচারীও এদিকে সামান্যই। একটা বাঁকের মুখে একটা গলি। অ্যানা একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। ঘাড় ঘুরিয়ে মিষ্টি একটুকরো হেসে বলে,

—এই আমার আস্তানা। ভেতরে আসবেন তো।

ইচ্ছে হচ্ছিলো। পাশাপাশি বসে অ্যানার সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ গল্প করি। আবছা আলো থেকে ভেতরে গিয়ে অ্যানাকে আরও একবার আলোতে দেখে। কিন্তু মনের ইচ্ছা দমন করেছে জান্। তুচ্ছ অজুহাত তবু ঠোঁটে এলো না। কেমন যেন নিজের কাছেই অপ্রস্তুত বোধ করে,

—আজ থাক। অন্য একদিন আসবো।

জান্ ফিরলো। একবার শুধু ফিরে তাকালো। বেশ বুঝলো অ্যানা ওর গমন পথের দিকে চেয়ে আছে। সামনে নির্জন চার্লস ব্রীজ। একটানা হাওয়া বইছিলো। ওভার কোটের কান দুটো টেনে দিয়ে জোরে হেঁটে চলে জান্ কুবিশ।

দূর-দুরান্তে সাইকেলে চেপে ওদের ঘুরে বেড়ানোর নেশায় পেল। পানেনস্কে ব্রেজানি পর্যন্ত একদিন ওরা চলে এলো।

আগাছা আর ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে সেই সবুজ মার্সিডিস ওরা দেখতে পেল কয়েকদিন। হেডারিক-এর প্রতিদিনের রুটিন ওরা লক্ষ্য করে। প্রাগ-বার্লিনের রেলপথ ধরে ওরা পছন্দসই জায়গার হদিস করতে চেষ্টা করে। ওরা ভেবে দেখে নিতান্ত স্বাভাবিক নিয়মে ট্রেনের গতি হ্রাস করতে হবেই। স্টেশন নিশ্চয়ই কাজের হবে। পালানোও অনেক সহজ।

জান্ কুবিশ যোসেফকে বলে,

—একটা পরীক্ষাই হোক না। ভেরমাখ্ট সেনা আর এস এস. ট্রুপস বোঝাই হয়ে তো আসছে হামেশাই। একটার ওপর আক্রমণ চালালে মন্দ হয় না।

জান্ কুবিশ অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মন্তব্য করে,

—প্রথমত ঝুঁকি এতে থাকছে না। কিন্তু জর্মনদের আচমকা একটা ধাক্কা দেওয়া সম্ভব। ঘটনা যখন ঘটছে তখন আমরা উপদ্রব এলাকা ছেড়ে বহু দূর চলে যেতে পারবো। আমাদের নিরাপত্তা কোনো কারণেই ব্যাহত হচ্ছে না। আমরা দুজনেই এ কাজ নির্বিঘ্নে করতে পারি। বিশেষ কোনো টিমের দরকার হবে না।

যোসেফ পরিকল্পনাটি মেনে নিল।

—চেক প্রতিরোধ বাহিনীর শক্তির একটা প্রচার হবে। শুধু সামরিক সাফল্যের কথা নয়—সাধারণ মানুষের মন থেকে জর্মন ভীতি কাটানোর জন্যে এ ধরনের কাজ দরকার। জর্মন শক্তি অজেয় এই মিথ্যে ধারণা থেকে সাধারণ মানুষকে মুক্ত করা দরকার। এ ধরনের কাজের রাজনৈতিক তাৎপর্য অনেকখানি।

জিনদ্রা রাজী হন না। বিচক্ষণ মানুষ। প্রস্তাব নাকচ করে বলেন—তোমরা জেনে রেখো রাইখপ্রটেক্টর হেডারিককে মওকায় হয়তো তোমরা একবারই পাবে। সফল কতটা হবে বলতে পারি না। প্রাগ-বার্লিন ট্রেন লাইনের ওপর কোনো পরীক্ষা চলবে না। ব্যাপারটা জানাজানি হবে। সামরিক টহল এত প্রচণ্ড হবে কোনো

ভবিষ্যত অপারেশন প্রোগ্রাম তোমরা নিতেই পারবে না। তোমরা বরং এ ধরনের পরীক্ষা অন্য রেল রুটে করতে পার। সেখানেও তোমরা ট্রুপস ট্রেন পাচ্ছো। তবে দুজনে শুধু থেকো না। অ্যানাকে সঙ্গে নিও। আমি অ্যানা মোলিনোভার কথা বলছি। একত্রে দুই জোয়ান মরদ সন্দেহের কারণ হবে। অ্যানা সঙ্গে থাকলে তোমাদের ব্যাগ খুলে তালাশ চালানোর সম্ভাবনা কম। তাছাড়া অ্যানার নার্ভ খুবই শক্ত, সে বড় কঠিন মেয়ে। দু-একটা কাজে আমাকে সে চমকে দিয়েছে।

হাজস্কীর সঙ্গে আলোচনা করে জায়গাটা ওরা বেছে নিল। জায়গাটা লেবেরেক ছাড়িয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে সে পথ ব্রেসলাউ-তে গেছে। শেষরাত্রের দিকে লিবেরেক দিয়ে সপ্তাহে তিন দিন ট্রুপস ম্যুভমেণ্ট হয়। ট্রেন লাইনে সময় হিসাব করে শক্তিশালী বিস্ফোরক পেতে রাখা খুব একটা কঠিন কাজ নয়। ঘটনা যখন ঘটবে তখন শেষ ট্রেন ধরে ওরা তখন প্রাগের পথে। অ্যানা স্টেশনে অপেক্ষা করবে।

হাজস্কী গোটা পরিকল্পনার খুঁটিনাটি পরীক্ষা করে দেখেন। ট্রেন লাইনে এস. এস. পাহারা থাকেই। তবে দীর্ঘ এলাকায় সর্বত্র নজর রাখা কঠিন। কয়েক প্রস্থ বিশেষ নির্দেশ দিয়ে হাজস্কী চলে যান।

নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী সন্ধ্যের আগেই জান্ আর যোসেফ বেরিয়ে পড়ে। দীর্ঘ সাত মাইল পথ ওরা অতিক্রম করে এলো। চেক পুলিস বা জর্মন এস. এস. ট্রুপস-এর সমস্ত রকম সন্দেহ ওরা পেরিয়ে এলো। এলোমেলো পরিচয় দিয়ে বাঁচা মুশকিল। ব্যাগে বৃটিশ অরিজিন-এর প্ল্যাস্টিক বিস্ফোরক তাদের চোখে পড়লে খুবই মুশকিল।

তবে গোটা ব্যাপারটা এত নিরাপদে সম্পন্ন হবে ওরা দুজনে কল্পনাও করতে পারে নি। খুব একটা ঝুঁকি নিতে হয় নি। কারণ ধারে-কাছে কোনো পাহারার চিহ্নমাত্র ছিল না।

অ্যানা লেবেরেক স্টেশনের বাইরে প্রতীক্ষায় ছিল সেদিন। অনেক রাত। বেশ ভয় ভয় করছিলো। এমন সময় ওরা এলো। শুনলো সাত মাইল হেঁটে প্রাগ থেকে ওরা মনিসে দিয়ে এসেছে। আনন্দে তুজনকে জড়িয়ে ধরেছে। এত সহজে যে কাজ সমাধা হবে ভাবতেই পারে নি অ্যানা। প্রাগের গাড়ির এক কামরায় তুজনকে তুলে যোসেফ ভিন্ন কামরায় গেল। ট্রেনটা এ-রকম খালিই বলা চলে। পুরো অপারেশনটা বোঝাচ্ছিলো জান্। বৃটিশ অরিজিনের এই প্ল্যাস্টিক বিস্ফোরকের নির্ভুল কলকব্জায় কখনও ভুল হয় না। জর্মন সামরিক ট্রেন যদি দেরী না করে, তবে এই বিস্ফোরকের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া কঠিন। তিন স্তরে বিস্ফোরণ ঘটানো চলে। দশ মিনিট, আধ ঘন্টায়, আরও প্রয়োজনে বিস্ফোরণ বিলম্বিত হতে পারে পুরোপুরি তু'ঘণ্টায়। সামরিক ট্রেনের সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তু'ঘণ্টা পর বিস্ফোরণটা ঘটবে। ছোট একটা কাঁচের বল উগ্র এসিডে ক্ষয়ে সূক্ষ্ম তারে যখন গড়িয়ে পড়বে তখনই ফায়ারিং পিনটা অপারেট করবে। ফায়ারিং পিনটা একটা ক্যাপে এসে লাগতেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটবে।

সারা পথ ধরে অনেক কথাই হয়। যোসেফ প্রাগ স্টেশনে নেমে কাউকে কিছু না বলে কেটে পড়লো। অ্যানার সঙ্গে একা থাকবার সুযোগ করে দেয়। জান্ কুবিশ সবই বুঝতে পারে।

জনশূন্য প্রাগ স্টেশন। বিরাট এলাকা একরকম খালিই বলা চলে। প্রচণ্ড শীত। পথে নেমে জমাট কুয়াশায় কিছুই বড় চোখে পড়ে না। ওরা তুজনে প্রধান সড়ক এড়িয়ে চলে।

—তুমি কী চার্লস ব্রীজ পর্যন্ত যাবে।

—নিশ্চয়ই। এত রাত্রে তোমাকে আমি ছাড়তে পারি না।

—যদি ধরা পড়ি।

—সঙ্গে আমার কিছু নেই।

—তু'ঘণ্টা পার হয়ে গেছে নিশ্চয়ই।

—আসা করি অনেক কিছুই ঘটে গেছে এতক্ষণে।

—প্রাগ পুলিস খবর পেয়েছে নিশ্চয়ই।

—সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু তুমি এত ওসব কথা ভাবছো কেন! আমরা নিরাপদ। তোমার নার্ভ নাকি অসম্ভব রকম শক্ত।

—কে বলে?

—জিনদ্রা! জিনদ্রা বাজে কথা বলবার মানুষ নন।

—তোমার কাছে থাকলে আমার নার্ভ কেমন যেন বোকা বোকা হয়ে যায়।

—যোসেফ বলছিল আমিও নাকি কেমন যেন বোকা-সোকা হয়ে গেছি। আচ্ছা অ্যানা তোমার কী মনে হয় আমি বোকা বোকা হয়ে গেছি?

—জানি না।

প্রায় মাঝরাত। কার্ফু নেই। হেডারিক একাই সব ঠাণ্ডা করে দিয়েছেন। বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না। যেন সব ঠিক মত চলছে। ব্যক্তি স্বাধীনতা অটুটই আছে। জনজীবন স্বাভাবিক নিয়মেই চলছে।

পরদিন প্রাগ বেতারে লিবেরেক-এর ট্রেন দুর্ঘটনার খবরটা সকালেই প্রচারিত হলো। বেতারে বিশেষ ক্ষয়ক্ষতির কথা স্বীকার করে না। হতাহত হয়েছে সামান্যই। তবে কোনো কারণেই স্বাভাবিক ট্রেন দুর্ঘটনা হিসাবে এটাকে মেনে নেওয়া চলে না। মোরাভিয়া আর বোহেমিয়াতে জর্মন বিরোধী বিশ্বাসঘাতকদের ধ্বংসাত্মক জঘন্য অপরাধ। মুষ্টিমেয় জর্মন বিরোধী মানুষের এই সন্ত্রাসমূলক কাজ বর্তমান জর্মন শাসনশাসক কখনই বরদাস্ত করবে না। প্রতিরোধ বাহিনীর সঙ্গে যে কোনো ভাবে জড়িত থাকলে তাকে গুলি করে হত্যা করা হবে। মহান জর্মনীর অনুগত শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের উদ্দেশ্যে বলা হয় প্রতিরোধ বাহিনীর সামান্য রকম

সন্ধান দিলেও তাঁরা পুরস্কৃত হবেন। এমন কী অনুতপ্ত প্রাক্তন 'সোকোল' কর্মী বা প্রতিরোধ বাহিনীর ক্রিয়াকলাপে বীতস্পৃহ সৎ নাগরিক আজ যদি খোলা মনে জর্মন হেডকোয়ার্টার্স-এ এসে আত্মসমর্পণ করেন তবে তাঁর বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ প্রত্যাহার করা হবে। যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ দিয়ে তাঁকে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে দেবার দায়িত্ব বর্তমান জর্মন কর্তৃপক্ষ সানন্দে গ্রহণ করবে।

সারাদিনে এই বিশেষ বুলেটিন কয়েকবার প্রচারিত হলো। সমস্ত দিনটা ওরা ঘরে বসে কাটালো। বেতারে ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপারটাকে খুব গুরুত্ব দেওয়া হলো না।

হাজস্কী এলেন সন্ধ্যের পর। বেজায় খুশী। লিবেরেক ঘটনার রাজনৈতিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। জান্ ও যোসেফ লড়াই করতে জানে কিন্তু হাজস্কীর যুক্তিপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যাখ্যায় তাদের নতুন উপলব্ধি হলো।

হাজস্কী বলেন,

—নাৎসী প্রচারের ঢঙটা তোমাদের বিশেষ করে লক্ষ্য করতে হবে। ওরা জানে মোরাভিয়া আর বোহেমিয়ার সাধারণ মানুষ জর্মনদের শত্রু বলে জানে। নিতান্ত ঝুঁকি নিয়েও সাধারণ দেশবাসীকে প্রতিরোধ বাহিনীর কর্মীদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে গেস্টাপোরা দেখেছে। সর্বস্তরে সাধারণ মানুষের দেশপ্রেমের এই স্বাভাবিক মানসিকতাকে ভাঙবার তাই ওরা চেষ্টা চালাচ্ছে। বেতারে নাৎসী প্রচারের কৌশল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। মিথ্যার পর মিথ্যা সাজিয়ে কিছু বেকুব আর লোভী মানুষকে ওরা হাতে পাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। নিত্য নতুন উদ্ভাবন শক্তি। তৃতীয় রাইখের শুরুই হয়েছে মিথ্যা প্রচারের মাধ্যমে। প্রতিরোধ আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে কিছু বলার না থাকলেও, ব্যক্তিগত জীবনে বীতস্পৃহ, হতাশা আর ব্যর্থতায় পর্যুদস্ত কিছু অপদার্থ মানুষ,

সবদেশে সব সময়ই পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর কিছু অপদার্থ জীব কোনো কাজে আসে না কিন্তু বিস্তর অকাজ করতে পারে। তারা হাসতে হাসতে বিশ্বাসঘাতকতা ক্যাতে পারে। কারণ তারা জানে না কী কাজ তারা করছে। এই প্রচার অবশ্য আমাদের কিছু করতে পারবে না। বরং আমাদের আরও সতর্ক হতে সাহায্য করবে।

মারী মোরাভেকের ফ্ল্যাটে বসে কথা হচ্ছিলো। আস্তানা পাল্টে পাল্টে হাজস্কীর ব্যবস্থায় জান্ ও যোসেফ এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে। মারী মোরাভেক সামান্য সময়ে তুজনকে তাঁর ছোট্ট সংসারে আপনার করে নিয়েছেন। তিনি জানেন সব। প্রৌঢ়া মহিলার অফুরন্ত প্রাণশক্তি। পরিশ্রম করেন প্রচুর। বাকী সময়টা জান্ আর যোসেফের সঙ্গে বসে নানান গল্প করেন। জান্ কুবিশের সঙ্গে অ্যানা মোলিনোভার বিশেষ অন্তরঙ্গতা তাঁর নজরে পড়েছে। হাজস্কী প্রথমটা একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। মনে করেছিলেন, জান্ অ্যানা সম্পর্কে দুর্বল হয়ে পড়ছে, ব্যাপারটা কী ঠিক হচ্ছে।

মারী মোরাভেক হেসে বলেছেন,

—এটাই স্বাভাবিক। অনিশ্চিত আর অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে ওদের শরীর-মন খুবই স্বাভাবিক থাকা দরকার। ওদের তুজনকে বেশ মানিয়েছে।

লিবেরেক-এর ঘটনায় হাজস্কী খুবই উৎসাহিত বোধ করেন। আরও বিচ্ছিন্ন টুকরো টুকরো লিবেরেক-এর মত সাফল্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জোর দেন। দ্বিধাগ্রস্ত মানুষের মন থেকে ভয় কাটিয়ে দেবার জন্যে সুযোগ পেলেই নাৎসীদের ওপর আঘাত হানতে হবে। জর্মন শক্তি অপরাজেয়—এই মিথ্যা ভীতিটুকু দেশবাসীর মন থেকে সরিয়ে দেবার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। প্রতিরোধ সংগ্রামের নৈতিক সাহস তাতে বৃদ্ধি পাবে। হাজস্কীর কথা জিনদ্রা মেনে নেন।

ঠিক এই সময় বড় রকমের এক খবর এলো। হেডারিক বার্লিন যাচ্ছেন। হাজস্কী অনেক সন্ধান এনে দেন। রেল কর্মীদের কাছে তিনি গোপন সংবাদ নিয়ে এসেছেন। হেডারিক-এর স্পেশাল ট্রেনের ওপর আক্রমণ করা সম্ভব।

জানা গেল প্রাগ উপকণ্ঠে রয়্যাল পার্ক স্টেশনের কাছে ব্রাঞ্চ লাইন থেকে মেন লাইনের মুখে স্পেশাল ট্রেন সামান্য সময়ের জন্যে থামে। রেল লাইনের পাশের জঙ্গল থেকে আক্রমণ চালানো যেতে পারে। তবে মোক্ষম অস্ত্র সঙ্গে থাকা দরকার।

জান্ আর যোশেফ জায়গাটা ভাল করে দেখে এলো।

দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর সিদ্ধান্তে পৌঁছনো গেল। সম্ভাব্য বিপদের দিকটাও পরীক্ষা করে দেখা হয়।

জান বলে,

—দূরত্ব অনেকখানি। সাধারণ অস্ত্রের ঝুঁকি নেওয়া যাবে না। কিন্তু আমাদের সঙ্গে দূর থেকে আক্রমণ চালানোর মত বিশ্বাসযোগ্য তেমন কিছু নেই।

জান্ কুবিশের মৌলিক সমস্যাকে খুব একটা গুরুত্ব না দিয়ে হাজস্কী বলেন,

—নির্ভরযোগ্য রেল কর্মীর সঙ্গে আলোচনা করে আমি জেনেছি আক্রমণ চালানোর পক্ষে জায়গাটা চমৎকার। জঙ্গলের কভার তোমাদের কাজের হবে। অস্ত্রের কথা বলছো, সে কোনো সমস্যা নয়। আমি তোমাকে এ্যান্টি ট্যাঙ্ক বাজুকা দিয়ে সাহায্য করবো।

খুশীর হাসিতে ঝলমল করে ওঠে জান্।

—চমৎকার। আপনি চূড়ান্ত প্ল্যান আমাদের দিয়ে দিন। দায়িত্ব শুধু আমাদের দুজনের।

প্ল্যান অনুযায়ী সব কিছুই নিরাপদে সমাধা হলো। অস্ত্রশস্ত্র দেখে নিয়ে জঙ্গলে লুকিয়ে রেখে এলো আগের দিন। সঙ্গে সেদিন রিভালবারও নিল না।

মেন লাইনের কাছাকাছি এসে অতর্কিতে ওরা দুজন জর্মন রক্ষীর হাতে পড়লো। লুকোনো অস্ত্র সঙ্গে নেবার আগে ওরা স্বাভাবিক পথেই চলেছিলো। কাগজপত্র বিশেষ কিছু দেখলো না। কিন্তু ভাল করে সার্চ করলো। গন্তব্যস্থল সম্পর্কে যোসেফ কী যেন বলতে যাচ্ছিল কিন্তু দুপাশে মাথা নেড়ে রয়্যাল পার্ক এলাকা ছেড়ে যাবার নির্দেশ দিয়ে জর্মন গার্ড একটা ভিন্ন পথ দেখালো। ঐ পথটাই সরাসরি জঙ্গলে প্রবেশ করেছে। ঠিক সময় ওরা দুজন জায়গা নিল। ভারী মালপত্র নিয়ে জান্ উঠে গেল গাছে। যোসেফ কিছুক্ষণ পর পর রিপোর্ট করে যাচ্ছে। রয়্যাল পার্ক স্টেশনে ভয়ঙ্কর পাহারা।

নির্ধারিত সময় উপস্থিত। প্রস্তুত হয়েছে জান্। যোসেফ গাছের নিচে গাড়ির খবর দিচ্ছে। চরম মুহূর্ত। আলো আঁধারীর মধ্যে ট্রেনটা এলো। ভর্তি ট্রুপস। এই হেডারিকের স্পেশাল ট্রেন। ভাববার সময় নেই। ভুল শোধরানোর সুযোগ মিলবে না মুহূর্ত। জান্ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। ট্রেনটা ছেড়ে দিল। কোনো কিছুই হলো না।

প্রবল শীতের মধ্যেও যোসেফ ঘামতে থাকে। উত্তেজনা আর ব্যর্থতায় তছনছ হতে হয়। জান্ নিচে নেমে আসতেই এক রকম কাতরোক্তি করে,

—বাজুকা গান কাজ করলো না ?

বোঝাটা যোসেফের হাতে এগিয়ে দিয়ে জান্ গাছ থেকে মাটিতে দাঁড়িয়ে বললো,

—হেডারিকের কামরা আমি দেখি নি।

—তার মানে! হেডারিক এ ট্রেনে যাচ্ছেন না।

—কয়েকটা কামরা বোঝাই ট্রুপস আমি দেখেছি। কিন্তু কোন কামরায় হেডারিক যাচ্ছেন আমি আন্দাজ করতে পারি নি। এ্যান্টি ট্যাঙ্ক বাজুকা গান দিয়ে একটা কামরা ওড়ানো বড় কথা নয়। হেডারিক এই ট্রেনে যাচ্ছেন তাই শুধু লেবেরেক-এর মত আর

একটা জয় আমাদের শুধু কাম্য নয়। অনিশ্চয়তার প্রচণ্ড ঝুঁকি ছিল। আমরা হেডারিককে একবারই পাব। কিছু নাৎসী সেনা খতম করতে আমরা আসি নি। আমাদের আসল লক্ষ্য হেডারিক। এই অভিযান ব্যর্থ হলে, দ্বিতীয় সুযোগ আমরা পাব না। শত্রুপক্ষ সতর্ক হয়ে যাবে। তখন কোনো বাজুকা গানই হেডারিকের নাগাল পাবে না। হেডারিকের বিশেষ কামরা যখন আমি স্থির করতে পারলাম না, তখনই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

যোসেফ মন্তব্য করে,

—কামরা তুমি স্থির করতে পার নি!

—উল্টোপাল্টা আলোতে অসুবিধা হচ্ছিলো। তাছাড়া বাইরে থেকে হেডারিকের বিশেষ কামরা আন্দাজ করা অসম্ভব ছিল। একটা কামরা উড়িয়ে কিছু কুত্তা মারার মামুলী সাফল্য আমাদের কাম্য নয়। আমাদের দায়িত্ব গভীর। এক কথায় অসাধারণ। জিনদ্রা বুঝবেন। হাজস্কী নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে একমত হবেন। আমরা চেক হেডকোয়ার্টার্স-এর কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ। আমরা কোনো ভুল করতে পারি না। অন্য অভিযানে আমরা অংশ গ্রহণ করতে পারি কিন্তু হেডারিকের ব্যাপারে আমরা তিলমাত্র অনিশ্চয়তার ঝুঁকি নিতে পারি না। আমরা একবারই সুযোগ পাব। রাইনহাড হেডারিক সম্পর্কে ষোল আনা নিশ্চিত হতে হবে।

সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলো ঘটনা ঘটে যায়। জর্মন গেস্টাপোর চোখের আড়ালে বোহেমিয়া-মোরাভিয়ার নতুন নতুন জায়গায় প্রতিরোধ সংগ্রামের নেট-ওয়ার্ক অনেকগুলো গড়ে ওঠে। নব নিযুক্ত জর্মন শাসক রাইনহাড হেডারিক দেশব্যাপী নতুন করে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেও চেক দেশপ্রেমিকদের ঠাণ্ডা করতে পারেন না। 'সিলভার এ' কমাণ্ডো প্যারাসুটে নেমে জিনদ্রার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। জান্ কুবিশ আর যোসেফ গাবচিক আস্তানা পাল্টে এসেছে এক নতুন জায়গায়। হ্রাডকানী ক্যাসেল আর

হেডারিকের নিয়মিত গতিবিধির যাবতীয় খোঁজ পত্র সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। একজন নতুন লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। জান্ খুব একটা উৎসাহ বোধ না করলেও যোসেফ মনে করে লোকটাকে দিয়ে কাজ হবে।

'সিলভার-এ' কমাণ্ডোর একই অভিজ্ঞতা। এ্যাথ্রোপয়েড কমাণ্ডোকে যে কারণে পিলসিন মনে করে ভুল জায়গায় ড্রপ করে যায়, সেই একই-যুক্তিতে ম্যাপ রিডিং এ ভুল করে 'সিলভার-এ' কমাণ্ডোর তিনজনকে নামিয়েছে অনেক দূরে। গ্রুপ লীডার ভালচিক অবশ্য তুখড় ছেলে। কোনো রকম ঝুঁকি না নিয়ে রাত থাকতে থাকতে নিরাপদ একটা জায়গা বেছে মালপত্র মাটির তলায় পুঁতে ফেলে। প্যারাসুটও কবর দিল। ইউনিটের তিনজন পৃথক ভাবে ছড়িয়ে পড়ে। অবশ্য অনেক পরে তারা আবিষ্কার করেছে ওদের ভুল জায়গায় নামানো হয়েছে।

প্রথমটা একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল ভালচিক। ম্যাপ রিডিং-এ এ ধরনের মারাত্মক ভুল কল্পনাও করা যায় না।

তবে দিশেহারা হয়ে পড়ে নি। জায়গা বুঝে নিয়ে ছকটা সে এঁকে নিল নতুন করে। এক মাস্তান মাস্তান ভাব দেখিয়ে ট্যাক্সীতে সোজা এসেছে পারত্নবিশে। ইউনিটের অপর দুজনের পাত্তা করতে দেরী হয় না। তারা অপেক্ষায় ছিল।

'সিলভার-এ' পারত্নবেশে থেকে অপারেট করবে। ওদের প্রধান কাজ লণ্ডনের সঙ্গে রেডিও ম্যাসেজ দেওয়া নেওয়া করা। প্রায় ভেঙেই পড়েছিল, ভালচিক সেই ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা লণ্ডনের সঙ্গে চালু করেছে। প্রতিরোধ সংগ্রামের সমস্ত সংবাদ ভালচিক-এর গোপন ট্রান্সমিটার ধরে রিসিভিং স্টেশনে দেওয়া-নেওয়া শুরু করেছে। পারত্নবিশে আর প্রাগের সঙ্গে মিসিং লিঙ্ক মিসেস ক্রুপকা। জিন্‌দ্রার প্রেরিত প্রতিরোধ সংগ্রামের সমস্ত খবর আর সমস্যার কথা মিসেস ক্রুপকার মাধ্যমে নিয়মিত পারত্নবিশেতে পাচার হয়ে যাচ্ছে।

ভালচিক-এর 'সিলভার-এ' সেই সংবাদ লণ্ডন হেডকোয়ার্টার্সকে জানাচ্ছে। লণ্ডন কনট্রোল অফিস গোপন এই রেডিও স্টেশনের কোড নাম নিয়েছে 'লিবুসে।' ভাবতেও আশ্চর্য লাগে। গভীর রাত্রে একটানা তুষারপাত চলেছে। সারা চরাচর তুষারের সাদা চাদরে ঢাকা। লুকোনো কামান আর ট্যাঙ্কও ঢাকা পড়ে গেছে অবিশ্রান্ত তুষারপাতে—পারদুবিশের একটা মানুষও যখন জেগে নেই—শুধু জাগ্রত আছে তিনজন। রেডিও স্টেশন 'লিবুসে'। ভালচিক লণ্ডনকে ধরবার জন্যে ক্রমাগত সিগন্যাল পাঠাচ্ছে।

প্রথম যেদিন ভালচিক গে এসেছিল সে কী প্রচণ্ড উৎসাহ। হাসি-খুশী দরাজ মন। বাটার জুতোর দোকানের কর্মী ছিল এক-সময়ে। মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করবার, কাছাকাছি হবার আশ্চর্য-রকম উদ্ভাবন শক্তি দেখা গেছে লণ্ডনে। কিন্তু দিনে দিনে বদলে যেতে শুরু করে। দায়িত্ববোধ অসম্ভব। ট্রেনিং সেণ্টারে ভালচিককে সবাই পছন্দ করতো। প্রাগে জান্ কুবিশ আর যোসেফকে প্রথম দেখে আনন্দে হাত তুলে কী ছেলে মানুষের মত জড়াজড়ি। জিনড্রা পর্যন্ত হো হো করে হেসে ফেলেছিলেন। নিজেদের সাফল্যের কথা বলতে গিয়ে ভালচিক বলে,

—তোমরা ভাবতে পারবে না পারদুবিশে-তে আমরা কী আনন্দে আছি। তোমাদের মতই এক পাথুরে খোয়াই-এর খনি—কারখানায় আস্তানা করেছি। তবে এটা চালু। সারাদিন হাজারো লোক, ব্যস্ত লরীর আনাগোনা। চেক পুলিস থেকে টহলদারী জর্মন ট্রুপস—তবু আমাদের কোনো ভয় নেই। আমরা আড্ডা করেছি ইঞ্জিন সেডের মধ্যে। কারখানার মালিক আর ফোরম্যান ছাড়া একটা মানুষও 'লিবুসে' রেডিও স্টেশনের বিন্দু বিসর্গ জানে না। প্রথম দিকে কিছুতেই তো যোগাযোগ করতে পারি না। ট্রান্সমিটারে গোলমাল শুরু হলো। সেরেও নিলাম। তবু লণ্ডনের সঙ্গে যোগা-যোগ হয় না। সে এক ফ্যাসাদ। লণ্ডনের বি. বি. সি. থেকে কোড

ম্যাসেজ প্রথম আমাদের ট্রান্সমিটারে ধরা পড়ে। আমরা দ্বিতীয় জোরালো ট্রান্সমিটার আর রিসিভিং সেট চালু করি। এখন চমৎকার কাজ চলছে। তবে সারাদিন কোনো কাজ নেই। পারছুবিশে-এর ভেসেলকা হোটেলে বারম্যানের চাকরি নিয়েছি। সারাদিন ভারমাখ্‌ট সেনা আর জর্মন আমলাদের কথা শুনি। শালারা রাক্ষসের মত খায়। সুন্দরী মেয়ে সামনে দেখলে এরা যে কী রকম করে প্রাগের রাস্তায় তোমরা এতটা দেখবে না।

জান্‌ আর যোসেফ-এর নতুন আস্তানা দেখে ভালচিক থমকে যায়। বলে,

—তোরা তো রাজার হালে আছিস! এই রকম বিছানায় দেশে ফিরে আর শোবার সৌভাগ্য হয় নি। আলাদা একটা ঘর পেয়েছিস। গরম কফি দেখছি যখন-তখন আসছে।

যোসেফকে ব্রিফকেসে স্টেনগানটা ভরতে দেখে প্রচণ্ড কৌতূহল প্রকাশ করে,

—ভদ্রমহিলা তোমাদের আসল পরিচয় জানেন?

—আমরা যে চেকোশ্লোভাকিয়ার পহেলা নম্বর শত্রুকে ঝাঁঝরা করে দিতে এসেছি—মিসেস মোরাভেক সে খবরও রাখেন।

মুগ্ধ বিস্ময়ে ভালচিক বলে,

—আলাপ করতে ইচ্ছে করছে।

জান্‌ কুবিশ মাথা নেড়ে বলে,

—খুবই উঁচু দরের মানুষ। রাজনীতি ঘেঁষা ভাবাবেগের দেশপ্রেম নয়—ভদ্রমহিলার মধ্যে আমি এক আদর্শ মায়ের সন্ধান পেয়েছি। আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন, পুত্রস্নেহে দেখাশোনা করেন—এটাও সবচেয়ে বড় কথা নয়। এ ধরনের মানুষ প্রাগে তুমি অনেক পাবে। কিন্তু এখানে আসার পর আমার নিজেরই চিন্তাধারার উন্নতি হয়েছে। আমার ভুলভ্রান্তি ত্রুটি আমি সংশোধন করতে শিখেছি। সামান্য আলাপ করে তুমি বুঝতে পারবে না। যে মানুষ রাত্রে খসে-

পড়া কম্বল সস্নেহে গায়ে টেনে দিয়ে যান, সেই একই মানুষ সকালে এক ছেলেকে জিনদ্রার কথামত গোপন কোনো জায়গা থেকে অস্ত্র দেওয়া-নেওয়া করার কাজে পাঠাচ্ছেন। এ ধরনের মহিলা আমি দেখি নি।

সত্যিই মারী মোরাভেক-এর তুলনা নেই। এদিকে প্রচণ্ড সংসারী। স্বামী রেল ইনস্পেক্টর কিন্তু স্বভাব দেখে মনে হয় দার্শনিক হলেই মানাতো ভাল। চুপচাপ। লাজুক স্বভাবের মানুষ। স্ত্রীকে খুবই ভালবাসেন। এক ছেলে ইংল্যাণ্ডে। এয়ার ফোর্স-এ আছে। দ্বিতীয় ছেলে আটা। প্রাগের গোপন প্রতিরোধ বাহিনীতে ক্রমেই সে জড়িয়ে পড়ছে। একুশ-বাইশ বছরের লম্বাটে চতুর চতুর চেহারা। মারী মোরাভেক-এর ছোট্ট এই সংসারে জান্ আর যোসেফ নতুন অতিথি।

ভদ্রমহিলা সব সময়ই ব্যস্ত। কিছু একটা করছেন। নতুন নতুন খাবার তৈরী করার বাতিক নিত্য আছে। দুপুরে অসুস্থ এক বন্ধুর খবর পেয়ে ছুটলেন। তাছাড়া রেডক্রশ এর অফিসে নানা প্রয়োজনে তার নিত্য আনাগোনা। খাটেন প্রচুর। সাজসজ্জায় খুব একটা আগ্রহ নেই। এক মাথা চুল। হাসিখুশি মানুষটি সুন্দর গল্প করতে জানেন।

পারতুবিশে ফেরার তাড়া ছিল। মারী মোরাভেক বাড়ি ছিলেন না। ভালচিকের সঙ্গে আলাপের সুযোগ হয় নি প্রথম দিন। তারপর কয়েক দিন দেখা হয়েছে। মারী মোরাভেক ভালচিককে সম্পূর্ণ মুগ্ধ করে। জান্-এর কথাই ঠিক। পরিপূর্ণ এক মাতৃদেবী। সোভিয়েট রণাঙ্গনের সর্বশেষ চিত্রের সুন্দর খবর দিলেন। অসাধারণ আত্মপ্রত্যয়ে ঝলমল করতে থাকেন। লণ্ডনে খবর দেওয়া-নেওয়ার যান্ত্রিক কৌশল সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করলেন। কিন্তু মাটিতে পোতা ভালচিকের প্যারাসুট খুঁজে না পাওয়ার কথা শুনে চিন্তিত হয়ে পড়েন। কণ্ঠস্বরে শঙ্কা ছিল,

—আমি জানতে পেরেছি জর্মনরা সন্দেহ করছে বিদেশ থেকে প্যারাট্রুপার্সরা এসেছে। প্যারাসুটের ব্যাপারে তোমাদের অনেক বেশী সতর্ক হওয়া উচিত ছিল।

ভালচিক কবার প্রাগে এসেছে। তবু নানা ব্যস্ততার মধ্যে লক্ষ্য করেছে ঠিক। জান্ কুবিশকে চেপে ধরেছে এক দিন, 'অ্যানা মালিনোভা মেয়েটিকে তুমি ভালবাস ?'

চমকে উঠেছে জান্ কুবিশ।

—এ সব তুমি কী বলছো!

—যোসেফ আমাকে বলেছে। অ্যানা তোমার দিকে ওভাবে তাকিয়ে থাকে কেন ?

একটু থেমে ভালচিক বলে,

—দেখো মরণ ছাড়া ভবিষ্যৎ আমাদের কিছু নেই। যে কাজের ভার নিয়ে তুমি দেশে ফিরেছো—কপাল জোর থাকলে হয়তো তুমি সফল হতে পারো কিন্তু মৃত্যুকে এড়ানো হয়তো অসম্ভব হবে। আমি সম্ভবত তাই মনে করি। খামাখা একটা মেয়েকে জড়াচ্ছো কেন ? একটা সুন্দর জীবন তুমি নষ্ট করতে চাও ?

মারী মোরাভেক কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য কথা বলেন,

—আমি জানি অ্যানাকে তোমার পছন্দ। আমি অ্যানাকে চিনি। সে তোমাকে পেয়ে বাঁচতে চায়। তোমরা পরস্পরে ভালবাসো—আমি তাই চাই। যুদ্ধ আজ আছে, কাল শান্তি আসবে। নাৎসীরা চিরকাল থাকবে না। কিন্তু সময় কখনও ফিরে আসে না। এই যৌবন কখনও ফিরে আসবে না। তোমার জীবনের ঝুঁকি আর বাঁচতে চাওয়া দুটোই সমান সত্যি। একটার জন্যে অন্যটা তুমি নাকচ করতে পারো না।

জান্ আর যোসেফ আজ মানুষটাকে যেন ছাড়বে না। টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে যোসেফ বলে,

—আপনার ওপর আমরা অনেক ভরসা করে আছি। আপনি দাদা আমাদের ডোবাবেন না। কিছুই তো হচ্ছে না। আপনি তো কোনো প্ল্যানই দিতে পাচ্ছেন না। সময়ই শুধু আমাদের নষ্ট হচ্ছে।

প্রৌঢ় মানুষটি বিব্রত বোধ করেন,

—কী বলছো কী। এ কী তোমরা বাজি জেতবার ঘোড়ার খবর চাইছো। আস্তে কথা বল। তোমাদের দেখছি কাণ্ডজ্ঞান নেই। আমাকেও বিপদে ফেলবে দেখছি।

'সময়ই শুধু নষ্ট হচ্ছে। আমরা এখনও কিছুই স্থির করতে পাচ্ছি না,' জান্ মন্তব্য করে।

প্রৌঢ় ফ্রান্টিসেক সাফারিক চোখে মিটি মিটি হাসছেন। বীয়ারের মগ হাতে তুলে অনেকটা পান করলেন। রুমালে মুখ মুছে বললেন,

—ব্যাপারটা বাজি জেতা নয়। তোমাদের প্ল্যান আমি তৈরী করে দিতে পারবো না। তোমরা ক্রমেই অধৈর্য হয়ে উঠছো। স্পেশাল ট্রেনিং সেণ্টারে তোমরা যা শিখেছো তার কোনোটাই এখানে কাজে আসবে না। রাইখ প্রোটেক্টর হেডারিককে তোমরা পাচ্ছো কোথায় ?

ছোটখাটো মানুষ সাফারিক। চোখে চশমা। হ্রাডকানী ক্যাসেলের কর্মচারী দীর্ঘদিনের। ক্যাসেলের শতাব্দী ধরে সংগৃহীত নানান দ্রব্যসামগ্রী তিনি দেখাশোনা করেন। দেশী ও বিদেশী এই সব প্রাচীন আসবাব সংরক্ষণই তাঁর প্রধান কাজ। ইচ্ছে করলে কাজের অজুহাতে ক্যাসেলের সর্বত্র তিনি ঘুরে বেড়াতে পারেন। পুরনো জিনিস, প্রাচীন সংগ্রহের বাতিক থাকলে হয়তো সাহায্য করতে পারতেন কিন্তু জান্ আর যোসেফের খুন পরিকল্পনার নিখুঁত প্ল্যানে তিনি সাহায্যে আসতে পারেন না।

জান্ আর যোসেফ অনেক প্রশ্ন করে। হেডারিক কি গাড়ি

বদলান ? সেক্রেটারী ফ্রাঙ্ক যেমন হামেশাই করেন। হ্রাডকানী ক্যাসেলে হেডারিক-এর কত কাছাকাছি পৌঁছোনো যায়। দৈনিক কোন পথে তিনি বেশী যাতায়াত করেন। কোন সময় আসেন ? কী ভাবে ফেরেন ?

কর্তব্যে অবিচল তুই যুবাকে প্রৌঢ় সাফারিক শান্ত করতে চেষ্টা করেন,

—হ্রাডকানী ক্যাসেল-এ হেডারিকের কাছাকাছি পৌঁছনো অসম্ভব। সেক্রেটারী অফ স্টেটস্ কার্ল ফ্রাঙ্ক গাড়ি বদলালেও হেডারিক সবুজ বড় মার্সিডিসই ব্যবহার করেন। ক্যাসেলের মধ্যে তোমাদের জীবিত অবস্থায় প্রবেশ করাই অসম্ভব।

—পানেনসকে ব্রেজানি জায়গাটা আমরা দেখেছি। প্রাগ থেকে মাইল পনের হবে। ছোট্ট গ্রাম। লোক বসতি নেই বললেই চলে। হেডারিক সস্ত্রীক ওখানে থাকেন। আক্রমণের পক্ষে জায়গাটা আপনার কেমন মনে হয় ?

সাফারিক এবার ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন। চটেই গিয়েছিলেন তবু নিজেকে সংযত করেছেন,

—হাজস্কীর কাছে তোমাদের কথা শুনে আমার মনে হয় নি তোমরা এত অপরিণত। তোমাদের কোনো ধারণাই নেই কার সঙ্গে তোমরা মোকাবিলা করতে এসেছো। পানেনসকে ব্রেজানি-র হেডারিকের প্রাসাদ আমার মনে হয় হ্রাডকানী ক্যাসেলের চেয়ে সুরক্ষিত। সে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এলাকা।

উৎসাহিত হবার মত কিছুই জানা যাচ্ছে না। গ্রামবাসীদের সবাইকেই পানেনসকে ব্রেজানি থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। গোটা অঞ্চলটাই এখন সেনা আর গেস্টাপোদের দখলে। বাড়িটা দুর্গ বিশেষ। এক চেক জমিদারের দুর্ভেদ্য ক্যাসেল ছিল এক সময়। সকাল নটায় প্রাসাদ থেকে বের হন হেডারিক। হ্রাডকানী ক্যাসেল-এ পৌঁছতে সময় লাগে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট।

ব্যক্তিগত দেহরক্ষী ওবেরশারফুরার ক্লাইন মার্সিডিস চালায়। লোকটা ভীষণাকৃতির। গাড়ির বেগ কোনো সময়ই পঞ্চাশ মাইলের নিচে থাকে না। গতিশীল এই গাড়ির আরোহীকে খতম করাও অসম্ভব। যদিও চলন্ত গাড়ির ওপর আক্রমণ করা সম্ভব হয় পেছনের এস. এস. বড় আর্মাড কারে আটটা টমিগান থাকেই। মুহূর্তের মধ্যে আততায়ীকে তারা ঝাঁঝরা করে ফেলবে।

সাফারিক আপন মনে বলে চলেন,

—হ্রাডকানীতে তোমরা কিছুই করতে পারবে না। বড়জোর ক্যাসেলের রেলিং পর্যন্ত পৌঁছোতে পার। সেখান থেকে প্রথম গেটই অনেকটা দূরে। পাহারাওয়ালারা তো তোমার লক্ষ্যস্থল নয়। তোমরা অন্য ভাবে চিন্তা কর। হেডারিক প্রাগ-বার্লিন হামেশাই করেন। কখনও কখনও সপ্তাহে তিনদিন। বিমানে যাতায়াত করেন কিন্তু বেশীর ভাগ সময় ট্রেনই পছন্দ করেন। এদিকটা তোমরা ভেবে দেখো। সারা রেলপথে পাহারা বসানো নিশ্চয়ই সম্ভব নয়।

একটু থেমে বীয়ার পাত্র শেষ করে সাফারিক হেসে বলেন,

—হাজস্কী আমার বন্ধু। তোমাদের সাহায্যে লাগলে আমি খুবই খুশী হবো। তাছাড়া আমিও খবর বার করবার চেষ্টা করবো। তবে তোমাদের মত চেষ্টা চালিয়ে যাও। কোনো সময় ধৈর্য হারাবে না। অকারণে শহীদ হবার চেষ্টা কোরো না।

জান্ কুবিশ মিষ্টি এক টুকরো হেসে বলে,

—আপনি আমাদের কতটা অপরিণত মনে করেন আপনি জানেন। কিন্তু এই শত্রুকে আমরা নিধন করবোই। শহীদ হবার ইচ্ছে আমাদের নেই। তবে দেশের স্বার্থে জীবনের ঝুঁকি নিতেই আমরা এসেছি। আমরা খতম হয়ে যেতে পারি—এ প্রস্তুতি আমাদের আছে। কার সঙ্গে আমরা মোকাবিলায় নেমেছি সে সম্পর্কে আমরা সচেতন। তাই সামান্য খুঁটিনাটিতে আমাদের আগ্রহ। সুযোগ আমরা একবারই পাব। আমরা নিশ্চিত হতে চাই।

একটু থেমে জান্ আবার বলে,

—কিছুদিন আগে হেডারিক এখানকার এক অপেরা হাউস-এ এসেছিলেন। ভদ্রলোক সঙ্গীতরসিক। মোজার্ট শুনতে এসেছিলেন। একটা বড় রকমের সুযোগ আমরা হারিয়েছি। তাই প্রতিটি খুঁটিনাটি আমাদের দরকার। হেডারিকের গতিবিধি সম্পর্কে আপনি যেটুকু খবর পাবেন সেটুকু হয়তো আমাদের কাজে আসবে।

প্রৌঢ় সার্ফারিক বহু পুরাতন 'সোকোল' কর্মী। জান্ আর যোসেফকে বুঝতে পারেন। এই দুই যুবার অবিশ্বাস্য সাহস আর কর্তব্যে অবিচল নিষ্ঠায় মুগ্ধ হন। শুধু বললেন,

—আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। তোমরা পারবে। জয়ী তোমাদের হতেই হবে।

সপ্তাহটাই ওদের সার্ভে করতে গেল। যোসেফ আর জান্ সাইকেলে ঘুরছেই। পথে তিনদিন মার্সিডিস-এর সাক্ষাৎ ওরা পেয়েছে। সে এক অসম্ভব ব্যাপার। অকারণে শহীদ হবার সুযোগ পাওয়া যেতে পারে কিন্তু হেডারিক-এর ধারে কাছে পৌঁছনো দুঃসাধ্য। সাইকেলে যেতে যেতে যোসেফ পথের দুধারে পছন্দসই আত্মরক্ষা ও পলায়নের কভার খুঁজছে। স্টেন থেকে অবিশ্রান্ত বুলেট পাম্প করলে দ্রুতগামী মার্সিডিস কী রেহাই পাবে! জান্ কুবিশ চিন্তা করে স্মিথ-ওয়েসন বা কল্ট্ রিভালবার চালানোর মত অব্যর্থ ক্লোজ রেঞ্জ পাওয়াই যাবে না। বরং গ্রানেড বা পুরু স্টীলের বডির চাদর ফুটো করতে পারে এমন এ্যান্টি ট্যাঙ্ক বিস্ফোরক হয়তো কাজের হতে পারে।

আবার সাইকেল। আবার পথ পরিক্রমা।

ওদিকে কাজ এগিয়ে চলেছে।

'লিবুসে'-র মাধ্যমে জিনদ্রা লণ্ডনে চেক হেডকোয়ার্টার্স-এ খবর পাঠান। আরও ট্রান্সমিটার আরও রিসিভিং স্টেশন খোলা দরকার।

প্রতিরোধ বাহিনীর হাতে আরও অনেক অস্ত্রশস্ত্র দরকার। আরও বেশী প্যারাস্যুটে কমাণ্ডোদের পাঠানো হোক। নির্ভরযোগ্য নানা জায়গার অনেক ঠিকানা দিয়ে জিনড্রা লণ্ডনে খবর পাঠান। মিসেস ক্রুপকা-র মাধ্যমে ভালচিক প্রাগে জিনড্রার কাছে সংবাদ পাঠায়—লণ্ডন অবিলম্বেই জিনড্রার অনুরোধ রক্ষা করবে।

সাইকেলে ওরা দুজনে ঘুরছেই। একটা নতুন কিছু ওরা আবিষ্কার করেছে কয়েকদিনে। পানেনসকে ব্রেজানি থেকে হ্রাডকানী ক্যাসেল্-এ আসার সময় সোজা রাস্তায় মার্সিডিস গতিবেগ অনেক বাড়িয়ে দেয়। স্পীড থাকে হয়তো নব্বই থেকে একশো মাইল। পেছনের ভারী বড় জিপ মাঝে মাঝে থাকে না। থাকলেও মার্সিডিস-এর গতিবেগের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। পিছিয়ে পড়ে। পনের সেকেণ্ড থেকে প্রায় আধ মিনিট মার্সিডিসকে হাতে পাওয়া যায়। সামান্য কয়েক মুহূর্তে বিদ্যুতের ঝলকানীর মত অতর্কিত আক্রমণ কতটা সাফল্য লাভ করবে!

ওরা দুজন সাইকেল থেকে নেমে পড়ে। নির্জন চওড়া রাস্তার দুপাশে বিরাট বিরাট গাছ। দ্রুত ধাবমান গাড়ি ছাড়া সাধারণ পথচারী চোখে পড়ে না। যোসেফ-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে জান্ বলে,

—রাস্তার দুপাশ এখানে প্রায় সর্বত্রই উঁচু। আক্রমণ চালানোর পক্ষে চমৎকার। গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে মার্সিডিস-এর ওপর স্টেন চালালে আমার মনে হয় শিকার ফস্কে যাবার আশঙ্কা নেই।

—কিন্তু নিজেদের আত্মরক্ষা করা কঠিন। আমরা হয়তো পালানোর সুযোগ পাব না। আমার মাথায় একটা নতুন পরিকল্পনা এসেছে। আমি ভাবছি রাস্তা কভার করে দুপাশের গাছের সঙ্গে যদি শক্ত মোটা স্টীল তার বেঁধে রাখি তবে ঐ বাধার সামনে নব্বই মাইল স্পীডে মার্সিডিস নিশ্চয়ই বড় রকমের একটা কাণ্ড ঘটাবে।

—মার্সিডিস ভারী গাড়ি। তবে ওভাবে প্রচণ্ড একটা দুর্ঘটনা ঘটানো সম্ভব। আরোহীরা প্রাণ হারাতে পারে। সম্পূর্ণ ভরসা

করা যায় না। কিন্তু তোমার এই পরিকল্পনা হেডারিক-এর ব্যাপারে প্রয়োগ করা চলে না।

—ষোল আনা নিশ্চিত হতে চাও?

—নিশ্চয়ই। সুযোগ আমরা একবারই পাব। তবে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা চলে না অন্য কারণে।

—তুমি কী ভাবছো?

—পুরো ব্যাপারটাই একটা মোটর দুর্ঘটনার মত শোনাবে। দুর্ঘটনায় হেডারিক নিহত হলে তার বিশেষ কোনো রাজনৈতিক তাৎপর্য থাকবে না। কিন্তু এই অকল্পনীয় নিষ্ঠুর নাৎসী নেতাকে আমরা যদি হত্যা করতে পারি তবে গোটা দেশের মানুষের সংগ্রামী চেতনাকে আশ্চর্যরকম জাগিয়ে তুলতে পারবো। দিকে দিকে প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু হবে দ্বিগুণ উৎসাহে। জর্মন শক্তি অপরাজেয় —এই মিথ্যে ধারণা মানুষের মন থেকে অনেকটা সরে যাবে। জনসাধারণের মধ্যে নিদারুণ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। হেডারিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালে তার কোনো রাজনৈতিক তাৎপর্য থাকে না। দেশবাসীকে বোঝাতে হবে চেক প্রতিরোধ বাহিনী জর্মনদের বিরুদ্ধে লড়ছে। হেডারিক দেশের সংগ্রামী সেনাদের হাতে প্রাণ দিয়েছে।

দিনের পর দিন ওরা শুধু ঘুরেছে। পছন্দ মত জায়গা খুঁজতে দুজনে সাইকেলে চেপে গেছে অনেক দূর। হঠাৎ সেদিন হোল-সেভিসের কাছেই জায়গাটা ওরা যেন কুড়িয়ে পেল। হারানো মানিকের সন্ধান পেয়ে হৈ হৈ করে উঠলো। রুডে আরমাডে সড়কের সামনে ভাল্টাভা নদীর ওপরে ট্রোজা ব্রীজে ওঠবার আগে—একটা সার্প হেয়ারপিন বেণ্ড। বাঁক নেবার আগে এখানে কয়েক সেকেণ্ড মার্সিডিসকে এক রকম থামাতেই হবে।

সাইকেল থেকে নেমে জান্ বলে,

—এর চেয়ে ভাল জায়গা তুমি পাচ্ছো না।

—এটা আমাদের আগে নজরে পড়ে নি কেন?

—একদিকে পাহাড়ী পথ। চওড়া রাস্তার দু'পাশে বাড়ি। অনেকগুলো রাস্তা এখান থেকে বেরিয়েছে। এ জায়গার তুলনা নেই। ট্রাম লাইনের সুবিধা অসুবিধা তুমি দুটোই পাচ্ছো।

—সাইকেল নিয়ে পালানোর কী অপূর্ব সুযোগ।

সাইকেলে হেলান দিয়ে ওরা অনেকক্ষণ দেখলো। প্রত্যেকটা গাড়ি বাঁক নিতে গিয়ে প্রায় দাঁড়িয়ে পড়ছে। ট্রাম লাইন প্রায় হাত দশেক দূর দিয়ে গেছে। ওপর থেকে যে ট্রাম আসবে সেটা আরও তফাতে। ট্রাম স্টপেজটাও কাজে লাগবে।

জান্ ভাবে মার্সিডিসের পেছনের সিটে গ্রানেড চালিয়ে দেওয়া খুব কঠিন কাজ নয়। যোসেফ চিন্তা করে স্টপেজ থেকে দু'পা এগিয়ে পুরো বাঁকটায় মার্সিডিস-এর ওপর স্টেন চালানো মোটেই শক্ত কাজ নয়।

উৎসাহের আর শেষ নেই। প্রাণপ্রাচুর্য ওদের অফুরন্ত। হাজস্কীকে ওরা জায়গাটা দেখাতে নিয়ে এলো। বিচক্ষণ মানুষ হাজস্কী। সামান্য ত্রুটি থাকলে বেঁকে বসেন। চারদিক ভালভাবে দেখে নিয়ে সহাস্যে মন্তব্য করেন,

—সাবাস! অপূর্ব জায়গা। আমি তোমাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। পালানোর রাস্তাও এখানে বিস্তর। তাছাড়া তোমাদের গতিবিধি সন্দেহের উদ্রেগ করবে না। সাইকেল তফাতে রেখে ট্রাম স্টপেজে দাঁড়িয়ে তোমরা হেডারিকের অপেক্ষা করতে পার। সকালে এই জায়গায় অফিস যাত্রীদের সঙ্গে তোমরা মিশে যাবার সুযোগ পাবে।

জানের প্রচণ্ড উৎসাহ অ্যানা মোলিনোভার কাছে এসে কিছুটা যেন ধাক্কা খেল। জর্মনদের সে ঘৃণা করে। সে বিপ্লবীদের একজনই ঘটানো...লে। তবু শূন্য জীবনে জান্‌কে ঘিরে কিছুদিনের এই সঞ্চয় বুঝি

দলে-পিষে যাবে আগামী দিনে। সেই দুঃসহ দুঃখের পদধ্বনির যেন আশঙ্কা করে অ্যানা।

—জানি তোমার খারাপ লাগবে তবু আমি সম্পূর্ণ একমত হতে পারি না। হেডারিক-কে তোমরা মারতে পার কিন্তু আবার নতুন একজন নিষ্ঠুর জর্মন শাসক আসবেন। সে নাৎসী নেতা আরও নিষ্ঠুর হবেন কী না তুমি বলতে পার না। কিছুদিন থেকে এই কথা ভাবছি।

অ্যানার কথায় জান কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ তাকিয়ে থাকে। এক টুকরো মিষ্টি হেসে বলে,

—তুমি ভালই জানো অ্যান। এ সিদ্ধান্ত আমাদের নিজেদের নয়। রাইনহাড হেডারিক-কে সরিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত বিদেশে চেক সরকারই গ্রহণ করেছে। আমরা মনে করি চেকোশ্লোভাকিয়াকে ধ্বংস করবার, জাতি হিসাবে বিলুপ্তি ঘটানোর এত বড় নির্মম ষড়যন্ত্রকারী তৃতীয় রাইখ্যের হাতে আর নেই। আমি জানি তুমি আমার কথা ভেবে এসব বলছো। আমার নিরাপত্তার কথা ভাবছো। কিন্তু যেখানে গোটা দেশ আজ রক্তাক্ত সেখানে তোমার আমার নিরাপত্তার কোনো সুযোগ নেই।

অ্যানা একদৃষ্টে জানের দিকে তাকিয়ে থাকে। জান্ পাশে এসে বসে। অনেকক্ষণ কোনো কথা হয় নি। ওরা দুজন চুমু খেলো অনেকক্ষণ ধরে।

বাড়ি ফিরে মারী মোরাভেকের কাছেই জান্ প্রথম শুনলো। ভালচিক প্রাগে এসেছে। পারতুবিশে সে আর ফিরবে না। অল্পের জন্যে সে গেস্টাপোর হাতে ধরা পড়ে নি। হোটেলে হোটেলে সার্চ হচ্ছিলো। নামের সঙ্গে পরিচয়পত্রের আর পেশায় গুরুতর অসঙ্গতি নাকি ধরা পড়ে। স্থানীয় পুলিস গেস্টাপোকে জানায়। ভালচিক ততক্ষণে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে। প্রাগে পৌঁছে জিনদ্রার সঙ্গে দেখা করে। জিনদ্রা ভালচিককে প্রাগেই থাকতে বলেছেন। গেস্টাপো

ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছে ভালচিককে ধরে দিলে পুরস্কার মিলবে হাজার ক্রাউন।

যোসেফ ক্ষোভের সুরে বলে, 'ভালচিক সামান্য কাগজপত্র ঠিক রাখে নি।'

মারী মোরাভেক আপন মনে বলেন, 'লুকিয়ে রাখা প্যারাসুট মাটির তলা থেকে উধাও হওয়ার সঙ্গে হঠাৎ হোটেলে হোটেলে সার্চ হবার যেন একটা যোগসূত্র পাওয়া যাচ্ছে।

ট্রোজা ব্রীচের মুখে সুন্দর বাঁকটা খুঁজে পাবার আনন্দ-সুখ অনেকটা যেন নিষ্প্রভ হয়ে গেল জান্ আর যোসেফের।

প্রাগের বিপ্লবী ফ্রন্টের নির্দেশে প্যারাসুট ড্রপিং হলো মার্চের শেষে। পারছুবিশের 'লিবুসে' স্টেশনে লণ্ডন থেকে খবর এলো। তার ক'দিন পর প্রাগে এলো আর্নেস্টো মিক্‌স। জিনদ্রার ঘর। সবাই মিলে গোল হয়ে বসা। এখন আর পরিচয় বিভ্রাটের আশঙ্কা নেই। জান্ আর যোসেফ মিক্‌সকে জানে বিলক্ষণ। বক্সারের মত চেহারা। মিক্‌স অনেকদিন স্কটল্যাণ্ডের ট্রেনিং সেণ্টারে ছিল।

লেফটেনাণ্ট পেচাল আর গিরিককে নিয়ে ওদের তিনজনের এক কমাণ্ডো পরিত্যক্ত খামারে নেমেছিলো প্রথমে। আগেই আসার কথা ছিল কিন্তু প্রচণ্ড কুয়াশায় কিছু বুঝে উঠতে না পেরে তারা একবার এসেও লণ্ডনে ফিরে যায়। ভারী ট্রান্সমিটার খড়ের গাদায় লুকোতে খুব একটা অসুবিধে হয় নি। ওপর থেকে নির্দেশ আছে মোরাভিয়াতে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তোলাই হবে এই কমাণ্ডো গ্রুপের কাজ। পরে 'লিবুসে ছুই' সেশন খোলা হবে। কোনো রকম ঝুঁকি না নিয়ে দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে থাকা। ধীরে ধীরে প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তুলতে হবে। জর্মনদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী গেরিলা যুদ্ধ চালাতে হবে।

সকালে ওরা তিনজন খামার ছেড়ে রওনা হয়েছে। যতটা পেরেছে রসদ তারা সঙ্গে নিয়েছে। পেচালের সঙ্গে ব্যাগ ভর্তি চেক ব্যাঙ্ক নোট। মিক্‌স সঙ্গে নেয় খাবার। গিরিক পোর্টেবেল রেডিও ট্রান্সমিটার বহন করছিল। পথে কোনো অসুবিধা হয় নি। এদিকটায় জর্মন সেনাদের দাপট কম। দূরে দূরে বসতি। একটা বড় গ্রাম ওরা অতিক্রম করে এলো। হঠাৎ পেচালের প্রথমে চোখে পড়ে। বেশ কিছুটা এসে এক সাইনবোর্ড দেখে ওরা তিনজনে এক রকম বসে পড়ে। জায়গাটার নাম—গবেলি। এ তো শ্লোভাকিয়ার অঞ্চল। মোরাভিয়া মোটেই নয়। ক'বছর আগে জর্মনী চেক মূল ভূখণ্ড থেকে শ্লোভাকিয়াকে বিযুক্ত করে দিয়েছে। সীমান্তে যথারীতি বর্ডার গার্ড। নিয়মিত কাস্টমস চেকিং। পৃথক রাষ্ট্রের হাজারো রকম নিষেধাজ্ঞা। বোঝা গেল ভুল জায়গায় প্যারাসুট ড্রপিং হয়েছে। কিন্তু বর্ডার অতিক্রম করতেই হবে। ভাববার কোনো সুযোগ নেই।

শুরুতেই ওরা বিপদের মধ্যে পড়েছে। রক্ষীরা দেখেছে। তাড়াও করেছিল কিন্তু পারে নি। ওরা প্রথমে জঙ্গলে এসে আশ্রয় নেয়।

জঙ্গলে বসে ওরা প্ল্যান তৈরি করে। এক সঙ্গে তিনজনের পক্ষে শ্লোভাকিয়ার বর্ডার অতিক্রম করা হয়তো অসম্ভব হবে। লণ্ডন থেকে দেওয়া বুচলোভিসের ঠিকানায় আলাদা আলাদা ভাবে পৌঁছনো দরকার। বুচলোভিসেতে এক ছোট ব্যবসায়ী স্টকমান। বিশ্বাসযোগ্য দেশপ্রেমিকদের তালিকায় তার নাম আছে। শ্লোভাকিয়া-র বর্ডার অতিক্রম করে বুচলোভিসে পৌঁছে যাওয়া অনেক সোজা। জঙ্গলে থেকে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। রক্ষীরা যদি বড় রকমের তালাশে নামে তবে আত্মরক্ষা করা কঠিন হবে।

পেচাল থেকে গেল। মিক্‌স আর গিরিক জঙ্গল থেকে বেরিয়ে হাঁটা পথ অতিক্রম করে ট্রেনে চেপে এলো বুচলোভিসে। সম্পূর্ণ নিরাপদে গোটা পথটা ওরা অতিক্রম করলো। অবস্থা দেখে মনে

হলো পেচাল অনায়সেই সঙ্গে আসতে পারতো। খোঁজ করে দোকানের পাত্তা করা গেল কিন্তু স্টকমানকে পাওয়া গেল না। কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে তিনি চালান হয়ে গেছেন বছরখানেক আগে। স্টকম্যানের মায়ের সঙ্গে কথা হয়। মিক্‌স আর গিরিক নিজেদের আসল পরিচয় দিয়ে আশ্রয় চেয়েছে। বৃদ্ধার যেন বাকরোধ হয়। বিস্ময়, ভয় আর ত্রাসের সে বড় করুণ অভিব্যক্তি,

—আমার আরও দুই ছেলে-মেয়ে আছে। তোমাদের জায়গা দিলে জর্মনরা আমাদের সবাইকে গুলি করে মারবে। সংসারের ওপর আমার এ ক-মাসে বহু ঝড় বয়ে গেছে। তোমরা অন্যত্র যাও। আমাদের রেহাই দাও।

মিক্‌স আর গিরিকের কোনো যুক্তিই গ্রাহ্য হয় না। বিকারগ্রস্থ রোগীর মত বৃদ্ধার অসংলগ্ন কাতরোক্তি চলতে থাকে।

মেয়ে যদি বা রাজী হয় মায়ের কান্নার আর শেষ নেই। নিরুপায় মেয়ে শেষে অন্য একটা ঠিকানা দিল। কিছুটা যেন অপরাধী। অপ্রস্তুতের সুরে মেয়েটি বলে,

—এক বছর ধরে আমাদের বাড়িতে যা হয়ে গেছে তাতে মায়ের মাথার ঠিক নেই। আপনারা আমাদের মাপ করবেন। ক্ষমা করবেন আমাদের। তবে সাময়িক ভাবে আপনাদের থাকবার একটা ঠিকানা দিতে পারি। যতদূর জানি তিনি আপনাদের সাহায্য করতে রাজী হবেন। দুটো রাস্তা ছেড়ে বাঁ দিকের প্রথম বাড়ি। আপনারা হলসেন কাকাকে যোগাযোগ করুন। আমার বিশ্বাস আশ্রয় তিনি ঠিক করে দেবেন।

বিকল্প কোনো রাস্তা নেই। রাজী হতে হয়। গিরিক আর মিক্‌স বেরিয়ে পড়ে।

খোঁজ করে করে হলসেন-এর বাড়িতে এসেছে ওরা। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। প্রচণ্ড সন্ত্রাসের মুখে হলসেন-এর দেশপ্রেম উড়ে গেছে। আশ্রয়ের কথা বললে আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন,

—ক্ষেপেছেন মশাই। আপনারা আমার এখানে থাকবেন। অযথা সময় নষ্ট না করে অন্যত্র দেখুন। আপনারা বলছেন প্যারাসুটে এসেছেন। আমাকে মশাই গুলি করে মারবে।

অনেক অনুযোগ আর অনুরোধের পর ভদ্রলোক শুধু ট্রান্স-মিটারটা রাখতে রাজী হন। মিক্স বলে—

—আমাদের একজন সাথী পেচাল হয়তো খোঁজ করে করে আপনার এখানে আসবে। আমরা জঙ্গলে এখন আশ্রয় নেব। রোজ একবার পেচাল-এর খোঁজ করতে আসবো।

পেচাল আর আসে নি। একটার পর একটা অঘটন তাকে তাড়া করে নিয়ে চলে। পেচালের মা বাবা থাকেন ভ্রেসোভিসে। মিক্স আর গিরিক মনে মনে ভাবে পেচাল হাওয়া বুঝে ভ্রেসোভিসেতেই চলে গেছে।

আসলে হতভাগ্য পেচাল ঘুমিয়ে পড়েছিল। মিক্স আর গিরিক চলে যাবার পর জঙ্গলের ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুমিয়ে পড়েছিল ক্লান্ত শরীরে। খেয়াল যখন হলো তখন বেলা গড়িয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে সে রওনা দিল। জঙ্গল ভেঙে মোরাভিয়া সীমান্তের দিকে এগিয়ে চলে। এক হাতে ব্রিফকেস। আর একটা হাত পকেটের রিভালবারে রাখা।

—দাঁড়াও।

পেচাল থমকে দাঁড়ায়। জর্মন গার্ড অতর্কিতে ধরেছে।

—তোমার কাগজপত্র দেখি।

মুহূর্তে পেচাল বুঝে নিল সে গোলমালে পড়েছে। সে বেকায়দায়। জর্মন গার্ড যে কজন বোঝা যাচ্ছে না। এই মুহূর্তে পকেটের রিভালবার খুব কাজের হবে না। কটা রাইফেল অন্ধকারে যে তাকে ফ্রেম করেছে বোঝা মুশকিল। বিনা বাক্য ব্যয়ে পকেটের কাগজপত্র ওদের হাতে তুলে দিল।

টর্চ ফেলে ওরা কাগজ পরীক্ষা করে। পেচাল এবার আন্দাজ করলো ওরা দুজন। স্বাভাবিক সুরে বলে,

—আমি পেট্রোভ থেকে আসছি। জঙ্গল দিয়ে পথ সংক্ষেপ করছি।

—এদিকে এসময়ে কী করছেন ?

—বললাম তো। পেট্রোভ থেকে আসছি। পথ সংক্ষেপের জন্যে এই রাস্তা নিয়েছি।

পরিচয়পত্রে পেচাল-এর নাম ওলড্রিচ পেসার। এক সওদাগরী সংস্থার ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি।

যে কোনো মানুষের সন্দেহ হবে। একমুখ নোংরা দাড়ি। পোশাকে কাদার দাগ। সবটা মিলিয়ে পেশার সঙ্গে যেন কিছুতেই মেলে না।

—আপনাকে পেট্রোভ পুলিস স্টেশনে যেতে হবে।

'চলুন'—পেছনের গার্ড গর্জে উঠলো।

পেচাল নিরুপায়। দস্তুরমত সে বেকায়দায় পড়েছে। তবে বুদ্ধি খাটিয়ে একটা পথ খুঁজে নিতে হবে। পেট্রোভ পুলিস ফাঁড়িতে পৌঁছলে বিপদ আছে। যা কিছু করার এখনই করতে হবে। জঙ্গল ক্রমশ ফুরিয়ে আসছে। অনুযোগের সুরে বলে,

—ভুল একটা হয়েছে। না জেনে আইন হয়তো ভেঙেছি। আমার খুব তাড়া। আপনাদের দুজনকে হাজার ক্রাউন দিতে পারি।

—চোপরাও।

টোপটা ওরা গিললো না।

দূরে গ্রামের বাতি দেখা যাচ্ছে। জঙ্গল সত্যিই ফুরিয়ে আসছে। পেচাল আবার বলে,

—দেখুন আমি দুজনকে দু'হাজার ক্রাউন কবুল করতে রাজী আছি। আমাকে হয়রানি করিয়ে আপনাদের কী লাভ।

কাজ হলো না তাতেও।

হঠাৎ পেচাল এক কাণ্ড করে বসলো। বিদ্যুৎ বেগে ব্রিফকেস-এর এক ধাক্কায় একজনকে সরিয়ে দিয়ে পালাতে চেষ্টা করে। সন্ধানী টর্চ-এর আলো লক্ষ্য করে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গুলি করলো। লোকটা পড়ে গেল। হাতের টর্চটাও মাটিতে গড়িয়ে পড়ে জ্বলতে থাকে।

পরের গুলিটাও অপরজনকে ধরাশায়ী করে। কিন্তু ব্রিফকেসটা হাত থেকে ছুটে গিয়ে যে কোথায় গেল তার সন্ধান করা গেল না। অন্ধকারে একজন ক্রমাগত চীৎকার করছে। গুলির শব্দে গ্রামের লোকরাও বেরিয়ে পড়েছে। পিচেল আর অপেক্ষা করে না। জঙ্গল ভেঙে দৌড়তে থাকে। অন্ধকারে আহত জানোয়ারের মত প্রাণভয়ে সে মর্মান্তিক পলায়ন।

পেচাল অনেকটা পথ অতিক্রম করে এলো। একটা গাছের তলায় এসে বসে। পেছনের ভয় অনেকটা কেটে গেছে। হঠাৎ খেয়াল হলো শুধু ব্রিফকেস নয়—আসল জিনিসই সে ফেলে এসেছে। তার পরিচয়পত্র পুলিস দেখতে নিয়েছিল সে কাগজ আর তার হাতে ফেরত আসে নি। সম্পূর্ণ মুসড়ে পড়েছে পেচাল।

খবর পেয়ে ওদিকে পুলিস ফৌজ অল্পক্ষণেই পৌঁছে গেছে। গুলি খেয়ে একজন সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ হারিয়েছে। অপরজনের অবস্থাও কঠিন। ব্রিফকেস ভর্তি ব্যাঙ্ক নোট আর পেচালের পরিচয়পত্র সবই পুলিস ফাঁড়ি থেকে গেস্টাপোর হাতে চলে গেল।

একজন শুধু চিনলো সে দাবী করলো আততায়ী পেসার নয়—নাম ওলড্রিচ পেচাল মোরাভিয়ার লোক। ওট্রোক্রোভিসে ঠিকানাটাই মিথ্যে। ফোটোটা আমি দেখেই চিনেছি। এ তো পেচাল!

গেস্টাপো সঙ্গে সঙ্গে ফোন করলো। ওট্রোক্রোভিসে পুলিস স্টেশন জানালো—পরিচয়পত্রটা জাল মনে হচ্ছে। ওলড্রিচ পেসার নামে কোনো রেকর্ড নেই তাদের কাছে।

এতকাণ্ড ঘটে গেছে মিক্‌স জানতে পারে নি। পেচাল-এর জীবনের ওপর সামান্য ক'দিনে কী ঝড় বয়ে গেছে গিরিক তার বিন্দুবিসর্গ জানে না। হুলসেন-এর বাড়িতে পেচাল আর এলো না দেখে ওরা ভেবে নিয়েছিল পেচাল চলে গেছে মা-বাবার কাছে ভ্রেসোভিসে। এক আশ্রয় থেকে তাড়া খেয়ে, কোথাও কোনো ঠাঁই না পেয়ে দুজনের অবস্থাও হয়েছিল শোচনীয়। নানা দিক চিন্তা করে ওরা শেষে এলো ভ্রেসোভিসে।

পেচাল-এর ভাইয়ের কাছে গোটা ব্যাপারটা জানতে পেল। জর্মন গার্ড হত্যা করেছে পেচাল। তার মাথার ওপর এখন পুরস্কার ঝুলছে। পেচাল ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। এখন জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে।

গিরিক বলে, "লেফটেনান্ট পেচালের কাছে জঙ্গলে আমাদের পৌঁছে দিতে পারবেন?"

তরুণ যুবা মিক্‌স আর গিরিক-কে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে। লোকালয় ছেড়ে অনেকটা হাঁটা পথ। জঙ্গলের শুরু সেখান থেকে। প্রথমটা চেনাই যায় না। এক মুখ দাড়ি। নোংরা পোশাক। পেচাল-এর সে অদ্ভুত রূপ। মিক্‌স কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারে নি।

জঙ্গলে ওরা একত্রে রাতটা কাটালো। পেচাল জঙ্গল ছেড়ে যেতে চায় না। গেস্টাপোরা তার মা-বাবার ওপর কী আঘাত হানে সে দেখতে চায়। আলোচনার পর স্থির হলো ওরা দুজনে ব্রনো যাবে। গিরিক প্রাগের এক ঠিকানা জানে। ভেনসেসলাস স্কোয়ার। মিক্‌স যাবে প্রাগের উত্তরে। প্রাগে এসে মিক্‌স তার বান্ধবীকে যোগাযোগ করবে। স্টেশনে নেমে ছাড়াছাড়ি হবার আগে গিরিক বলেছে হোটেল জুলিয়াতে যোগাযোগ করতে। ওখানেই সে থাকবে। প্রাগের উপকণ্ঠে বান্ধবীর সঙ্গে মিক্‌স-এর দেখা হয়। ওখানে থেকেই প্রতিরোধ বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে মিক্‌স জিনড্রার এই গোপন আড্ডায় এসেছে। গিরিক-এর সন্ধান

সে জানে না। হোটেল জুলিয়াতে গিরিক-কে পাওয়া যাবে-কী না মিক্‌স বলতে পারে না।

জিনদ্রা বলেন, 'প্যারাস্যুট ড্রপিং জায়গা ভুল করছে বার বার। তাদের বিস্তর ঝুঁকি। অনেক অসুবিধা আমি বুঝি। কিন্তু প্রত্যেকের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণ নির্ভরযোগ্য ঠিকানা দিয়ে দেওয়া উচিত। আমার হিসেবে আর একটা কমাণ্ডো দেশে এসেছে। তাদেরও কোনো হদিস নেই। মুক্তিযোদ্ধারা এত অনিশ্চয়তার মধ্যে আসতে পারে না।

পেচালের কথা ভেবে জান্‌ মুষড়ে পড়ে। জানোয়ারের মত জঙ্গলে একা একা পালিয়ে থাকবে কদিন!

গিরিকের সন্ধান করা দরকার। যোসেফ আর জান্‌ হোটেল জুলিয়াতে গিয়ে সন্ধানের কথা বললে জিনদ্রা বলেন,

—তোমরা একসঙ্গে যাবে না। গিরিককে পাত্তা করতেই হবে। জান্‌ আর অ্যানা যাবে। জায়গাটা মোটেই ভাল নয়। দুজনে বীয়ার নিয়ে বসে গিরিকের সন্ধান করবে। তবে খুব সাবধান। মিক্‌স তুমি হোটেল জুলিয়ার ধারে কাছে থাকবে না। পেচাল সম্পর্কে এই মুহূর্তে আমি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পাচ্ছি না। দেখি কী করা যায়।

ভেনসেসলাস স্কোয়ারে হোটেল জুলিয়া চিনে আসতে ওদের কোনো অসুবিধা হয় নি। গিরিকের সন্ধান করতে গিয়ে খুব একটা চাতুরীর আশ্রয় নেবার প্রয়োজন জান্‌ বোধ করে না। হোটেলে ঢুকে বীয়ার নিয়ে বসবার কায়দাটা সে বাতিল করলো।

—কাঁচে মোড়া সুদৃশ্য শো-কেসে-র সামনে দাঁড়িয়ে তুমি বাটার দোকানের জুতো দেখো। যদি গেস্টাপো বা সন্দেহজনক কাউকে এসে পড়তে দেখো সঙ্গে সঙ্গে কেটে পড়বে। জিনদ্রাকে খবর দেবে। দুজনে ঝুঁকি নিতে যাব না।

—জিনদ্রা কিন্তু আমাকে তোমার সঙ্গে থাকতে বলেছেন।

জান্ একটুকরো মিষ্টি হেসে বলে,

—আমরা তো এক সঙ্গেই আছি।

অপেক্ষা করে না। জান্ হোটেলের দিকে এগিয়ে যায়।

খুব একটা ব্যস্ততা নেই। কোনো সন্দেহজনক লোক চোখে পড়লো না। ডেস্কে বসে প্রৌঢ় রুম ক্লার্ক কাগজ পড়ছেন। দু'তিনটে লেজার হাতের কাছেই রাখা।

জান্ মোটে দাঁড়ালোই না। সোজা গিয়ে প্রশ্ন করলো। গিরিকের সন্ধান জানতে চেয়ে বলে,

•—রুম নম্বরটা কত ?

পাতা উল্টে নিদারুণ নির্লিপ্তভাবে ভদ্রলোক বললেন,

—ছিলেন, এখন নেই। ক'দিন আগে হোটেল ছেড়ে চলে গেছেন।

—জান্ আরও জেনে নিল পাত্তা করার মত ঠিকানাও গিরিক রেখে যায় নি।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সাজানো জুতো দেখছিল অ্যানা। জান্ ফিরে এলো। মাথা নেড়ে বললো, 'কদিন আগে গিরিক হোটেল ছেড়ে চলে গেছে।'

ব্যস্ত ভেনসেসলাস স্কোয়ার। সন্ধ্যের আগেই ঘরমুখো মানুষ। কনট্রোল দরে ময়দা বেচবার দীর্ঘ লাইন। আড়ালে আবডালে ছিল এতদিন। এখন সবই প্রকাশ্যে। রঙকরা ঠোঁটে মেয়েদের ব্যস্ততাও বাড়ে বিকেল থেকেই। রেডিও সংবাদ শোনা যাচ্ছিল। জর্মন বাহিনীর অপ্রতিরোধ্য চাপের সামনে সোভিয়েট ফৌজ পিছু হটছে। শীতের আগেই জর্মন বাহিনী মস্কো জয় করবে।

প্রায় এক সপ্তাহ পর হাজস্কী এক মর্মান্তিক সংবাদ আনেন। বিশেষ কিছু বলতে পারেন না। শুধু জানান—গিরিক গেস্টাপোর কাছে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেছে। লুকোনো ট্রান্সমিটারের হদিস

দিয়েছে। ভ্রেসোভিসে-তে পেচালের বাড়ির ঠিকানা বলে দিয়েছে। পেচালের জঙ্গলের হাইড-আউটের হদিস গেস্টাপোর হাতে গেছে।

বিশ্বাসই হয় নি প্রথমে। জানা গেল স্থানীয় 'সোকোল' গ্রপ খবরটা দিয়েছে। জর্মন গেস্টাপোদের সঙ্গে নিয়ে গিরিক লুকোনো ট্রান্সমিটার দেখাতে নিয়ে যায়। তাকে বেজায় হাসি-খুশী দেখাচ্ছিলো। গেস্টাপোদের সঙ্গে তার দারুণ দোস্তি।

গিরিক শেষ পর্যন্ত স্বেচ্ছায় জর্মন গেস্টাপোর হাতে যে আত্মসমর্পণ করেছে তাতে আর সন্দেহ থাকে না।

যোসেফ উত্তেজনায় ফেটে পড়ে, 'কুত্তার বাচ্চাকে আমি গুলি করে মারবো।'

জান্ কুবিশ গিরিকের কথা ভাবছিল না। চোখের ওপর ভেসে ওঠে সেই সার্প হেয়ার পিন বেণ্ট। সেই রাস্তা। ব্রীজে ওঠার মুখে পথটা যেখানে মারাত্মক বাঁক নিয়েছে।

মিক্স কেঁদে ফেলে। গিরিক ছিল তার একই কমাণ্ডোর সাথী। গিরিক বিশ্বাসঘাতক। বর্তমান পরিস্থিতিতে পেচালের কোনো ভবিষ্যৎ নেই।

জিনদ্রা ব্যাপারটা সহজ করে নিতে চান। তবু ঠোঁটের হাসিতে প্রচ্ছন্ন অনুতাপ ছিল, 'কী অবস্থায় এটা সম্ভব হয়েছে আমি এই মুহূর্তে বলতে পারি না। কী ধরনের বিপর্যয়ের মধ্যে গিরিক তার মানসিক সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলেছে বলা খুবই কঠিন। একজন স্বেচ্ছায় সব কিছুই বলে দেয়। আর একজন জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়াই করে যায়। কোনো অত্যাচারের সামনে সে নতি স্বীকার করে না। দুটি ব্যক্তিসত্তার পৃথক দুই চরিত্রের এই ব্যবধানের প্রকৃত ব্যাখ্যা আমি পাই নি। কোনো থিয়োরী বা গাণিতিক ফর্মুলায় এটা আসে না। যাহোক্ ভরসা এই গিরিক কিছুই জানে না। আমাদের কোনো হদিসই তার জানা নেই। প্রাগে সে সম্পূর্ণ অপরিচিত।

প্রাগে আসার পর গিরিকের সমস্ত পরিকল্পনাই নাকি নষ্ট হয়ে যায়। মিক্‌স সন্দেহ করে ভেনসেসলাস স্কোয়ারে গিরিকের কোনো বান্ধবী ছিল। সেখানে সে নিশ্চয়ই বড় রকম আঘাত পায়। আশ্রয়-হীন অবস্থায় হোটেলে উঠে দ্রুত সে কপর্দক শূন্য হয়ে পড়ে। আশঙ্কা করা যায় সে জর্মন গেস্টাপোর কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। লুকোনো অস্ত্রশস্ত্রের হদিস দিতে সে বাধ্য হয়। তবে সবটাই অনুমান। কী অবস্থায়, কী পরিস্থিতিতে গিরিক গেস্টাপোর হাতে চলে গেছে বলা অসম্ভব।

হ্যজস্কী প্রতিবাদ করেন,

—গিরিক বিশ্বাসঘাতক। দেশদ্রোহী। তার অপরাধ কোনো কারণেই লঘু করে দেখবার আমি সম্পূর্ণ বিরোধী। যে কোনো কারণেই হোক প্রাগের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ তার নেই। নইলে এতক্ষণ আমরা কেউই এখানে উপস্থিত থাকতাম না। তবে জান্, যোসেফ মিক্‌স সবাইকেই আমি সতর্ক করে দিতে চাই! প্রাগেই গিরিক থাকবে। গিরিক গেস্টাপোর হয়ে কাজ করবে। পথে ঘাটে সতর্ক থাকবে। প্যারাট্রুপার্সদের গিরিক সহজেই চিনে ফেলবে। গেস্টাপোরা গিরিককে ব্যবহার করবে।

'তোমার বান্ধবীর ঠিকানা গিরিক জানতো', যোসেফ হঠাৎ যেন আর্তনাদ করে ওঠে।

মাথা নেড়ে মিক্‌স বললো, 'না।'

আধ ঘুম আর আধ জাগরণে ছিল মিলুস্কা। কানে গেলেও পাশ ফিরে শুলো। ডাকটা আবার কানে এলো। তন্দ্রাচ্ছন্ন মিলুস্কার ঘোর তখনও কাটেনি। এবার যেন আরো জোরে। স্বপ্নোত্থিতা মিলুস্কা ধড়মড়িয়ে উঠে বসে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না। এ যেন শুধু স্বপ্নই। রহস্যদ্রষ্টা শিশুর মত কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে

থাকে। বিস্ময় আর আনন্দের আশ্চর্য অভিব্যক্তি ঝরে পড়ে, ওপেলকা।

—মিলুস্কা।

'ওপেলকা', মিলুস্কা তখনও যেন বিশ্বাস করতে পারে না।

দীর্ঘ তিন বছরের ব্যবধান। দেশ ছাড়ার পর কোনো খবরই সে পায় নি। মিলুস্কা আগে ছিল কেমন রোগা। অপরিণত ছিল মুখশ্রী। শরীরটা এখন বেশ ভরা। এত ভাবগর্ভ চাউনি ওপেলকার আগে কোনোদিন দেখে নি। কথা বলতে পারে নি। এক রকম ঝাঁপিয়ে পড়েছে। হাতে গালে আর মুখে চুম্বনে চুম্বনে মিলুস্কাকে কেমন পাগল করে তোলে। নিজে যদি বা থামে মিলুস্কা আবার শুরু করে নতুন করে।

উচ্ছ্বাসের প্রথম ধাক্কার ঢেউটা প্রশমিত হলো।

'আমি ভাবতেই পারি নি আমাদের তুজনের আবার দেখা হবে,' মিলুস্কা কেঁদে ফেলে।

—তাই কী কখনও হয়!

—সত্যিই আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। মনে হচ্ছে আমি স্বপ্ন দেখছি। স্বপ্ন তো আমি হামেশাই দেখি। তোমার সম্পর্কে ভাল-মন্দে ভরা কত রকম সব ঘটনা স্বপ্নে দেখি।

—কী রকম স্বপ্ন দেখতে।

—দেখতাম সব অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা।

—খুব খারাপ স্বপ্ন!

—খারাপ স্বপ্নও থাকতো। থাক, স্বপ্নের কথা থাক। তুমি রেসিসে-তে এলে কী ভাবে?

ওপেলকা হাত তুলে বলে,

—আকাশ থেকে। কালরাত্রে এমন সময় আমি লুকিয়ে নেমেছি।

মিলুস্কার অদম্য কৌতূহল ক্রমে ভেঙে দিল ওপেলকা।

ওপেলকা শুধু একা নয়। গতকাল রাত্রে তিনজনের এক

কমাণ্ডোকে লণ্ডন থেকে চেক ভূমিতে নামিয়ে দিয়ে গেছে। লেফটেনাণ্ট এডলফ ওপেলকা গ্রুপ লীডার। জর্মন শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলবার এরা আর এক দল। ওপেলকার বয়স ত্রিশের বেশী নয়। চওড়া কপাল। সুদর্শন। পাঁচজন থেকে ওকে সহজে আলাদা করা যায়। লণ্ডনে বিশেষ সামরিক প্রশিক্ষণ বৃটিশ অফিসারদের কায়দায় পেয়েছে। দৃঢ় চরিত্রের নির্ভিক যুবা। ওপেলকার লেখাপড়াও উঁচু মানের।

বিয়ের কিছুদিন পর মিলুস্কাকে ছেড়ে যেতে হয়। চলে যেতে হয় দেশ ছেড়েই। তিন বছর অনেক সময়। তবু ওপেলকা ভাবতেই পারে নি সে এভাবে দেশে ফিরে আসবে।

ঘুম হলো না বাকি রাত। মিলুস্কার হাজারো কথা। নানা প্রসঙ্গ। ভিনগাঁয়ে গেছেন কাকিমা। সকালেই এসে পড়বেন। ওপেলকাকে দেখে তিনি যে কী করবেন মিলুস্কা ভেবে পায় না। রেসিসের বিশেষ খবর। কে কে আর ঘর ছেড়েছে। জর্মনরা কোন সময় টহল দেয়। গাঁয়ের সন্দেহজনক মানুষের গতিবিধি সবই জানালো মিলুস্কা। বালিশের তলায় কল্ট্ রিভলবারটা নিয়ে মিলুস্কাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়ে ওপেলকা।

সকালে চা খেতে বসে মিলুস্কা জানতে চাইলো, 'তোমাদের আর দুজন?'

—ওরা আমার সঙ্গে প্রাগে দেখা করবে। আমরা প্যারাসুট মাটিতে পুঁতে যে যার মত ছড়িয়ে পড়ি। দেশের অবস্থা যে কী, কোনো খবরই তো আমরা পাই না। রেসিসে-তে আসতে আমার যে কী ভয়! কাকিমাকে পাব মনে করেছি। কিন্তু বার বার মনে হয়েছে তুমি হয়তো নেই। রুশ রণাঙ্গনের যে সংবাদ আমরা লণ্ডনে থাকতে নিয়মিত পেয়েছি সে ভয়াবহ অত্যাচার তুমি ভাবতে পার না।

—রেসিসে শহর থেকে দূরে, তাই গাঁয়ের ওপর অত্যাচার খুব

একটা এখনও হয় নি। কিন্তু অত্যাচার শহরাঞ্চলে সবচেয়ে বেশী। তবে সন্ত্রাসই মানুষকে আধমরা করে রেখেছে। শুনেছি নতুন শাসক যিনি এসেছেন তিনি আরও কড়া। বন্দী শিবিরের নাম করে যেখানে নিয়ে যাওয়া হয় সেটা নাকি ভয়ঙ্কর এক বধ্যভূমি। তোমার দুই বন্ধু ওরাও কী রেসিসে-তে নেমেছে।

—এখান থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে আমরা কাল রাত্রে আকাশে ভেসেছি। রাতটা লুকিয়ে থেকে ভোরেই ছাড়াছাড়ি হয়ে যাই। আমরা প্রাগে গিয়ে এক গোপন ঠিকানায় মিলিত হব।

—তোমাকে প্রাগে যেতে হবে।

সশব্দে চায়ের পাত্র নামিয়ে রেখে ওপেলকা মিলুস্কাকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'নিশ্চয়ই।'

—কবে যাবে?

—আমি পরশু কাটবো।

—সে কী!

—ওরা পৌঁছে যাবে। তাছাড়া আমি তো এখানে কাজ করতে এসেছি। খুবই জরুরী দায়িত্বপূর্ণ ব্যাপারে। সব কথা তোমাকে বলে লাভ নেই।

মিলুস্কার চোখে বিস্ময়রেখা ভেঙে পড়ে, 'পরশু তুমি চলে যাবে!' চুপ করে গেল ওপেলকা। মিলুস্কার মনের অবস্থা বুঝতে পারে। জীবনের সমস্ত চাওয়া পাওয়া সব সময় যুক্তিগ্রাহ্য নয়।

লণ্ডনের দেওয়া ঠিকানা মিলিয়ে প্রেসও খুঁজে পাওয়া গেল। মালিক লাজনে বেলোরাড ঘরেই ছিলেন। লাল ভারী পুলোভার পরা বৃদ্ধ মানুষটি শেলের চশমা খুলে ওপেলকার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন। মাথা একটু হেলিয়ে বলেন, আমি আপনার কোনো

কথাই শুনবো না। এই মুহূর্তে আপনি যদি প্রেস ছেড়ে না জান আমি পুলিসে খবর দিতে বাধ্য হব।'

ওপেলকা প্রমাদ গোনে। সবিস্ময়ে বলে, লিবুসে স্টেশন মারফত আপনাকে কেউ জানায় নি ?

'লিবুসে' স্টেশনের নাম করতেই ভদ্রলোক যেন চমকে উঠলেন। মুহূর্তে চোখমুখের চেহারা বদলে যায়। আশ্চর্য পরিবর্তন। হেসে বললেন,

—বসুন। আপনাদের নেটওয়ার্ক এখনও দুর্বল। কোনো খবরই আমি পাই নি। ভুলে যাবেন না আমি একটা প্রেস চালাই। নজর আমার ওপর থাকবেই।

—আপনি আমাকে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিন।

—আপনি কোথায় যেতে চান ?

—আমি জিনদ্রার কথা বলছি।

জিনদ্রার সেই ঘর। ওপেলকাকে ঘিরে গোল হয়ে বসা। পরিচয় দেওয়া নেওয়ার শেষে ওপেলকা লণ্ডন থেকে জরুরী প্ল্যান সবার সামনে রাখে। জিনদ্রা লক্ষ্য করে ওপেলকার নেতৃত্ব করবার যোগ্যতা আছে। সহজভাবে নিজের বক্তব্য সুন্দরভাবে রাখতে জানে।

ওপেলকা বলে চলে—

—লণ্ডন থেকে আমি চেক হেড-কোয়ার্টার্সের বিশেষ বার্তা নিয়ে এসেছি। এটাকে আমরা বড় রকমের ধ্বংসাত্মক কাজ বলতে পারি ! স্কোড়া আর্মস ফ্যাক্টরীতে বিপুল অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করে জর্মনরা তাদের রণসম্ভার বাড়াচ্ছে—আমরা সবাই জানি। আমাদের কাজ হবে ঐ কারখানা অকেজো করে দেওয়া। চেক হেডকোয়ার্টার্স এ সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে পিলসিন-এ এসে আক্রমণ চালিয়ে হেভী বোম্বারের পক্ষে আবার অন্ধকারে ফিরে যাওয়াতে বিস্তর ঝুঁকি। তাছাড়া ভুল জায়গায় বোমাবর্ষণের আশঙ্কা।

থেকে যাচ্ছে। অতিরিক্ত আকাশ পরিক্রমার মত যথেষ্ট পেট্রোলের অভাব ঘটতে পারে। তাই আপনাদের কাছে অনুরোধ আকাশ থেকে যাতে সহজেই স্কোডা ফ্যাক্টরী চেনা যায় তার ব্যবস্থা প্রতিরোধ বাহিনীকে করতে হবে। ঠিক হয়েছে স্কোডা ফ্যাক্টরীর দুদিকে লণ্ডনের সিগন্যাল পেয়ে আমরা আগুন জ্বালাবো। বোমাবর্ষণ সফল হবে। ফ্যাক্টরীর আমরা বিস্তর ক্ষতি করতে পারবো।

'আমরা রয়েল এয়ার ফোর্সের এই অভিযানের সঙ্গে থাকতে চাই না', জান্ মন্তব্য করলেন।

বিচক্ষণ জিনদ্রা ব্যাপারটা বোঝালেন। সংগ্রাম দীর্ঘ। আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছোনোর সহযোগী সমস্ত শক্তিকে আমরা কাজে লাগাবো। স্কোডা ফ্যাক্টরী ধ্বংস করলে জর্মনদের প্রভূত ক্ষতি। এইটাই আমাদের সব চেয়ে বড় লাভ। আজ বিদেশী এই শক্তির বিরুদ্ধে যাকে আমরা সঙ্গে পাব আমরা তাদের সঙ্গে আছি। আমি এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ সমর্থন করি।

প্রবীণ হাজস্কী বললেন,

—এটা হবে বড় রকমের আঘাত। আমি ওপেলকার প্রস্তাব খুবই যুক্তিপূর্ণ মনে করি।

কয়েক দফা আলোচনা চলে। ওপেলকা দক্ষতা নিয়ে জিনদ্রার সঙ্গে বসে প্ল্যান করে। স্কোডা অপারেশনে কার কী ভূমিকা থাকবে স্থির হয়। কমাণ্ডোর অন্য একজন ইতিমধ্যে এসে পৌঁছেছে। জিনদ্রার কাছে নাম শুনে ওপেলকা খুশী হয়।

সার্জেণ্ট মেজর কারেল কুর্ডাকে আমি বিলক্ষণ চাই। স্কোডা অপারেশনে তাকে পেলে ভালই হয়। আপনি তাকে প্রাগে আনান। কুর্ডা এত তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করে এসে পড়বে আমি ভাবতে পারি নি।

স্থির হলো জান্ কুবিশ ও যোসেফ গাবচিক থাকছে। থাকবে ওপেলকা আর ভালচিক। অ্যানা মোলিনোভাকে জিনদ্রা সঙ্গে নিতে

বলেন। আটা মোরাভেক সার্জেণ্ট মেজর কারেল কুর্ডাকে প্রাগে নিয়ে আসবে।

একটা মিশ্রিত অনুভূতি নিয়ে জান্ আর যোসেফ বাড়ি ফিরেছে সেদিন। অনেক কিছুর পরিবর্তন হয়েছে কদিনে। মারী মোরাভেক পরিবার ছেড়ে অন্য জায়গায় ওদের দুজনকে আশ্রয় নিতে হয়। গিরিকের বিশ্বাসঘাতকতা হঠাৎ সবাইকে বিপাকে ফেলেছে। জান্ ও যোসেফের নতুন আস্তানাটাও মন্দ নয়। মারী মোরাভেকের কথা স্বতন্ত্র আর বৃদ্ধ ওগোউন বেশ লোক।

অনেক রাত। যোসেফ বলে, 'জিনদ্রা আমাদের বিশেষ কাজের ব্যাপারে খুব যেন আগ্রহী নন। হয়তো ভয় পান।'

জান্ কুবিশ বিছানায় শুয়ে মন্তব্য করে, 'সমর্থন থাকলেই যথেষ্ট মনে করবো। কাজটা আমাদের দুজনের। কাল সাফারিকের সঙ্গে একবার যোগাযোগ করবার চেষ্টা করা দরকার। ভদ্রলোকের সঙ্গে বসে কিছুক্ষণ আলোচনা করলেও আমরা অনেক কিছু জানতে পারি।

জিনদ্রা ওপেলকার সঙ্গে একা বসে অনেক কিছু আলোচনা করেছেন সেদিন। পিচেল-এর জন্যে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে সেই তাঁর চিন্তা। জান্ আর যোসেফের বিশেষ কাজের দায়িত্বের কথা তুলে তাদের অতিরিক্ত তারুণ্যের জন্যে সংশয় প্রকাশ করেন।

ওপেলকাকে পছন্দ করেন জিনদ্রা। লক্ষ্য করেন যুবা খুবই যুক্তিবাদী। শুধু জর্মন বিরোধী উৎকট দেশপ্রেমে আচ্ছন্ন নয়। রাজনীতির বিস্তর খবর রাখে। রুশ রণাঙ্গনে জর্মনদের কেন দস্তুর মত নাজেহাল হতে হচ্ছে তার সামরিক ব্যাখ্যা ছাড়াও ওপেলকার রাজনৈতিক উপলব্ধি তাৎপর্যপূর্ণ। নানা কথাই চিন্তা করেন জিনদ্রা। প্রতিরোধ সংগ্রামীদের রাজনৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন। শুধু বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ক্রোধই সফল মুক্তিসংগ্রামকে গতি দিতে পারে না। ওপেলকা-র মত রাজনীতিতে বিচক্ষণ সাহসী যুবার আজ বড় প্রয়োজন। গিরিকের কথা মনে হয়। এ ধরনের একজন কর্মীকে

দেশে পাঠানোর কোনো যুক্তি নেই। মনে হয় সামরিক প্রশিক্ষণ ছাড়া কোনো কিছুই শেখানো হয় নি। অনায়স জীবনে অভ্যস্থ যুবা প্রাগে এসে নিজেকে অসহায় মনে করেছে। চারদিকের জর্মন শাসনের প্রচণ্ডতায় সে নিশ্চয়ই তার মানসিক শক্তি হারিয়ে ফেলে। এ এমন একটা পরিস্থিতি। একটার পর একটা ভুল করে চলে।

একা ঘরে ফিরে বিছানায় শুয়ে অ্যানা স্কোডা অপারেশনের একজন হতে ভয় পায় না। আজ সেই জায়গাটা জানের সঙ্গে গিয়ে নিজে দেখে এসেছে। সেই বাঁকটা। মার্সিডিসকে যেখানে প্রায় থামতে হবেই। জান্ আর যোসেফের শেষ পর্যন্ত কী হবে তাই ভেবে বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করে।

হাজস্কী বিছানায় শুয়ে নিষিদ্ধ বেতার শোনেন। রেডিওর নিষিদ্ধ স্টেশন ধরা মানুষটির যেন নেশা। পাল্টা মারের সামনে নাৎসী সেনারা দস্তুর মত বেকায়দায় পড়েছে। যুদ্ধের কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েন বৃদ্ধ হাজস্কী।

ছেলের জন্যে এতটুকু চিন্তা করেন না মারী মোরাভেক। জঙ্গলে পেচাল কী অবস্থায় আছে সেই কথা বার বার মনে আসে।

ঘরে ফেরে নি শুধু একজন। আটা মোরাভেক ট্রেন ধরে প্রাগ ছেড়ে গেছে অনেকক্ষণ। গাড়ির গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মনের উত্তেজনা তাঁর বাড়ছিল। এত বড় বিপ্লবী কাজের ভার পূর্বে সে কোনো দিন পায় নি। কৌতূহল আর উত্তেজনার ঝড় মনের মধ্যে বয়ে চলে। প্যারাট্রুপার সার্জেণ্ট মেজর কারেল কুর্ডাকে দেখতে কেমন ?

হঠাৎ জানের ঘুম ছুটে যায়। যোসেফের বিছানাটা শূন্য। ঘরে আলো জ্বলছে। জানলার ওপাশে দাঁড়িয়ে যোসেফ তার বান্ধবীর সঙ্গে গল্প করছে। মেয়েটা বেশ সুশ্রী। এত রাত্রে কী গল্প করে যোসেফ। লিবোশ্লাভাকে কী পছন্দ করে যোসেফ !!

ওপেলকার পরিচালনায় স্কোডা অপারেশনের ড্রেস রিহার্সল শেষ হলো। বিরাট এলাকা জুড়ে ওদের সারাদিন ধরে অনুসন্ধান চলে। প্রচুর খড়, বুনো আগাছা আর জ্বালানীর কোনো অভাব হবে না মনে হলো। আবহাওয়া যদি ভাল থাকে পিলসেন-এর আকাশে নির্ধারিত সময়ে বোমারু বিমান যদি ঠিক সময়ে পৌঁছতে পারে, তবে স্কোডা ফ্যাক্টরীর ওপর বোমা বর্ষণ করা খুব একটা সমস্যা হবে না। দু'পাশের বড় রকমের আগুনের আলো আকাশ থেকে স্কোডা ফ্যাক্টরী চিনে নিতে সাহায্য করবে। পুরোপুরি একটা টীম ওয়ার্ক। সময়ের হেরফের হলে সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই আগুনটা জ্বালিয়ে রাখতে হবে অনেকক্ষণ।

পিলসেন রেলওয়ে কোয়ার্টার্স-এ নিরাপদ আশ্রয় মিলেছে। বড় জায়গা পিলসেন। অনেকগুলো কলকারখানা। গুরুত্বপূর্ণ রেল স্টেশন। পাহারাও এখানে বেশী। অনেক হিসেব করে চলতে হবে। একত্রে এতগুলি মানুষের আনাগোনা সহজেই সন্দেহের উদ্রেক করবে।

আটা মোরাভেক সার্জেন্ট মেজর কারেল কুর্ডাকে ঠিক সময়ে নিয়ে এসেছে। অভিজ্ঞ যোদ্ধা পোলাণ্ডে পালানোর আগে দেশে জর্মনদের সঙ্গে লড়াই করে গেছে। একসময় সে ছিল শুল্ক বিভাগের অফিসার। ওপেলকার সঙ্গে আলাদা বসে অনেকক্ষণ কথা হয়।

তবে ওপেলকা আবিষ্কার করে মেজর কুর্ডা-র যেন চরিত্রের কিছু পরিবর্তন হয়েছে। লণ্ডনে থাকতে ব্যক্তিগত কথা বলতে শোনে নি কোনোদিন। পিলসেন-এ এসে প্রথম দিনই নিজের জীবনের অনেক কথা বলে গেল। মায়ের কথা। নিজের বাচ্চাটা কেমন হাঁটতে শিখেছে। হয়তো বহুদিন পর ঘরে ফিরে অতি নিকটের কাছের মানুষের সান্নিধ্য সাময়িকভাবে মানুষটিকে প্রভাবিত করেছে। মিলুস্কা কী সহজেই ওপেলকাকে আসতে দিতে চেয়েছিল।

জান্ কুবিশ বলে বিপদে পড়বার কোনো সম্ভাবনা আমাদের নেই। আমরা কেউই অস্ত্র বহন করছি না। বড় রকমের ধ্বংসাত্মক কাজে থাকলেও কোনো সময়ই আমাদের হাতে আপত্তিকর কিছু থাকছে না। অবশ্য আমরা যুবক—পিলসেন-এ অনেকগুলো নতুন মুখ। বুদ্ধি করে না চললে বিপদ হতে পারে।

রাত্রে ভালচিক রেডিও সেট চালু করে। লণ্ডনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করে অনেকক্ষণ। অ্যানা যোসেফের কাছে বসে লিবোশ্লাভার কথা শোনে। প্রসঙ্গটা তুলতেই জান্ হেসে বলে,

—আমি জানি। সারারাত ধরে যেদিন তুজনকে গল্প করতে দেখেছি সেদিনই বুঝেছি।

—মারী মোরাভেক এর বাড়িতে তোমরা সেদিনও তুজনে ছিলে। প্রফেসার ওগোউনের বাড়িতে গেছ খুব অল্প দিন। ইতিমধ্যে যোসেফ লিবোশ্লাভাকে ভালোবেসে ফেললো? ওই বাড়িতেই তো তুজনের প্রথম আলাপ।

জান্ হেসে বলেছে, ‘ভালোবাসা অনেকটা আধুনিক বিস্ফোরকের মত। দক্ষ সেনা প্রয়োজনে যেমন কলকব্জা ঘুরিয়ে বিস্ফোরণের সময় সংক্ষিপ্ত বা বিলম্বিত করতে পারে—প্রেমের ব্যাপারেও তাই। সময় সব সময় কমানো-বাড়ানো যায়। আমার তো কোনো সময়ই লাগে নি। দেখার সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণ।

অ্যানা চতুর চতুর হাসে। বলে, ‘এভাবে তুমি যদি তুলনা টানতে চাও তবে আমি বলবো সেনা হিসাবে তুমি খুবই আনাড়ী। তুমি তো দেখে চিনতেই পার নি আমাকে।

ভালচিকের রেডিও সেট-এ লণ্ডনের কোড ম্যাসেড এসে পৌঁছোয়। ডিসাইফার করতে তার সময় লাগে সামান্যই। নির্দেশ এলো—কাল রাত একটা পনের-তে বোমারু বিমান পিলসেন-এ আসছে। স্কোডা ফ্যাক্টরীর তু'দিকে যেন বড় রকমের আগুনের আলো উঁচু আকাশ থেকেও দেখা যায়।

চূড়ান্ত পরিকল্পনা ছকে ফেলা হলো। জান্ আর ভালচিক যাবে একদিকে। ওপেলকাকে সঙ্গে নিয়ে কারেল কুর্ডা যাবে অন্যদিকের দায়িত্বে। যোসেফ আর অ্যানা থাকবে ফ্যাক্টরী সীমানা থেকে অনেক দূরে। বোমা বর্ষণের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করবে। নিতান্তই কপাল খারাপ না হলে আবহাওয়া হয়তো ভালই থাকবে।

স্কোডা ফ্যাক্টরীতে ভারী ট্যাঙ্ক থেকে হালকা মেশিনগান সবই হয়। ক'বছর ধরেই জর্মন বিশেষজ্ঞরা এ কারখানা শুধু বাড়াচ্ছেই। সংখ্যাতীত শেডে চব্বিশ ঘণ্টার বিভিন্ন সিফট্ চালু আছে। সামরিক অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদনে গোটা ইয়োরোপের মধ্যে স্কোডা ফ্যাক্টরী অন্যতম। এই ফ্যাক্টরী ধ্বংস হলে জর্মনদের বিপুল ক্ষতি। অনেক ঝুঁকি নিয়ে এই পরিকল্পনা তৈরি। ছোট রাত, অন্ধকার থাকতে থাকতে নিরাপদে ফিরে যাবার পক্ষে ভারী বোমারু বিমানের প্রচুর ঝুঁকি।

পরদিন সময় যেন দ্রুত তালে চলে। নিজেদের বিপদাপন্ন হবার কোনো ঝুঁকি নেওয়া যাবে না। তাড়াহুড়ো করে ভুল করবারও কোনো অবকাশ নেই। প্রত্যেকে ঘড়ি মিলিয়ে নেয়। ওপেলকা বলে, 'পনের মিনিট হাতে রেখেই আমরা কাজ শুরু করবো। দু'দিকে আমরা একই সময়ে আগুন লাগাবো রাত একটায়।'

একে একে ওরা বেরিয়ে পড়ে। বিশাল বিস্তীর্ণ অঞ্চল। ছোট ছোট জ্বালানীর স্তূপ দূরে দূরে আগে থেকে করা ছিল। অল্পক্ষণের মধ্যে খড় আর জ্বালানীর পাহাড় হয়ে গেল। ওরা প্রধান সড়ক এড়িয়ে রাতের অন্ধকারে এসেছিল পেছন থেকে। গেরিলা অপারেশনের নিখুঁত পরিকল্পনা ওপেলকার। কোনো রকম পাহারা ছিল না। থাকবারও কথা নয়। গুড়ি মেরে মালভূমি পেরিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই রোকিকানি রেল স্টেশনে পৌঁছনো যাবে। তবে দুজনের ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে ওরা প্রাগ পর্যন্ত যাবে। ট্রেনের কামরাও তারা ঐ নিয়মে বেছে নেবে।

একটানা হাওয়া বইছিল। ঠিক সময়ে ওরা আগুন দিল।

ঢিমে-তালে লম্বাটে সরু একটা আগুন ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে পেট্রোল ঢালা বিরাট স্তূপে না পড়া পর্যন্ত ভালচিক আর জান অপেক্ষা করলো। ওপেলকা আর কারেল কুর্ডা ঐ একই সময় আগুন জ্বেলে পালাচ্ছে।

প্রথমটা দৌড়। এবড়ো-খেবড়ো মাঠে ধাক্কা খেতে খেতে পথ চিনে চলা। ভালচিকই প্রথম শুনেছে। বোমারু বিমানের আওয়াজ শুনতে তার কান হয়তো উৎকর্ণ ছিল। জানও এবার শুনতে পেল। উঁচু একটা মালভূমির ওপর দাঁড়িয়ে ওরা দুজনে আগুনের আলো লক্ষ্য করে।

—আগুন আমরা ঠিক সময়েই জ্বেলেছি।

—তাড়াতাড়ি চল। এলাকার বাইরে না গেলে বিপদ হতে পারে।

—আমরা সিকিউরিটি লাইনের বাইরে আছি।

—কিন্তু রেল স্টেশনে পৌছোতে আমাদের জর্মন কমাণ্ড পোষ্টের পাশ দিয়ে যেতে হবে। আগুন তারা এতক্ষণ নিশ্চয়ই দেখেছে। মোটার বাইক নিয়ে তাড়া করলে আমরা পেরে উঠবো না। কুর্ডাদের পথটা পড়বে কাছাকাছি। আমাদের অনেকটা ঘোরাপথ পাড়ি দিতে হবে।

আকাশের দিকে ফিরে তাকায় জান। বিমানের শব্দ ক্রমশ নিকটবর্তী হচ্ছে। কিন্তু কিছুই দেখা যায় না।

ক্রমাগত বোমাবর্ষণ শুরু হলো। রোকিকানি স্টেশনে এসেও কামানের আওয়াজ শুনলো অনেকক্ষণ। উত্তেজনা আর উৎকণ্ঠায় ওরা সকলেই সারা পথে কোনো কথা বলতে পারে না। সামরিক ব্যস্ততার আগেই ট্রেন ছেড়ে দিল।

প্রাগে এসে পরদিন সকালে প্রথম শুনলো রেডিওতে। সীমান্ত অতিক্রম করে শত্রুপক্ষের কয়েকটি বিমান পিলসেন এলাকায় ঢুকে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু বোমাবর্ষণ করে। স্কোডা ফ্যাক্টরীর বিশেষ কিছু হয় নি। ক্ষয়ক্ষতি সামান্যই।

সমর্থিত কোনো সংবাদ আশা করা যায় না। তবু হ্রাডকানীর ঘড়ি সারানোর লোকটার কথার সঙ্গে ফ্রান্টিসেক সাফারিকের খবর আশ্চর্য রকম মিলে গেল। রাইনহাড হেডারিক বার্লিন যাচ্ছেন। ইদানীং হ্রাডকানী ক্যাসেল-এ বার্লিন থেকে বাঘা বাঘা জাঁদরেল অফিসার আসছেন যাচ্ছেন। অনেক গোপন আলোচনা চলছে। সেক্রেটারী অফ স্টেটস হের ফ্রাঙ্ক ছাড়া নীচু তলার কেউ তার খবর রাখে না। হ্রাডকানীর সামান্য এক কর্মচারী সাফারিক। প্রাচীন ফার্নিচার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়ে সারা প্রাসাদ ঘুরে বেড়ান। তবু হেডারিক-এর খাস কামরার ধারে-কাছে ঘেষা অসম্ভব। সে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এলাকা। তবে প্রতিবারেই বার্লিন যাবার আগে এক বিশেষ ধরনের তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। ফ্রাঙ্ক কয়েকবার দেখা করতে আসেন। পানেনসকে ব্রেজানিতে ঘন ঘন যাতায়াত শুরু হয়। হেডারিকের মনোনীত চেক ক্যাবিনেটের দু একজন প্রথম শ্রেণীর পদলেহীদের আনাগোনাও লক্ষ্য করা যায় এই সময়।

জান্ আর যোসেফ পথে চলতে চলতে আলোচনা করছিলো। দু'জনেই একমত হয়। তাদের বিশেষ দায়িত্ব ছাড়া কোনো কাজে আর মাথা গলাবে না।

নিশ্চিত মৃত্যু হাতে নিয়ে হ্রাডকানী ক্যাসেলে হেডারিকের ঘরে ঢুকে আক্রমণের পরিকল্পনা সাফারিক হেসে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়েছেন। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে সাফারিক বলেছেন—হেডারিকের ঘরের কাছাকাছি পৌঁছোনো দুঃসাধ্য। তাঁর খাস কামরাটা নাকি স্বয়ংক্রিয় নানা যন্ত্রে সুসজ্জিত।

বিশাল ঘরটার মাঝখানে কারুকার্য খচিত সুবিশাল ডেস্ক। দু'দিকে তিনটে করে ছয়টি বিরাট স্বস্তিকা চিহ্নিত আঁকা কালো

আর লাল রঙের ফ্ল্যাগ। কয়েকটা ফোন টেবিলে। একটা সরাসরি গেছে বার্লিনের রাইখে হিমলারের টেবিলে। অপর একটি হট্ লাইন বার্লিনের গেস্টাপো হেড-কোয়াটার্স-এর পৃথক এক্সচেঞ্জের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। প্রাগে বসে তিনি জর্মন গেস্টাপো রিং নিয়ন্ত্রণে রাখেন। দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও জর্মনীর জাতীয় সিকিউরিটি হিটলার অন্য কারো হাতে দিতে ভরসা পান না। হ্রাডকানীর অফিসিয়াল ফোন ছাড়াও পানেনস্কে ব্রেজানিতে তাঁর প্রাসাদে আর একটা লাইন সরাসরি ফ্রাউ হেডারিকের ঘরে গেছে। সমস্ত জানালা দরজায় তাঁর অনুপস্থিতির সময় বৈদ্যুতিক প্রবাহ সক্রিয় থাকে। চাকুরী জীবনে পরাজিত, অপমানিত, নিজেরই কোন কর্মচারীর বীতস্পৃহ বেয়াড়া চরিত্রের হঠাৎ আবির্ভাবও এ ঘরে সম্ভব নয়। জানান না দিয়ে ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য একটা নল তাকে ট্রেল করবে। টেবিলের সঙ্গেই অনেকগুলো বোতাম। প্রয়োজনে এক একটির স্বতন্ত্র ভূমিকা। মুহূর্তে সে ঝাঁজরা হয়ে যাবে।

এই দস্তুর। রাইনহাড হেডারিকের জন্যে এ মোটেই বিশেষ ব্যবস্থা নয়। জর্মন ফ্যাসিস্ট নায়কদের পদাধিকার অনুযায়ী ইউনিফর্মের মতই এসব থাকে। স্নানের ঘরে গ্রাজার ফিটিংস্-এর মত স্বয়ংক্রীয় মারণাস্ত্রের কলকব্জা এক একজনের নিরাপত্তার জন্যে চব্বিশ ঘণ্টা চালু থাকে।

জান্ আর যোসেফের পথে চলতে কথা হচ্ছিলো। দু'জনেই একমত হয় বিশেষ দায়িত্ব ছাড়া অন্য কিছু আর তারা ভাববে না। অন্য কোনো অভিযানে তারা অংশ গ্রহণ করবে না। তারা ভেবে দেখেছে, অন্য কোন পথেই তাঁদের পরিকল্পনা সফল হবে না। অতর্কিতে রাস্তাতেই মানুষটাকে ধরতে হবে। দায়িত্ব তাদের দুজনের কিন্তু প্রয়োজনে সাহায্যে আসতে পারে এমন দু'একজন হয়তো দরকার। দূরে থেকে প্রয়োজন হলে সাহায্যে এগিয়ে আসবে তারা।

ভালচিক-কে সঙ্গে রাখলেই ভাল হবে। হাজস্কীর চিন্তাধারায়

একটা দোটানা ভাব আছে। তাঁর ভয় কোনো কারণে সবকিছু ভণ্ডুল হয়ে যেতে পারে। অনেক কষ্টে বহুদিন ধরে গড়া প্রাগের এই প্রতিরোধ বাহিনী হয়তো বড় রকমের বিপদের সামনে পড়বে। জিনদ্রার ইচ্ছে আরও প্যারাস্যুট ড্রপিং হোক। অস্ত্রশস্ত্র আরও আসুক।

বিকেল হয়ে আসছে। ট্রাম স্টপেজে যাত্রীদের ব্যস্ত আনাগোণা। রাস্তাটা পেরুতে যেতেই দ্রুতগামী একটা জিপ হঠাৎ প্রায় ওদের গা ঘেঁষে এসে থামলো। গেস্টাপো ভ্যান দেখলেই চেনা যায়। জান্ শুধু যোসেফের দিকে একবার তাকিয়ে নিল।

দুপাশ থেকে দু'জন ওদেরকে ঘিরে ফেললো, 'কার্ড দেখি।'

দু'জনেরই কোনো ভাবান্তর হলো না। বিনা বাক্য ব্যয়ে দুজনে প্রাগের ছাড়পত্র ওদের হাতে দিল। উল্টেপাল্টে দেখলো। প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে কার্ডের ছবির সঙ্গে চেহারা মিলিয়ে নিল। কর্কশ গলায় একজন খেঁকিয়ে ওঠে,

—কোথায় যাচ্ছেন ?

উল্টোদিকের দর্জির দোকানটা জান্ হাত তুলে দেখালো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জীপের ভেতর থেকে ঝুঁকে পড়ে এক চেক তরুণ চীৎকার করে ওঠে, 'আমি লোক ভুল করেছি। লোক দুটো কিন্তু এদিকেই গেছে।'

দুদিকের হাতল জাপটে ধরে উঠে পড়বার আগেই জিপটা পেছনের নির্দেশ মত ঝড়ের বেগে মুহূর্তে সামনে ছুটে গেল।

—আমাদেরই দেশের লোক। কুত্তার বাচ্চাটা লোক চিনিয়ে দিচ্ছে।

রাস্তাটা পেরিয়ে এলো ওরা দু'জনে। একটা বিরাট ফাড়া কাটলো। জান্ এ ধরনের অভিযানের সামনে নিরস্ত্র অবস্থায় কার্ড পকেটে নিয়েও মনে মনে ভয় পায়। শরীরের সাতটা স্বস্তিকা চিহ্ন সব সময়ই ওর বিপক্ষে যাবে।

জান্ মনে মনে ভাবে কোন্ হতভাগ্য লোক হু'টির তালাশে জিপটা ছুটে গেল ! কুত্তার বাচ্চাটা গিরিক নয়তো !!

সামনে চমক যেন আরও অপেক্ষায় ছিল। দর্জির দোকানের সামনে ভিড়। পথচারীরা রেডিও শুনছে। বিশেষ ঘোষণা বিশেষ জোরের সঙ্গেই প্রচারিত হচ্ছে—

নাৎসী সিকিউরিটি সদর দপ্তরের এক মুখপাত্র জানান ক্লাডনো অঞ্চলে বেআইনী বিস্ফোরক ও অস্ত্রশস্ত্র পাচার করার সময় হুজন চেক দুষ্কৃতকারীর সঙ্গে টহলদারী রক্ষীদের সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে একজন দুষ্কৃতকারী ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায়। অন্যজন পালাতে সক্ষম হয়। এই সংঘর্ষে রক্ষীদলের একজন দুষ্কৃতকারীদের গুলিতে নিহত হন। অপরজন গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। কর্তব্যরত রক্ষীদের পরিবারবর্গের প্রতি এক শোকবার্তায় গভীর সমবেদনা জানিয়ে মহামান্য রাইখ প্রটেক্টার রাইনহাড হেডারিক তাঁদের আজীবন বিশেষ ভাতা ও পুরস্কারের কথা ঘোষণা করেছেন। দুষ্কৃতকারীদের খুঁজে বার করে শাস্তিদানের জন্যে জনসাধারণকে তিনি এগিয়ে আসতে বলেছেন। সৎ নাগরিকরা সব সময় জর্মন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করুন। মুষ্টিমেয় চেক দুষ্কৃতকারী বোহেমিয়া আর মোরাভিয়ার শাসন ব্যবস্থা বানচাল করে দেবার চেষ্টা করছে। জনসাধারণ এগিয়ে আসুন। জর্মন শাসনের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলুন।

রেডিও প্রচারে কিছু মিথ্যা ছিল। তাই প্রথমটা বুঝতে অসুবিধা হয়েছিল। ক্লাডনো অঞ্চলে প্রাগ থেকে হু'ভাগে চারজনের যাবার কথা। ট্রান্সমিটার আর রিসিভিং সেট তাদের প্রাগে আনার কথা ছিল ক্লডনো থেকে।

হঠাৎ খেয়াল হলো আটা আর ভালচিক ক্লাডনো গেছে। ওরাই গোলমালে পড়েনি তো ! প্রবল ইচ্ছে থাকলেও নিজেদের ওরা সংযত করেছে। প্রকৃত ঘটনা না জেনে মারী মোরাভেকের ফ্ল্যাটে খোঁজ

নিতে যাওয়া খুবই বোকামো হবে। আটাকে ট্রেল করে প্রাগে এসে এতক্ষণ মারী মোরাভেকের ফ্ল্যাটে গেস্টাপোরা হয়তো পৌঁছে গেছে।

তবে ওদের অনুমান খানিকটা প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে মেলে। ক্লাডনোতে দু জায়গায় ট্রান্সমিটার আর রিসিভিং সেট্ মাটিতে লুকিয়ে রাখা ছিল। জিনদ্রার নির্দেশে দুটি পৃথক দলে বিভক্ত হয়ে ওরা রওনা হয়েছিল। একটাতে ছিল ভালচিক আর আটা। অপরটায় মিক্স আর নতুন একজন কোউবা। ঠিক ছিল চওড়া ভারী স্যুটকেসে রাখা যন্ত্রপাতি ওরা প্রাগে নিয়ে আসবে।

ছোট্ট স্টেশন ক্লাডনো। জায়গাটা বেশ নির্জন। প্রায় পৌঁছে গিয়েছিল। হঠাৎ অতর্কিতে চেক গার্ডের মুখোমুখি পড়ে গিয়ে ভালচিক আর আটা থমকে দাঁড়ায়।

—কোথায় চলেছো ?

রাইফেল বাগিয়ে ধরা। পকেটে রিভালবার থাকলেও ভালচিক তার কাগজপত্র বার করলো।

প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে নিয়ে চেক গার্ড এবার একটা ধমক দিল,

—বোকা সাজবার চেষ্টা কোরো না। মারা পড়বে। উল্টোদিকের রাস্তা ধরে সোজা কেটে পড়। এখানে কী হয়ে গেছে তার দেখছি কোনো খবরই রাখো না তোমরা। সামনেই জর্মন গার্ড। মারা পড়বে। শিগগির পালাও। উল্টোদিকের রাস্তাতে কোনো পাহারা নেই। অপেক্ষা করবে না। পালাও।

কোনো কিছু বলবার আগেই গার্ড ইশারায় ওদের কেটে পড়তে বলে। ভালচিক বুদ্ধিমান। ব্যাপারটা বুঝে নেয়। বিনা বাক্য ব্যয়ে পা চালিয়ে আটাকে অনুসরণ করতে বলে।

'কিন্তু মিক্স আর কোউবা-র খোঁজটা আমাদের জানা দরকার', আটা উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে।

পিঠে সস্নেহে চাপড় মেরে ভালচিক বলে,

—চেক গার্ডটা আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছে। ওদের জন্যে অপেক্ষা করা ঠিক হবে না। তাছাড়া আমরা দুজনে একটা পৃথক ইউনিট। আমাদের জন্যে তারা অপেক্ষা করবে না। প্রয়োজনে কোনো সাহায্যই আমাদের কাজে আসবো না। চল আমরা পালাই।

—ওরা ধরা পড়েছে জর্মনদের হাতে ?

—মনে হচ্ছে গুরুতর কিছু ঘটে গেছে।

—কিন্তু ব্যাপারটা জানা দরকার।

—একদম কথা নয়। এখনই আমাদের ক্লাডনো ত্যাগ করতে হবে।

মিক্‌স আর কোউবা কয়েক ঘণ্টা আগে কিছুটা দূরে অন্য এক পথে সশস্ত্র গার্ডের হাতে পড়ে। আচমকা গাছের আড়াল থেকে আত্মপ্রকাশ করে দুজন গার্ড মাথার ওপর হাত তুলে থামতে বলে।

মিক্‌স প্রথম ভুল করলো। সে রিভলবার চালাতে শুরু করে। কোউবা মাটিতে পড়ে গড়াতে থাকে। একজন গার্ড পড়ে যায় গুলি খেয়ে। অপর গার্ডও ধরাশায়ী হল কিন্তু মিক্‌স তার রাইফেলের গুলিতে লুটিয়ে পড়েছে ততক্ষণে। গোটা ব্যাপারটা মুহূর্তের মধ্যে ঘটে যায়।

রক্তাপ্লুত মিক্‌সকে তুলতে চেষ্টা করে কোউবা,

—আমার কাঁধে ভর দিয়ে যেতে পারবে ?

—কোউবা তুমি পালাও। আমার জন্যে ভেবো না।

—তোমাকে ছেড়ে আমি যাব না।

—গুলির আওয়াজ পেয়ে অন্য গার্ডরা আসছে। তুমিও মরতে চাও ?

—কিন্তু এই অন্ধকারে তোমাকে ফেলে আমি কী ভাবে যাব ?

মিক্‌স ম্লান একটুকরো হাসতে চেষ্টা করে। রক্তাপ্লুত যন্ত্রণাকাতর

শরীরটায় আশ্চর্য এক অনুভূতি। কোনো সাড়া শব্দ নেই। কোউবা ভাঙা গলায় বলে,

—মিক্‌স !

—আমি পারবো না। তুমি পালাও।

—তোমাকে ফেলে আমি যেতে পারি না।

পরক্ষণেই একটা গুলির আওয়াজ হলো। মিক্‌স-এর মাথাটা এবার বিদীর্ণ হয়ে গেল। রিভলবারে একটা গুলি তার তখনও ছিল।

কোউবা বুঝতে পারে। প্রাণ নিয়ে একা একা পালানোর নৈতিক সমর্থন তার হাতে তুলে দিয়ে মিক্‌স পৃথিবী থেকে বিদায় নিল।

ওদিকে একজন গার্ড প্রাণ হারিয়েছে। অপর আহত গার্ডের কাতরোক্তিতে কোউবার সম্বিত ফিরে আসে। সে এখন মুক্ত। পিছুটান আর রইলো না। মিক্‌স তাকে মুক্তি দিয়ে গেছে।

সেই রাত্রেই কোউবা প্রাগে ফিরে আসে।

সমস্ত ঘটনা শুনলেন জিনদ্রা। মুখচোখের কোনো অভিব্যক্তি ছিল না।

প্রাগের গেস্টাপো হেডকোয়ার্টার্স সরগরম। প্রচণ্ড ব্যস্ততা। অনেক রাত তবু সুবিশাল এই অট্টালিকার বিশ্রাম নেই। ঘনঘন টেলিফোন আর রেডিও ম্যাসেজ আসছেই। ক্লাডনোর সংঘর্ষ একটা বড় রকমের গুপ্ত রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বলে জর্মন গেস্টাপো মনে করে। স্বয়ং কার্ল ফ্রাঙ্ক ব্যাপারটার পুরো রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছেন। সন্দেহ করা হচ্ছে সৌখীন দেশপ্রেমিকদের কোনো ব্যাপার নয়। মামুলী ধ্বংসাত্মক কাজ বলে ব্যাপারটা উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

কোনো ভাবেই দুষ্কৃতকারী মৃত যুবাকে সনাক্ত করা গেল না। স্বয়ং ফ্লাইসার তাই একা এসেছেন। ছুরির মত চেহারা। মনে হয় যেন সাপের চোখ।

অভিজাত চার্লস স্কোয়ারে সুন্দর ফ্ল্যাট। লোভনীয় ফার্নিচার।

এ-দেওয়াল থেকে ও-দেওয়াল পর্যন্ত কার্পেট-এ মোড়া। বিছানাও বড় সুন্দর। তবু ঘুম আর আসে না। প্রচুর ওষুধ খেয়েও ঘুম আসতে চায় না। জেগে বসে থাকতে হয় সারারাত। আলো নেভাতে ভয় লাগে। অজানা এক আততায়ীর ভয় রাতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যেন ক্রমশ বাড়ে। বৈদ্যুতিক বেলের আওয়াজ পেয়ে ধড়মড়িয়ে উঠতে হয়। মুখ ভোঁতা রিভলবারটা বালিশের তলা থেকে টেনে নিয়ে উঠে দাঁড়ায় গিরিক। তবে দরজার সামনে এসে কেয়ারটেকারের সাড়া পেয়ে মনের ভীতি দূর হয়। ঘরে প্রবেশ করেন দুর্ধর্ষ এস. এস. গেস্টাপো ফ্লাইসার।

হাসি ঠোঁটে, 'কোটটা গলিয়ে নিন। আপনাকে এখনই একবার আসতে হবে।'

—এত রাত্রে আমাকে প্রয়োজন হলো। আপনি নিজে এসেছেন!

—খুবই জরুরী দরকার।

—অন্য কেউ কী আত্মসমর্পণ করেছে?

গিরিক তৈরী হয়ে নিয়েছে।

গেস্টাপো হেড কোয়ার্টার্স। করিডোর দিয়ে অনেকটা হেঁটে যেতে হয়। ঘরে ঢুকতেই উগ্র একটা ওষুধের গন্ধ নাকে এলো। এ্যালুমনিয়ামে মোড়া বড় টেবিলে লাল কম্বলের ঢাকাটা সরিয়ে ফ্লাইসার প্রশ্ন করেন, 'চিনতে পারেন?'

সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়। ঠোঁটে কথা আসে নি অনেকক্ষণ। এক সঙ্গেই আকাশে ভেসেছিল এই সেদিন। আত্মগোপন আর পলায়নের অভিসারে সেদিনও গিরিক এই মৃত যুবার সঙ্গে ছিল।

—চিনতে পেরেছেন নিশ্চয়ই। একে ক্লাডনো থেকে কিছুক্ষণ আগে প্রাগে আনা হয়েছে।

লুকোবার কোনো চেষ্টাই সে করে নি। স্বীকার করেছে

অকপটে। মিক্‌স-এর রক্তাক্ত মৃতদেহ সনাক্ত করেছে গিরিক। বললো, 'আমরা একই কমাণ্ডোতে ছিলাম। আকাশ থেকে এক সঙ্গে মাটিতে নেমেছি। এ আর্নেষ্টো মিক্‌স।'

ফ্লাইসার নিজেই ফ্ল্যাটে গিরিককে পৌঁছে দেন। জীপে উঠে মন্তব্য করেন, 'আপনার ঘুমের ব্যাঘাত হলো।'

গিরিক নিশিতে পাওয়া মানুষের মতো বলে 'ওষুধ খেয়েও ঘুম আমার বড় হয় না।'

—মর্ফিয়া নিন।

একটা কথা ভেবে গিরিক আশ্বস্ত হয়। সে বিশ্বাসঘাতক কিন্তু প্রাগের পথেঘাটে আজ হঠাৎ তাকে কেউ চিনে নেবার আশঙ্কা কম। মিক্‌স গেছে. জঙ্গলে পলাতক পিচোলের নাগালের সে সম্পূর্ণ আজ বাইরে। আনন্দের এক অদ্ভুত হাসি সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ে। বেশ জোরে বেহিসাবী হাসি কিছুতেই থামতে চায় না। কী ভেবেছেন ফ্লাইসার কে জানে। তিনিও সে হাসিতে যোগ দেন। সশব্দে কাটা কাটা হাসি। রক্তের স্বাদে আত্মহারা ক্ষুধার্ত শৃগাল আর হায়নার অট্টহাসি।

খবরটা চাপাচাপি রইলো না। প্রাগ রেডিও থেকেই হেডারিকের বার্লিন সফরের কথা প্রচারিত হলো। খবরে আরও জানা গেল, বার্লিনে হেডারিক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করতে চলেছেন। চেকোশ্লভাকিয়ার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ফুয়েরারের সঙ্গে আলোচনা করে সব ঠিক হবে। প্রাগের চেক সরকারী মহল আজ হেডারিকের সঙ্গে কয়েক দফায় আলোচনা করেছেন। বোহেমিয়া আর মোরাভিয়ার শাসনভার হাতে নিয়ে হেডারিক সামান্য সময়ে যে অসাধারণ যোগ্যতা দেখিয়েছেন তার এক দীর্ঘ তালিকা প্রচারিত হলো।

ফ্রান্টিসেক সাফারিক জানালেন, হেডারিক ২৭ মে সকালে তাঁর প্রাসাদ ছেড়ে বার্লিনের পথে এয়ার পোর্টের দিকে রওনা হবেন। হ্রাডকানী ক্যাসেল-এ একবার আসবেন কি না বলা যাচ্ছে না। বার্লিনে হয়তো হেডারিক কদিন থাকবেন। ঐ দিন সকালে কার্ল ফ্রাঙ্ক এয়ার পোর্টে হেডারিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে হ্রাডকানীতে আসবেন। খবরটা নানা সূত্র থেকে গাঁথা। মোটামুটি নির্ভরযোগ্য বলা চলে।

জান্ আর যোসেফ তাদের নিজেদের প্রস্তুতি শেষ করেছে। অন্য কমাণ্ডো থেকে রিজার্ভে লোক চাইতে গিয়ে জান্ সার্জেন্ট মেজর কারেল কুর্ডার নাম করলো। ভালচিক মেনে নিল। ঠিক হয় আরও পাঁচজন অপারেশন এরিয়া থেকে দূরে থেকে চারদিকে লক্ষ্য রাখবে। প্রয়োজনে তাদের ডাকা হবে। তবে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে ভালচিক-কে থাকতেই হবে।

ঠিক হলো আটা মোরাভেক আজই মেজর কুর্ডাকে যোগাযোগ করবার জন্যে ট্রেন ধরে আগের মতই রওনা হয়ে যাবে। মায়ের

আমার বাড়ীতে সে লুকিয়ে আছে। স্কোডা অপারেশনের পর থেকেই কুর্ডা গ্রামে থেকে পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় আছে। মেজর কুর্ডা প্রাগে শুধু হাতেই আসবে। প্রাগের কারো আস্তানা বা জিনড্রার ঘর মেজর কুর্ডার জানা নেই। মোরাভেক-এর ফ্লাটে একদিনই শুধু এক গুরুত্বপূর্ণ মিটিং-এ সে সকলের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। তাই আটাকে পাঠানোই স্থির হলো। সবাই এ প্রস্তাব মেনে নিল।

স্বয়ং আটা মোরাভেক এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করলো। সবাই কেমন অবাক হয়ে যায়। বয়সে সবচেয়ে তরুণ। কোনো অভিজ্ঞতা নেই। সংগ্রাম যে কী বস্তু সে কোনো দিন দেখি নি।

'তোমার কিছু বলবার আছে, যোসেফ জানতে চাইলো।'

প্রথমটা আটা একটু বিব্রত বোধ করে। দ্বিধাটুকু অবশ্য পরক্ষণেই কাটিয়ে উঠেছে। মাথার চুল একপাশে সরিয়ে দিয়ে বলে,

—কারেল কুর্ডা সম্পর্কে আপনারা অনেক বেশী জানেন। তার যোগ্যতা বা সামরিক তৎপরতা সম্পর্কে আমার কিছু বলবার নেই। তবে আমি দেশে ফেরবার পর শুরু থেকে আপনাদের চেয়ে মেজর কুর্ডাকে বেশী দেখেছি। আমি প্যারাস্যুট ড্রপিং-এর পর থেকে মেজর কুর্ডার কথা বলছি। কোনো অভিযোগই আমার নেই। তবে সবটা মিলিয়ে আমার মনে হয়েছে ভদ্রলোক প্রচণ্ড একটা মানসিক চাপের মধ্যে চলেছেন। দীর্ঘদিন তিনি বাইরে ছিলেন—তার ছেলে হাঁটতে পারে অথচ তিনি জানতেন না তিনি একজন পিতা। স্কোডা ফ্যাক্টরী অভিযানের সময় ট্রেনে তিনি সারা পথ বাড়ির গল্প করেছেন। বারবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছেন। আপনাদের আগামী অভিযানে এমন একটা যান্ত্রিক টিম্-ওয়ার্ক থাকবে যেখানে একজনের সামান্য ভ্রান্তি, মুহূর্তের ভুল গোটা পরিকল্পনা পণ্ড করে দেবে বলে আমি আশঙ্কা করি। কারেল কুর্ডা সুন্দর মানুষ কিন্তু বর্তমানে তার মানসিক অবস্থা সম্পর্কে আমি খুব একটা উৎসাহী

নই। আপনারা বিচক্ষণ—ভেবে দেখুন। আমি তার মনের প্রস্তুতি আর মানসিক অবস্থার কথা বলেছি—সৈনিক হিসাবে তার যোগ্যতার কথা তুলি নি। পেছন ফিরে ফিরে দেখার মানসিকতা নিয়ে এ ধরনের অভিযানে অংশ গ্রহণ করা উচিত নয়।

আটার সম্পূর্ণ এক নতুন ধরনের ব্যাখ্যায় সবাই প্রথমটা হকচকিয়ে যায়। যোদ্ধা হিসাবে, সংগ্রামী কর্মী হিসাবে ব্যক্তি বিশেষের এই বিশেষ চরিত্র সমালোচনার সুযোগ আছে। বিশেষ করে তরুণ আটা মেজর কুর্ডা সম্পর্কে যে সমালোচনা করলো এই মুহূর্তে সেটা ভেবে দেখবার কারণ আছে। ভালচিক আটার কথায় দস্তুরমত নির্বাক হয়ে যায়। ওপেলকা যেন তাকে এ ধরনের কিছু বলেছিল। মেজর কুর্ডা কিছুটা নরম, পারিবারিক কারণে দোটানায় পড়েছে। ভাই-বোন আর মায়ের মন রাখতে সে হিমসিম খাচ্ছে। এ ধরনের মন্তব্য ভালচিকের কাছে ওপেলকা করেছিল।

বুদ্ধিমান ভালচিক ব্যাপারটা বেশীদূর গড়াতে দিতে চায় না। মাথা নেড়ে বললো, 'ঠিক আছে। মেজর কুর্ডাকে বাদ দেওয়া হোক। তবে লোক আর বাড়ানো ঠিক হবে না। তাছাড়া অপারেশন এরিয়া সম্পর্কে নতুন করে কাউকে বোঝানোর সময় কম।

মেজর কুর্ডা প্রসঙ্গ চাপা পড়ে গেল। সে বাদ গেল।

সোনালী আলোর ঝলকানী দিয়ে দিনের শুরু। আকাশ পরিষ্কার। এত পরিচ্ছন্ন আকাশ ইদানীং যেন দেখা যায় নি। ওরা দুজনে অনেক আগেই বেরিয়ে পড়েছে। সম্পূর্ণ ভিন্নপথে এঁকে-বেঁকে সাইকেলে ওরা অনেকটা পথ অতিক্রম করে এলো। আর একটা বাঁকের পরই হোলেসেভিসে পড়বে।

ওদিকে পানেনসকে ব্রেজানির প্রাসাদও ক্রমে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। রুট মার্চ শেষ হলো। সুবিশাল চত্বরে পাহারা বদল হয়েছে। সবই

এখানে যান্ত্রিক নিয়মে চলে। মাঝে মাঝে সামান্য ব্যতিক্রম দেখা যায়। হেডারিকের দুটি কিশোর পুত্র হয়তো বল নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু করেছে। হয়তো বা একজন অন্যের বিরুদ্ধে তুচ্ছ এক অভিযোগ তুলে চীৎকার শুরু করে। একমাত্র কিশোর পুত্রের চপলতা ছাড়া অনিয়ম এখানে কিছু হবার নয়। দৈবাৎ কোনো দিন অনেক রাতে বেহালার মিঠে সুরে শোনা যায়। হেডারিক সুন্দর বেহালা বাজান।

রাইনহাড হেডারিক আজ বড় খোলা মনে নেই। বেশ চিন্তিত। বোহেমিয়া আর মোরাভিয়ার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর মৌলিক ব্যবস্থাপত্র স্বয়ং ফুয়েরার কী ভাবে নেবেন সেই কথা ভাবছিলেন। মোটামুটি খসড়টা নিয়ে শুরুতে হিমলারের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। এই মুহূর্তে মার্টিন বোরমানের সঙ্গে হিমলারের সম্পর্ক যে নিতান্তই তিক্ত সেদিনও শেলেনবার্গ জানিয়ে গেছে। লোহা এখন লাল, ছাঁচে ফেলবার সময় অল্পক্ষণই পাওয়া যায়। হেডারিক খুব ভাল করে জানেন এই দুজন একত্রে থাকলে ফুয়েরারকে তিনি বোঝাতে পারবেন না।

অনেক ভেবে দেখেছেন হেডারিক। অল্পদিন হলেও সামান্য সময়ে এ দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক চরিত্র সম্পর্কে বিস্তর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। বোহেমিয়া-মোরাভিয়ার শাসনভার হাতে নিয়ে প্রাগে আসার পর প্রতিদিন তিনি কাজ করে চলেছেন আঠারো থেকে কুড়ি ঘণ্টা। বুদ্ধিজীবিদের তিনি প্রায় শেষ করে এনেছেন। পাইকারী গণহত্যা চলেছেই। ইহুদীদের নিকেশ করবার অবিরাম কর্মসূচী অব্যাহত আছে। কিন্তু তবু এই দেশকে তিনি আদৌ বশে আনতে পারেন নি। তাঁর একান্ত বিশ্বাসভাজন এস-ডি গোয়েন্দা দপ্তরের রিপোর্টে কোনো ভুল নেই। প্রতিরোধ বাহিনীকে নাৎসী প্রচণ্ড সন্ত্রাস কাবু করতে পারে নি। বরং দেশের সর্বত্র ধ্বংসাত্মক কাজ বেড়ে চলেছে। কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে প্রতিরোধ বাহিনী ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠছে। শ্লোভাকিয়া থেকে নিয়মিত

কমিউনিস্ট প্রচারপত্র, ইস্তাহার চোরা পথে নিয়মিত প্রাগে আসে। রাশিয়ার সঙ্গে গুপ্ত ট্রান্সমিটার যোগাযোগ গেস্টাপোরা ভাঙতে পারে নি। এদিকে নাৎসী প্রচার মিডিয়ার হাজারো কৌশল জনসাধারণের মনে কোনো দাগ কাটতে পারে নি। রুশ-রণাঙ্গনে জর্মনরা বেকায়দায় পড়েছে। অপরাজেয় ব্লিৎক্রীগ তার মর্যাদা হারিয়েছে।

আশা করা যায় ফুয়েরার-এর মুড ভালই থাকবে। হেডারিক এই বৈঠকে চেকোশ্লাভাকিয়া সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে চান। সেই ধরনের ব্যবস্থাপত্র তিনি তৈরি করে নিয়ে চলেছেন। চেক মন্ত্রিসভা তিনি বাতিল করবেন। অভিভাবকত্বের অধিকার আর নয়, আশ্রিত রাষ্ট্র হিসাবে পৃথক স্বীকৃতির আর কোনো প্রয়োজন নেই। চেকোশ্লাভাকিয়াকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে না। অবিলম্বেই এই প্রস্তাব কার্যকরী করা প্রয়োজন। পুরো দেশটাই এখন জর্মনীর এলাকায় এসে যাবে। অঙ্গরাজ্য হিসাবে আর নয়— চেকোশ্লাভাকিয়া হবে তৃতীয় রাইখের এক অবিচ্ছেদ্য প্রত্যঙ্গ। চেকোশ্লাভাকিয়ার অস্তিত্বই এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের দাবি করে। এদেশের বিশুদ্ধ জর্মন রক্তের মানুষের প্রাধান্য দিয়ে তৃতীয় রাইখের অনুমোদিত বৈজ্ঞানিক গবেষণা অনুযায়ী বাছাই করে চেকদের জর্মনীকরণ চলবে। নিম্নশ্রেণীর এই চেক জাতির স্বতন্ত্র কোনো ভূখণ্ড থাকবে না। জর্মন অধিকৃত ইয়োরোপের অন্য দেশে আমাদের সামরিক প্রয়োজনে এদের ব্যবহার করা যেতে পারে। রণক্ষেত্রে এদের ব্যবহার করা হবে। শ্রম-শিবিরে আরও বিপুল সংখ্যায় পাঠানো দরকার। নিম্নশ্রেণীর এই জাতিতে সম্পূর্ণ বিকেন্দ্রিকরণের মাধ্যমে চেকোশ্লোভাকিয়ার জিও-পলিটিক্যাল সমস্যার স্থায়ী সমাধানে তৃতীয় রাইখ তার ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে। আইখমানের হাতে ইহুদীদের গ্যাস চেম্বারে হত্যা করবার অভিযানে ভারমাখাট্ সেনাদের আরও বেশী তৎপর হতে হবে।

হেডারিক চল্লিশ ডিভিশন্ চেক আর্মি ভেঙে দেবার ব্যাপারটা নতুন করে পর্যালোচনা করেছেন। তিনি প্রস্তাব নিয়ে চলেছেন মাত্র চার সপ্তাহে তিনি অন্তত দশ ডিভিশন চেক আর্মি আবার গড়ে তুলে রুশ রণাঙ্গনে জর্মন কমাণ্ডের অধীনে পাঠাতে পারবেন। প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতির কথা বিবেচনা করে সম্মুখ যুদ্ধে চেক এডভান্স আর্মি পাঠানোর পরিকল্পনা নতুন করে পর্যালোচনার প্রয়োজন। বিশেষ করে সামনের শীতে এই চেক আর্মি রুশ রণাঙ্গনে খুবই কাজে আসবে।

রাইনহাড হেডারিক পোশাক পরিবর্তন করেছেন। জর্মনীর পুরো গেস্টাপো বিভাগ আর জাতীয় সিকিউরিটির দায়িত্বভার একই সঙ্গে ফুয়েরার তাঁকে দিয়েছেন। বোহেমিয়া মোরাভিয়ার শাসনভার তাঁর বাড়তি পাওনা। হিমলারের মোটেই ভাল লাগে নি। কিন্তু আজ কিছু করার নেই। মানুষের দুর্বল স্থান শিকারী বেড়ালের মত থাবা দিয়ে ধরে খেলিয়ে খেলিয়ে মারায় রাইনহাড হেডারিকের তুলনা নেই। হেডারিক খাঁটি নরডিক—বিশুদ্ধতম আর্যরক্তের জর্মন। ব্রিজহীন সোজা নাক, ব্লনড্ চুল। তবু হিমলার সুযোগ পেলেই বিশুদ্ধ আর্য নীলরক্তের কৌলিন্যের কথা তুলে হেডারিকের সামনে অর্থপূর্ণ ঠাট্টা-তামাশা করেন। সবই বুঝতে পারেন হেডারিক। মাতৃকুল ধরে পিছু হটলে ইহুদী রক্তের ইঙ্গিত আজও পাওয়া যায়। লক্ষ লক্ষ গ্যালন ইহুদী রক্ত ঢেলেও মাতৃকুলের সামান্য কালিমা আজও সম্পূর্ণ তুলে ফেলতে পারেন নি রাইনহাড হেডারিক।

ওদিকে প্রাথমিক মহড়া শেষ করে জান্ আর যোসেফ আবার সাইকেলে ঘুরছে। সম্পূর্ণ উলটো দিকে অনেকটা উঁচুতে ভালচিক। আয়নায় মুখ দেখছে আর চুল আঁচড়াচ্ছে আপন মনে। ট্রামে যাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে। হাতে এখনও যথেষ্ট সময়।

নিচে নেমে এলেন হেডারিক। স্ত্রী ইঙ্গা সুন্দরী বিদুষী।

ব্যক্তিগত জীবনেও সুপ্রিমেসীর ঠাণ্ডা লড়াই। ইণ্টেলেকচুয়ালদের মত ইঙ্গার প্রয়োজনাতিরিক্ত জ্ঞান পিপাসা মাঝে মাঝে বিরক্তির সঞ্চার করে। নিয়মিত গর্ভবতী রেখেও ইচ্ছার তরঙ্গায়িত দীঘল যৌবনশ্রী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে হার মানে না।

স্ত্রীকে বিদায় জানিয়ে ভারী ব্রিফকেস হাতে করিডোর দিয়ে যখন আসছেন ওবেরশারফুয়েরার ক্লাইন মার্সিডিসের সামনে পৌঁছে গেছে। চেহারা ভীষণাকৃতির। লম্বায় হেডারিকের চেয়েও কয়েক ইঞ্চি বেশী। বিশাল মার্সিডিসের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেন হাত পৌঁছায়। মুখে বহু অভিজ্ঞতার ছাপ। ঝলমল করা মেডেল দুলতে থাকে। হেডারিককে দেখে যান্ত্রিক কায়দায় নাৎসী স্যালুট ঠুকে গাড়ীর দরজার পাল্লা মেলে ধরে। স্মিত হেসে হুড খোলা সবুজ মার্সিডিসে উঠে বসতেই গাড়িটা দুলে ওঠে। একটা ঘূর্ণির পর মেন গেট। পরক্ষণেই গাড়ি মেটাল রোড ধরে নেয়।

পথচারীদের মধ্য থেকে হঠাৎ ওপেলকার আবির্ভাব হলো। প্রত্যেকের পজিশন একবার দেখে নিয়ে সে আবার হারিয়ে গেল। জায়গাটা শহরতলী বলা চলে। রাস্তাঘাট, বাড়ি আর ফুলবাগান সবই হাতে আঁকা প্ল্যানে তৈরী। ব্রীজ থেকে ট্রাম লাইন ওপরে [illegible]ছে। তিন কামরার লাল রঙের ট্রাম প্রাগ থেকে শহরতলী পর্যন্ত বিস্তৃত। দেখতে দেখতে পথে লোক বাড়ছে। দোকানপাট খুলছে। দপ্তরমুখো ব্যস্ত মানুষ।

জান্ ঘড়িটা একবার দেখলো। যথেষ্ট উত্তেজনার ঝড় বইছিল। মনে মনে ভাবে মার্সিডিস নিশ্চয়ই এতক্ষণ প্রেডবন ছাড়িয়েছে। নটায় যদি গাড়ি রওনা হয়, তবে বাঁকের মুখে আসতে আরও আধঘণ্টা লাগবে। একই সময় দুদিক থেকে যদি ট্রাম আসে তবে সমস্যা দেখা দেবে। যোসেফের ধারণা পাঁচ থেকে সাত সেকেণ্ডের বেশী সুযোগ পাওয়া যাবে না। ভালচিক আয়না নাড়লেই ঐ আলো থেকে বুঝতে হবে মার্সিডিস আসছে। যোসেফ

ট্রাম স্টপেজের দিকে এগিয়ে আসবে। জান্ দশ গজ দূরে খালি ব্রিফকেসটা মাটিতে রেখে উল্টো দিকে তাকিয়ে থাকবে। প্রয়োজনে পকেটের গ্রানেড আর দু সেকেণ্ডের ফিউজ তার সে ব্যবহার করবে। যোসেফই আসল লোক। স্টেনগানে পুরো বাঁকটাই যে মার্সিডিসটাকে কভার করবে।

লিবিজনিজে-র পুরনো গির্জা পেছনে ফেলে মার্সিডিস এবার স[illegible]য়ে ভাল রাস্তা পেয়েছে। দুপাশে সারি সারি গাছ। ভালই ছিল—যুদ্ধের প্রয়োজনে রাস্তা এখন আরও সুন্দর হয়েছে। মার্সিডিস ছুটে আসছে।

হেডারিক রুশ রণাঙ্গনের কথা ভাবছিলেন। আবহাওয়া যেখানে হিমাঙ্কের শূন্য ডিগ্রার নীচে সেখানে তুচ্ছ গরম পোশাকে জর্মন ট্রুপস কাঁপতে কাঁপতে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে। কোয়ার্টার মাস্টার থেকে ওপরতলার দায়িত্বশীল সবকটাকে গুলি করে মারতে ইচ্ছে হচ্ছিলো। জর্মন সৈন্যদের মস্কো লুট করে গরম জামা-কাপড় সংগ্রহ করতে বলা নিতান্তই সামরিক হটকারিতা ছাড়া কিছু নয়। যুদ্ধের যন্ত্রপাতির তেল-চর্বির সঙ্গে জর্মন সেনারাও প্রবল শীতে জমে মারা যাচ্ছে।

ইহুদীদের সম্পর্কে হিটলারের চরম ব্যবস্থাপত্র বাস্তবে কী ভাবে রূপায়িত করা সম্ভব হবে সে কথাও ভাবছিলেন হেডারিক। বার্লিনে তাঁর ভিলা ভানজে-তে যে গোপন সভা হয়েছিল তাতে আইখমানের সফল সমাধানের পরিকল্পনা নিঃসন্দেহে তারিফ করবার। আউশ্-ভিৎস্ কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের গ্যাস চেম্বার পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক কায়দায় তৈরী। কিন্তু স্তালিনগ্রাদ থেকে ফ্রান্সের পূর্ব উপকূল আর নরওয়ে থেকে উত্তর আফ্রিকা পর্যন্ত সর্বত্র ছড়িয়ে আছে কয়েক কোটি ইহুদীগোষ্ঠী। এই অসংখ্য দুশমনকে সাবাড় করা সহজ ব্যাপার নয়। তবে মনক্-সাইড গ্যাসের চেয়ে ‘ৎসাইক্লন বী’ গ্যাস পাইকারী ভাবে হত্যা প্রকল্পে অনেক বেশী কাজের হবে বলে মনে হয়।

লিবেন জেলের ঘড়িতে দশটা বাজলো। জান্ অস্থির। যোসেফ

ভালচিককে দেখছে। প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে একটা ট্রাম ওপর থেকে নিচে নেমে গেল। ট্রাম স্টপেজটা ফাঁকা হয়ে যায় তারপর।

স্পষ্ট দেখা গেল। ঝলমলে মার্সিডিসে স্বস্তিকা চিহ্নের লাল-কালো পতাকা ভালচিক ঠিক দেখেছে। সঙ্গে সঙ্গে আয়নার আলো যোসেফের ওপর এসে পড়ে।

নিদারুণ মুহূর্ত। রেনকোটে জড়ানো স্টেনটা তুলে নিয়েছে যোসেফ। জান্ পজিশন নিয়েছে। মার্সিডিস ওরা এক সঙ্গে দেখেছে।

সেই বাঁক। ভ্লাটাভা নদীর ওপর ত্রোজা ব্রীজে ওঠবার আগে—সেই মারাত্মক হেয়ার পিন বেণ্ট। গাড়ি যেখানে প্রায় থামতেই হবে। মার্সিডিস প্রায় ফায়ারিং রেঞ্জের মধ্যে এসে গেল। জান্ দেখে স্টেন হাতে নিয়ে যোসেফ শুধু নিশানাই করছে। চেষ্টা করছে। স্টেন যেন কাজ করছে না।

—যোসেফ। যোসেফ!

চুপচাপ গাড়ির একপাশে হেলান দিয়ে কাৎ হয়ে বসেছিলেন হেডারিক। ভাবছিলেন অনেক কথাই। অধিকৃত রুশ অঞ্চলে গেস্টাপোদের প্রধান কর্তব্য সম্পর্কে হিটলারের নির্দেশের কথা হয়তো মনে পড়ছিলো। আগামী দিনে সোভিয়েট রাশিয়াতে লেনিন ও স্তালিনের মত যোগ্যতা সম্পন্ন নেতা যাতে আসতে না পারে সে সম্পর্কে সবিশেষ তৎপরতার কথা হয়তো মনে পড়ছিল। হেডারিক তাঁর গেস্টাপো নেটওয়ার্ককে বিশেষ করে এস. ডি.-কে এ ধরনের সমস্ত ব্যক্তিত্বকে খুঁজে খুঁজে ধ্বংস করবার নির্দেশ দিয়েছেন। ইউক্রেনের কমিউনিস্ট বিরোধী জর্মনদরদী প্রাক্তন কুলাকদের সাহায্য কাজে আসবে বলে মনে হয়। শেলেনবার্গের সঙ্গে তিনি এ ব্যাপারে একমত।

চোখে পড়েছে পরক্ষণেই। হেডারিকই আগে দেখেছেন। অবাক হয়ে গেছেন। সামান্য কয়েক হাত দূরে স্টেন হাতে নিয়ে এক ছোকরা

করছে কী। জানের ঐ একই অবস্থা। বোঝবার সময় নেই। ভুল শোধরানোর সময় আর আসবে না। হেডারিকের হাত তাঁর হলস্টারে পৌঁছে গেছে। ক্লাইন এবার নজর করেছে। গাড়ি থেকে ওরা বোধহয় নামছে।

মস্তিষ্ক আর হাত একসঙ্গে কাজ করে। যোসেফ স্টেন হাতে নিয়ে তখনও তছনছ হচ্ছে। হেডারিক বা ক্লাইন কেউই হয়তো আশ্চর্য এই আততায়ীকে ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না। কিন্তু সম্পূর্ণ যান্ত্রিক প্রস্তুতিতে নিজেকে তৈরী করেছে জান্ কুবিশ। গ্রানেড সে স্যাণ্ডউইচ-এর মত ভালবাসে। হাত এতটুকু কাঁপে না। লক্ষ্য তার অব্যর্থ। ছ' সেকেণ্ডের ফিউজ এঁটে গ্রানেডটা লুজ বলের মত জান্ ছেড়ে দিল। প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজ ধোঁয়া আর আগুনের আলোর মধ্যে দেখলো হেডারিক আর ক্লাইন গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে। তফাতে রাখা সাইকেলের দিকে জান্ ছুটে যায়। যোসেফকে দেখা গেল না।

সাধারণ পথচারীরা কিছু বোঝবার আগেই দৃশ্য বদলাতে থাকে। ঘটনা ঘটে চলে। ইতস্তত বিস্মিত মানুষ বিস্ফোরণের আওয়াজে প্রথমটা হকচকিয়ে যায়। দু-একজন জানের সাইকেল ধরবার চেষ্টা করে। জান্ সামনে পেছনে রিভলবার ঘুরিয়ে ভয় দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে সামনের পথটা ফাঁকা হয়ে যায়। কিন্তু সামনে আবার ট্রাম পড়লো। পেছনে গুলির আওয়াজ। ফিরে তাকিয়ে দেখে কয়েকজন পথচারীর সঙ্গে ক্লাইন বড় বড় পা ফেলে দৌড়ে আসছে। উঁচু রাস্তা জান্ পাশ কাটিয়ে সাইকেল নিয়ে ছোটে। চোখটা কেমন জড়িয়ে আসছে। সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে রক্তের দাগ। বুঝলো মুখে চোট লেগেছে। পেছনে ফিরে লক্ষ্য করে ক্লাইন পিছু নিয়েছে। লম্বা লম্বা পা ফেলে উঁচু রাস্তা বেয়ে যমদূতের মত লোকটা তাকে সমানে ধাওয়া করে চলেছে। একটা পুলিস সামনে পড়লো। জানের গুলিতে পুলিসটা পড়ে গেল। একটা বাঁক ঘুরতেই অনেকটা

যেন ফাঁকা ফাঁকা মনে হলো। লোকজন কম। রাস্তাটা ঢালু। সাইকেলটা সহজেই গড়িয়ে চলে।

যোসেফের অবস্থা আরও কঠিন। স্টেনগানটা রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে সাইকেলটা নিয়ে সে পালাতে চেষ্টা করে। কিছুই বোঝে না সাধারণ মানুষ। কিন্তু তাদের একটা অংশ যোসেফকে ধাওয়া করে। সাইকেলটা ফেলে দিয়ে যোসেফ ছুটতে থাকে। পেছনে গুলির আওয়াজ হতেই ফিরে দেখে হেডারিক তার পেছনে ধাওয়া করেছে। গ্রানেড হেডারিকের কিছুই করতে পারে নি। চওড়া টেলিফোনের থামের পেছনে যোসেফ কভার পজিশন নিল। ভাবতে পাচ্ছিলো না। চিন্তা করবার শক্তি যেন হারিয়ে গেছে। গুলি বিনিময় চলতে থাকে। হেডারিক ট্রামের কভারে থেকে গুলি চালাচ্ছেন।

একটা অসাধারণ পরিস্থিতি। যোসেফ লক্ষ্য করে হেডারিক দাঁড়িয়ে পড়েছেন। রিভলভারে তাঁর গুলি ফুরিয়ে গেছে। টেলিফোন থামের কভার থেকে যোসেফ বেরুতে গিয়ে চোখ পড়লো কোথা থেকে সেই দানব ক্লেইন আবার ফিরে এসেছে। হেডারিক তাকে যেন কী বলছে। দুজনেই সম্পূর্ণ অক্ষত আছে। যোসেফ লক্ষ্য করে হেডারিক ক্লেইনকে ধাওয়া করতে বলছে। পরক্ষণেই ক্লেইনকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। যোসেফ ওপর দিকে ছুটতে থাকে। পালানোর চেষ্টা ছাড়া এখন আর কোনো পথ নেই।

ভালচিক ঘটনাস্থলের অন্য পারে। কিছুই তার করার নেই। সে উল্টো দিক দিয়ে হাঁটছে তো হাঁটছেই। শুধু বুঝতে পারে গোটা অভিযান পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। যোসেফ গোলমাল করেছে। জানকে গ্রানেড ব্যবহার করতে হয়েছে। কিন্তু গাড়ির দুই আরোহী সম্পূর্ণ অক্ষত আছে। এত অবিশ্বাস্য সুযোগের অচিন্ত্যনীয় অপচয় ভাবা যায় না। চরম মুহূর্তে কী যে হলো ভালচিক বুঝে উঠতে পারে না। যোসেফের নার্ভ ঠিকই ছিল। স্টেন হাতে নিয়ে

মার্সিডিসকে সে সম্পূর্ণ কভারও করেছে। কিন্তু গুলির শব্দ শোনা গেল না। স্টেন কী তাহলে কাজ করে নি!

জানের চোখমুখ থেকে রক্ত ঝরেছে। ক্রমেই অসম্ভব হয়ে উঠছে। বাটার দোকান খুলেছে। সাইকেল স্ট্যাণ্ডে গাড়িটা ঢুকিয়ে মুখ নিচু করে টলতে টলতে পথ চলে। খেয়াল হলো নোভাতনো কাকীর বাড়ি এদিকে। একটা বাঁক পার হলেই বাগানটা দেখা যাবে। আর ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব নয়। নোভাতনোর বাড়িতে আশ্রয় নিতে হবে।

রাইনহাড হেডারিক কার্তুজহীন রিভলবারটা রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলেন। মাথাটা কেমন দুলছে। দৃশ্যমান জগৎ কেমন যেন ঝাপসা হয়ে উঠছে। পা দুটো কেমন ভারী ভারী মনে হয়। রাস্তার রেলিংটা ধরে ফেলেন। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন ক্লেইন যোসেফের পেছনে দৌড়চ্ছে। খানিকটা তফাৎ থেকে পথচারীদের জটলা। এত সুন্দর নাৎসী পোশাকে এত সুন্দর দীর্ঘ গড়নের জর্মনকে তারা এত কাছ থেকে দেখে নি। সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসতে ভয় পায়।

যোসেফ মরিয়া হয়ে গেছে। সে বুঝতে পেরেছে সব কিছুই ভেস্তে গেছে। একটা বেপরোয়া অবাধ্যতায় তাকে পেয়ে বসে। নিতান্ত ঝুঁকি নিয়ে ক্লেইনের জন্যে অপেক্ষা করে। ক্রশ ফায়ারের মধ্যে একটা বুড়ি হঠাৎ এসে পড়ায় মুশকিল হয়েছিল। কিন্তু ক্লেইনকে যোসেফ ধরে ফেলে। গুলি খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লো। গোড়ালীতেও গুলি খেল আর একটা।

খেয়াল হলো পথটা চক্রাকারে সে আবর্তন করে এসেছে। অকেজো মার্সিডিস দূর থেকে লক্ষ্য করা যায়। উপদ্রব ক্রমাগত জায়গা পরিবর্তন করেছে। এদিকটা এখন স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। বিক্ষিপ্ত পথচারীদের টুকরো টুকরো জটলা অবশ্য চলছিল। একটা ট্রাম নিচের দিকে গড়িয়ে আসছে দেখে চলন্ত ট্রামটায় যোসেফ লাফ দিয়ে উঠে পড়ে।

ক্রমাগত ধাক্কানোর মধ্যে ভদ্রমহিলা দরজা খোলেন। জানের

হাতে, মুখে আর মাথাতে রক্ত। এক রকম আঁৎকে ওঠেন মিসেস নোভাতনো, 'তোমার এ কী অবস্থা!'

সংক্ষেপে নিজেদের ব্যর্থতার কথা বলতে গিয়ে জান্ কুবিশের গলা ধরে আসে। বললো, 'আমি গ্রানেড চার্জ করেছি শেষে পর্যন্ত বাধ্য হয়ে। কিন্তু দেরী হয়ে গেছে।

মিসেস নোভাতনো রক্তমাখা জামা কাপড় নষ্ট করতে বলেন। গরম জল আনতে ছুটলেন মুখ পরিষ্কার করবার জন্যে। বললেন, 'তোমার হাত দিয়ে কনুই বেয়ে রক্ত ঝরছে।'

জান্ বুঝতে পারে। গ্রানেড বিস্ফোরণের চাপ এত তীব্র ছিল যে সে নিজেও আহত হয়েছে। পরাজয়ের ব্যর্থতায় জান্ সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত। এ সুযোগ আর কোনো দিনই আসবে না। এতদিনের সমস্ত পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় হেডারিক ও ক্লাইন মার্সিডিস থেকে নেমে তাদের পশ্চাৎধাবন করায় বুঝতে হবে সামান্য রকম আঘাত হানতেও গ্রানেড ব্যর্থ হয়েছে। এক মর্মান্তিক অনুভূতি। বড় নিষ্ঠুর ব্যর্থতা। চাপা কান্নায় জানের বুকটা ফুলে ফুলে ওঠে।

আপাতদৃশ্য বড় রকমের আঘাতের চিহ্ন হয়তো ছিল না কিন্তু কাজ হয়েছে অনেকখানি। মার্সিডিস-এর স্টীল বডি ফুটো হয়ে হেডারিকের শরীরে অতি সূক্ষ্ম বিস্ফোরকের টুকরো ইউনিফর্ম ভেদ করে শরীরে প্রবেশ করেছে। বিষক্রিয়া শুরু হতে কিছু বিলম্ব হয়েছে। হেডারিক যেন এখন আর দাঁড়িয়ে থাকতে পাচ্ছেন না।

—এ যে রাইখ প্রটেক্টর রাইনহাড হেডারিক!

ভীড়ের মধ্যে থেকে একজন চীৎকার করে ওঠে।

—আপনি দেখছি খুব চিনেছেন। রাইখ প্রটেক্টরকে জীবনে দেখেছেন কখনও!

—তাঁর গাড়ি আপনারা লক্ষ্য করছেন না। তাছাড়া রাইখ প্রটেক্টরের চেহারা আমি কালও কাগজে দেখেছি।

কথায় কাজ হয়। কিন্তু আশ্চর্য একজন জর্মন সেনাও কাছে নেই। কী অবিশ্বাস্যকর নিষ্ঠুর পরিস্থিতি। রাইনহার্ড হেডারিক যিনি তৃতীয় রাইখের গোটা এস. এস. গেস্টাপো পরিচালনা করেন, যার অঙুলি হেলনের অপেক্ষায় আছে সহস্র ঝটিকা বাহিনী—তিনি রাস্তায় আহত অবস্থায় বিপদাপন্ন। একটা মানুষ সাহায্যে এগিয়ে আসছে না!

—মুখটা দেখছেন না। কেমন বিবর্ণ হয়ে গেছে।

—রক্ত কিন্তু নেই। আহত হন নি।

—পেছনে লেগেছে বলে মনে হচ্ছে।

পথচারীদের মধ্যে নানা মন্তব্য শোনা যায়। কেউ কিন্তু কোনো দায়িত্ব নিতে চান না। শুধু বুঝতে পারে এক জাঁদরেল জর্মন বেকায়দায় পড়েছেন। আততায়ীরা পালিয়েছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই সমস্ত এলাকা জুড়ে জর্মন সেনাদের তোলপাড় শুরু হবে। লোকে এবার অবস্থা বুঝে কেটে পড়তে শুরু করে। একটা গাড়ি এলো। দেখলো। দাঁড়ালো না। ট্রাম ড্রাইভার স্টপেজ না দিয়ে ছুটছে। এমন সময় দুজন পুলিসকে ওপর থেকে নেমে আসতে দেখা গেল। জানকে হারিয়ে তারা ফিরে আসছে।

পুলিস হাত দেখিয়ে একটা ভাঙাচোরা বেকারীর গাড়ি দাঁড় করায়।

—রুটি পৌঁছতে হবে। আমাকে দয়া করে ঝামেলায় জড়াবেন না।

—মেরে শেষ করে ফেলবো জানিস ইনি কে? রাইখ প্রটেক্টর! আমাদের দেশের রাজা। ড্রাইভার শুধু বুঝলো সে নিরুপায়। জর্মন পোশাকে এই দীর্ঘ মানুষটি হয়তো বিপদে ফেলবে।

—এখন বুলোভ ক্লিনিকে পৌঁছোতে হবে। তাড়াতাড়ি কর। গাড়ির সামনের সিটেই বসাতে হবে।

ভাঙাচোরা বেকারীর গাড়িতে হেডারিকের শরীরটা যেন

একরকম ভেঙেচুরে কোনরকমে বসানো হলো। কিডনী চেপে ধরে হেডারিক আর্তনাদ করে ওঠেন 'আমার ব্রিফকেস।'

ভারী ব্রিফকেসটা পরিত্যক্ত অকেজো মার্সিডিস থেকে একজন নিয়ে এলো।

সে এক দৃশ্য। ক্রমেই যেন জ্ঞান হারাতে বসেছেন। কাঁধের এক পাশে মাথাটা হেলে পড়েছে। বেকারীর ড্রাইভারের কঠিন অবস্থা। সামনে পেছনে ঝাঁকুনী দিয়ে গাড়িটা এবার দুলে উঠলো। চলতে শুরু করে তারপর। মোরাভিয়া আর বোহেমিয়ার জর্মন শাসক হাস্যকর এক তুচ্ছ মোটরযানে রাস্তায় ক্রমাগত ঠোক্কর খেতে খেতে সামান্য এক চেক ট্রাফিক পুলিসের সাহায্যে বুলোভ ক্লিনিকের দিকে চলেছেন।

ভেনসেসলাস স্কোয়ার থেকে ট্রাম বদল করেছে যোসেফ। ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে বুঝতে পারে কী মারাত্মক ভুল সে করেছে। উত্তেজনার মুহূর্তে প্রাথমিক কাজটাই সে ভুলে গেছে। ম্যাকিনটোশে স্টেনগানটা আড়াল করার সময় সেফটি ক্যাচটা সে এঁটে রেখেছিল। সেফটি ক্যাচটা নিচের দিকে আর নামানোই হয় নি। পাগলের মত ট্রিগার টিপে হাতের আঙুলটাই সে দলে পিষে দিয়েছে। কিন্তু ঐ চরম মুহূর্তে একবারও খেয়াল হয় নি সেফটি ক্যাচটা তার নামানো নেই।

মনের দিক থেকে যেন নিঃস্ব হয়ে গেছে। ট্রাম থেকে নামলো। রাস্তাঘাটে বিশেষ কিছু নজরে পড়লো না। কেউ যেন কিছু জানেই না। ফাফ্‌কার বাড়ির দিকে যোসেফ পা চালিয়ে চলে।

মুখ আর হাত পরিষ্কার করতে গিয়ে জানের প্রথম খেয়াল হলো বাটার দোকানের গায়ে রক্তমাখা সাইকেলটা সে ফেলে এসেছে। প্রচণ্ড ভয় আর সন্ত্রাসের মধ্যে কাতরোক্তি করে—সাইকেলটা আমি ফেলে এসেছি। বাটার দোকানের স্ট্যাণ্ডে আমি সাইকেলটা ফেলে এসেছি!

—এখন উপায় !

—এক মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার অন্য কোনো উপায় ছিল না।

—সাইকেলটা কিন্তু সরিয়ে ফেলা দরকার। ওরা সূত্র পাবে।

—আমি যাই।

—তুমি এখন যেতে পার না। ধরা পড়ে যাবে। আমার মেয়ে জিন্‌দ্রিসকাকে পাঠাই। ছোট মেয়ে কেউ সন্দেহ করবে না।

—এতবড় ঝুঁকি আমি নিতে পারি না।

'বাটার দোকানের স্টাণ্ড থেকে সাইকেলটা আমি এখনই নিয়ে আসছি', জিন্‌দ্রিসকা উৎসাহী হয়ে ওঠে।

জান্ বাধা দিতে গেছে। কিন্তু পারে নি। মিসেস নোভোটনা তাঁর মেয়েকে পাঠালেন সাইকেলটা নিয়ে আসতে। এ ছাড়া আর উপায় নেই। বাচ্চা মেয়ে জিন্‌দ্রিসকার আশ্চর্য রকম সাহস দেখে জান্ অবাক হয়ে যায়।

জিন্‌দ্রিসকা একেবারেই কিশোরী। তবু রক্তমাখা সাইকেলটা সে ঠিক চিনে নিল। ঘুর পথে অল্পক্ষণের মধ্যেই সাইকেলটা সে নিয়ে এলো।

'কেউ দেখেছে,' জান্ উদ্বেগ প্রকাশ করে।

জিন্‌দ্রিসকা গোটা ব্যাপারটার গুরুতর তাৎপর্য কতটা বুঝেছে বোঝা গেল না। বললো, 'দু-একজন রক্ত দেখে দুর্ঘটনা হয়েছে কী না জানতে চাইলো। আমি কিছু বলি নি।'

গরম জলে হাত পরিষ্কার করছিল জান্। শিরদাঁড়ার মধ্যে তবু তার যেন বরফের টুকরো গলে গলে নামছে।

বুলোভ ক্লিনিক।

আহত রাইনহাড হেডারিককে ওরা দেখেই চিনেছে। রুটির

গাড়ি থেকে স্ট্রেচারে নিয়ে বেড়ে তোলবার আগেই হ্রাডকানী ক্যাসেল-এ ফোন চলে যায়। একজন কেউকেটাই ধরেছিল। তিনি তো বিশ্বাসই করতে চান না।

—আপনাদের মাথা খারাপ। রাইখ প্রটেক্টর এখন এয়ার পোর্ট থেকে রওনা হয়ে বার্লিনের পথে। বুলোভ ক্লিনিকে আপনারা কাকে এনেছেন ?

শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা বোঝানো গেল। ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে ফায়ার মার্শাল যেমন তার অপ্রতিরোধ্য কনভয় নিয়ে উপদ্রুত অঞ্চলে ছুটে যান তার সঙ্গেই হয়তো তুলনা মেলে। নাৎসী শাসনযন্ত্রের সমস্ত এপারেটাস অল্পক্ষণের মধ্যেই সক্রিয় হয়ে উঠলো। লাঞ্চের আগেই বার্লিন গেস্টাপো হেড কোয়ার্টার্স-এ খবর পৌঁছে যায়। কার্ল হেরমান ফ্রাঙ্ক পশ্চিম রাশিয়ায় হিমলারের হেড কোয়ার্টার্স-এ ফোনে কথা বলেন। ফুয়েরার-এর কমাণ্ড পোস্ট-এ হটলাইনে কথা বলেন হিমলার। বাঘা বাঘা ডাক্তার আর সার্জেনদের একদল প্রাগের পথে তৈরী হয়েছেন। ক্রোধে ফেটে পড়েছেন ফুয়েরার। পরে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন,

—পাইলট কার, ট্রুপস ভ্যান, কিছুই কি মার্সিডিস-এর সঙ্গে ছিল না! হেড্রারিক কী একাই যাতায়াত করতো। এ রকম ঝুঁকি কী কেউ নেয়!

নিজের নিরাপত্তার কথা ভাবতেন না হেড্রারিক। প্রচুর ক্ষমতা, প্রচুরতর শক্তিতে তাঁর মানসিকতা এমন তৈরী হয়েছিল যে তিনি নিজের নিরাপত্তার কথা একদম চিন্তা করতেন না। গেস্টাপো আর এস. ডি-র প্রধান নিজের সিকিউরিটির কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে করতেন না। ব্যক্তিগত এস এস দেহরক্ষীদের তিনি উৎপাত বলে মনে করতেন। হিটলার, গোয়েরিং আর হিমলার যেখানে ফোর প্লাই বুলেট প্রুফ গ্লাস গাড়িতে ব্যবহার করতেন সেখানে হুড খোলা মার্সিডিসে একা একা চলাফেরাই পছন্দ করতেন

হেডারিক। নিজেকে দুর্ভেদ্য—সম্পূর্ণ অপরাজেয় মনে করতেন রাইনহাড হেডারিক।

প্রাগ বেতারে বিশেষ ঘোষণা চলতে থাকে।

রাইখ প্রটেক্টরের প্রাণনাশের চেষ্টা হয়েছে। তিনি আহত হয়েছেন। অপরাধীদের ধরে দিলে দশ মিলিয়ন ক্রাউন পুরস্কার দেওয়া হবে। অপরাধীদের হদিস গোপন করলে, তাঁদের আশ্রয় দিলে গোটা পরিবারকে গুলি করে হত্যা করা হবে। আরও খবর, আরও জরুরী নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করুন।

• নোভাতনোর বাড়িতে পোশাক পরিবর্তন করে জান্ বেরিয়ে পড়ে। সকলেরই নিরাপত্তার প্রয়োজন। তাছাড়া লিবেন আর হলসেভিসে এলাকা কর্ডন করে যে কোনো সময় সার্চ শুরু হতে পারে। প্রায় মাইল দুই রাস্তা হেঁটে আসতে হলো। কপালের ওপর টুপি টেনে দিয়ে জান্ আহত মুখটা আড়াল করে। রেলকর্মীর আবাস। এখানে কয়েকটা গোপন মিটিং হয়ে গেছে।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক খুব স্বাভাবিক ভাবেই জান্‌কে গ্রহণ করেন। হেসে বলেন, আপনি নিজের দায়িত্বে থাকুন। আমার তরফ থেকে কোনো আপত্তি নেই। তবে ডাক্তার একজন দরকার। আপনার আঘাতটা ভাল নয়। চোখটাও ফুলেছে।

জান্ আপত্তি করেছিল কিন্তু ভদ্রলোক ছাড়লেন না। ট্রাম কনডাক্টরের পোশাকে অল্পক্ষণের মধ্যেই ডাক্তার এনে হাজির করেন। ওষুধপত্র লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে গেলেন। বললেন, সামান্য লেগেছে চিন্তার কোনো কারণ নেই। তবে পালিয়ে থাকবার নিরাপদ আশ্রয়ে গিয়ে একজন বিশেষজ্ঞকে দিয়ে চোখটা দেখাবেন।

রেলকর্মী আরও সংবাদ সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। বললে, আপনি আমার এখানে আছেন আমি জানিয়ে এলাম। বিশপ স্ট্রীটের

আস্তানায় কাল থেকে আপনার জায়গা হবে। আজ আপনাকে এখানেই থাকতে হবে।

রেলকর্মীদের এলাকা। জায়গাটা সহরের উপদ্রুত অঞ্চল থেকে দূরেও নয়। জান্ ভয় পেল। বারবার মনে হচ্ছিলো আশ্রয় হিসাবে মারী মোরাভেকের ফ্ল্যাট সবচেয়ে নিরাপদ হবে।

মিসেস নোভাতনোর দেওয়া পোশাক খুলে জান্ রেলকর্মীদের সাধারণ রঙীন ইউনিফর্ম পরে নিল।

কৌতূহল আর ভয়ে মনের অবস্থা কঠিন। ব্যর্থতার গ্লানি নিজের প্রাণশক্তিকে যেন নিঃস্ব করেছে। অন্ধকার হতেই জান্ পথে নামে। বিক্ষিপ্ত টুকরো টুকরো জটলা। কাগজ বিক্রি হচ্ছে। পাশ থেকে কথা ভেসে আসে। দশটা থেকে কার্ফু। বাড়ির বাইরে যাওয়া বিপদ। আশ্রয়স্থল এখনই চাই। জান্ কুবিশই এই মুহূর্তে প্রাগের সবচেয়ে মারাত্মক লোক।

সারা রাস্তা জান্ এক দারুণ উত্তেজনার মধ্যে চলে। এই পথে কতদিন এসেছে গিয়েছে। সামান্য বিপদের কথা মনে হয় নি। সামান্য কিছুতেই ভয় লাগছে। লোকের জটলা দেখলেই মাথা নীচু করে সেখান থেকে সরে পড়ছে।

মারী মোরাভেক দরজা খুলে দেন। ব্যর্থতার কথা জানের মুখে শুনলেন।

মারী মোরাভেক তবু ভরসা দেন, হাসপাতালে ভর্তি করেছে দেখাই যাক না।

আটা কিন্তু অদ্ভুত ব্যবহার করলো প্রথমটা। এরকম ব্যবহার জান্ আশা করে নি। কথার মধ্যে একটা চাপা ক্রোধ প্রকাশ পায়।

—আপনি আবার এখানে এলেন কেন। মায়ের সাইকেলটা আপনারা ফেলে এলেন ?

জান্ বুঝতে পারে যোসেফ সাইকেলটা সঙ্গে নিতে পারে নি। ঐ জায়গাতেই ফেলে গেছে।

টেবিলের ওপর কাগজটা ছিল। অনেক কিছুই লিখেছে। আততায়ীদের চেহারার বর্ণনা একেবারেই মেলে নি। মারী মোরাভেকের পুরো সাইকেলের ছবিটা কাগজের প্রথম পাতায় দিয়েছে। কোথায় তৈরী। কোন কোম্পানীর। নম্বরটাও তুলে দিয়েছে। দুটো ব্রিফ-কেসের ছবি। পশমের একটা টুপি পাওয়া গেছে। একটা রেনকোট। পরিত্যক্ত স্টেনগানটার ফটোগ্রাফও ছেপে দিয়েছে।

ক্রমেই মুখটা শুকিয়ে যায় জানের। টুপি'টা প্রফেসার ওগোউনের ছেলের। গেস্টাপো অনুসন্ধান যে কী বস্তু সে জানে। কোথায় যে এদের কী ভাবে হাত পৌঁছোবে ভাবা যায় না।

কাগজের প্রথম পাতার তলার দিকে বড় হরফে লেখা :

—আততায়ীদের খবর গোপন করলে পরিবারের সবাইকে গুলি করে হত্যা করা হবে।

—কেউ খবর দিতে চাইলে কোনো কারণেই তার পরিচয় প্রকাশ করা হবে না।

—আততায়ীকে ধরে দিতে পারলে বা ধরতে সাহায্য করলে দশ মিলিয়ন ক্রাউন পুরস্কার দেওয়া হবে।

—কারো বাড়িতে রেজিস্ট্রি বহির্ভূত কাউকে আশ্রয় দিলে বাড়ির একটা লোকও রেহাই পাবে না।

রাত বাড়তেই ব্যারাক শূন্য করে ট্রুপস পথে নেমেছে। এলাকা সীল করে তালাশ চলে। সামান্য রকম প্রতিরোধের চেষ্টা হলেই গুলি করে হত্যা। সন্দেহজনক মনে করে বহু লোক গ্রেপ্তার হলো একরাত্রেই।

রাইনহাড হেডারিকের আততায়ীকে খুঁজে বার করতেই হবে। প্রাগে সারা রাত ধরে মানুষের তালাশ চলে। নাৎসী হাতুড়ীর প্রচণ্ড চাপে সব কিছু যেন গুঁড়িয়ে যাবে।

এক ধাক্কাতেই কেমন যেন সব বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। জান্ মারী মোরাভেকের বাড়িতে উৎকণ্ঠা আর সন্ত্রাসে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

নিজের ব্যর্থতায় অপ্রস্তুত যোসেফ ফাফ্‌কা-র বাড়ির বিছানায় এপাশ ওপাশ করে। লিবোশ্লাভাকে এত কাছে পেয়েও ঠোঁটে কোনো কথা আসে না। ওদিকে মিসেস তেরেজার বাড়িতে রাত্রে যখন ওরা এলো তখন ওপেল্‌কা চেয়ারে বসে ঘুমোচ্ছিলো।

লুকোনোর একটা গোপন জায়গা ছিল। আলমারীর পেছনে একটা চোরা জায়গায় তাড়াতাড়িতে ওপেল্‌কা আশ্রয় নেয়। তবু ব্রাউনিং অটোমেটিক হাতে নিয়েও নিজেকে মোটেই নিরাপদ মনে হয় না।

দরজা খুলতে না খুলতেই ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ে। অন্য কিছু দেখে না। শুধু মানুষ খোঁজে।

মিসেস তেরেজা বলেন, 'ছোট মেয়েটি ছাড়া আমার বাড়িতে আর কেউ নেই।'

কথা কানেই তোলে না তারা। লাউঞ্জ পেরিয়ে আসে। সামনে পেছনে দেখে। রান্না ঘরেও ঢুকে পড়ে। প্রচণ্ড একটা ঝড়ের বেগে দ্রুত তালাশ। অতি নিকটে কাছে দাঁড়িয়েও ওপেল্‌কার হদিস তারা পেল না।

রাতটাকে বুট দিয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে যেন ওরা ভোর করালো। প্রাগ শহরের বুকে প্রথম রাতেই যে কী হয়ে গেল কেউ তার সন্ধানই জানতে পারে না।

সকাল থেকেই রেডিও প্রচার বার বার চলতে থাকে :

—সমস্ত সিনেমা থিয়েটার আর বার বন্ধ। সব রকম অনুষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ থাকবে।

—রাত্রে পথে কাউকে দেখলে গুলি করে হত্যা করা হবে।

—প্রাগের নাগরিক প্রয়োজনে জর্মন হেডকোয়ার্টার্স-এর সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

একটা যন্ত্রণার মধ্যে জানের ঘুম ভাঙলো। প্রচণ্ড অবসাদ। বুকে ব্যথা। বাঁধা চোখটা কষ্ট দিচ্ছে।

মারী মোরাভেক কফি তৈরী করেন।

রেডিওতে বলে—বেওয়ারিশ লোককে জায়গা দেওয়ায় কালরাত্রে পাঁচজনকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।

জান্ বলে, কিছু খেয়ে আপনার এখান থেকে আমি কেটে পড়বো।

—কেন?

—সাইকেলের সূত্র ধরে ওরা আসতে পারে।

—বলবো আমার সাইকেল চুরি গেছে।

—কিন্তু আমাকে এ অবস্থায় পেলে কি বলবেন?

—কিন্তু এ অবস্থায় তুমি যেতে পার না।

—বাইরের অবস্থা আরও খারাপ। আমাদের একটা মিটিং আছে। তিনটে পর্যন্ত কোনো রকমে কাটিয়ে বিশপ স্ট্রীটে আমি চলে যাব। আমার জন্যে আপনি ভাববেন না।

সেই মুহূর্তেই রেডিওতে প্রচার শুরু হয়:

—দুষ্কৃতকারীদের খোঁজ গোপন করলে, কোনো রকম সাহায্য করলে বা তাদের ধরায় সাহায্যে আসতে পারে এমন সংবাদ গোপন করলে কাউকেই রেহাই দেওয়া হবে না। গুলি করে হত্যা করা হবে।

—আপনি আমাকে আটকাবেন না। আমি ঠিক চলে যাব।

—সে হয় না।

—আপনার বাড়িতে অনেক থেকেছি। অনেকে এই সব প্রচার শুনে নানা রকম ভাবতে পারে। তাছাড়া এটা একটা বিরাট ফ্ল্যাট বাড়ি। এখানে ওরা এখনও আসে নি কিন্তু আসবে। আর একটা কথা ভাবছি দায়িত্ব আমারই সবচেয়ে বেশী। ঝুঁকি আমাকেই বেশী নিতে হবে।

—এটা কোনো কাজের কথা নয়। তোমার কী মনে হয় হেডারিক এ যাত্রায় বেঁচে যাবেন?

শূন্যদৃষ্টিতে জান্ তাকিয়ে থাকে। এই একই প্রশ্নে সে শুধু তছনছ হচ্ছে। কয়েক মুহূর্ত পর বলে,

—গ্রানেডটা সম্পূর্ণ নতুন ধরনের। বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বিরাট ধ্বংসলীলা সৃষ্টি করতে এটা ব্যবহার হয় না। তবে ফলাফল কী হবে আমি বলতে পারি না। হেডারিক আদৌ আহত হয়েছেন কিনা আমি জানি না। রেডিও প্রচার কতটা সত্যি আমি বলতে পারি না। আমি তাঁকে আহত অবস্থায় দেখি নি। আমি নিরুপায় হয়ে গ্রানেডটা চার্জ করতে বাধ্য হয়েছিলাম।

জান্ মারী মোরাভেকের ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে গেল। রেলস্টেশনে বিস্তর মানুষ। এত ব্যস্ততার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে দেওয়া যায়। একা একা অদ্ভুত অদ্ভুত চিন্তা সব মাথায় আসে। বেলা তিনটে পর্যন্ত জান্ রেল স্টেশনেই থেকে গেল।

বিশপ স্ট্রীটের বাড়িটায় জান্ ঠিক সময়ই চিনে এলো। দরজা খুলে দেন হাজস্কী।

হাজস্কী অনেক যেন তাজা লোক। জান্ প্রাণশক্তি ফিরে পায়।

এক রকম ধমকে উঠলেন,

—এসব তো হবেই। জেনেশুনেই তো ঐ সব আমরা করছি। ফ্যাসিজিম কী বস্তু তোমরা দেখছি জান না। অপমান আর পরাজয়ে উন্মত্ত নাৎসী পাশবতা গত চব্বিশ ঘণ্টা প্রাগ শহরে চলেছে। বাইরেও ক্ষ্যাপা কুকুরের মত অনুসন্ধান চলছে। আমরা রণক্ষেত্রের মধ্যে থেকেও আসল যুদ্ধ কী জিনিস জানি না। জর্মন ট্রুপস যেখানে যাচ্ছে সেখানে কী করছে তোমরা জান না। তুমি যেন একটু দচকে গেছ মনে হচ্ছে।

—রেডিও প্রচার আমি বিশ্বাস করি না। সন্ত্রাস আর প্রাগের নিরপরাধ সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচারের অছিলায় এ প্রচার চলছে। উদ্দেশ্য আমাদের ব্যর্থ হয়েছে।

—এখানেও তুমি ভুল করেছো। হেডারিকের অবস্থা মোটেই

ভাল নয়। তবে যোসেফের ছুটো গুলি খেয়েও দ্বিতীয় জন বোধহয় বেঁচে যাবে।

—হেডারিকের ব্যাপারে আপনি কী শুনেছেন ?

—শোনা কি যায়। তবে গোপন এক সূত্রে জেনেছি অবস্থা মোটেই ভাল নয়। বার্লিন থেকে বাঘা বাঘা ডাক্তার আর সার্জেন পাঠাচ্ছে কিন্তু হেডারিককে বার্লিনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এ থেকে তুমি কী বুঝতে পাচ্ছো। হেডারিকের অবস্থা এমন একটা আশঙ্কার মধ্যে চলেছে যাতে ঝানু ডাক্তাররাও তাঁকে নাড়াতে ভয় পাচ্ছে। শুনেছি জ্ঞান আর তার ফেরেনি। হেডারিকের স্বাস্থ্য সম্পর্কে কাগজে কোনো বুলেটিনই তোমরা দেখবে না। আমার তো মনে হয় সম্পূর্ণ হতাশ হবার প্রশ্নই ওঠে না।

—যোসেফের খবর জানেন ?

—প্রফেসারের বাড়ি সে ভালই আছে।

—আর সব কে কোথায় আছে ?

—সব ভালো আছে। তবে ওপেল্কা মরতে মরতে বেঁচে গেছে। প্রাগে কয়েকজন নতুন যারা এসেছে তাদের নিয়েই হয়েছে মুশকিল। পরিচয়পত্র যোগাড় করা কী কঠিন নিশ্চয়ই বুঝতে পার। তবে এই সময় মানুষ চিনছি জান্। আমরা সবাই যেন অগ্নি পরীক্ষার মধ্যে চলেছি।

—জিনদ্রার খবর কী ?

—তোমাদের জন্যে খুবই চিন্তিত।

—আজ আমি থাকবো কোথায় ?

—ওগোউনের বাড়ি।

—কিন্তু গোটা পরিবার বিপদাপন্ন হতে পারে। বড় বড় ছুটো ছেলে। ভদ্রমহিলার জন্যে ওগোউন কিছু বলতে পারেন না।

—এ সব নিয়ে আমরাও ভাবছি। আজকের মত অন্য বিকল্প কিছু নেই। কাল অন্য ব্যবস্থা হবে।

—কী ব্যবস্থা।

—নিরাপদ আশ্রয়।

—আর একটা পরিবারে।

—সেটা আমাদের ওপর ছেড়ে দাও। এমন একটা আশ্রয় হয়তো কাল পাব জর্মনরা তার নাগাল পাবে না। কোনো রকমে একটা রাত তোমরা চালিয়ে দাও। আজ আবার ন'টা থেকে কার্ফু।

—এলাকা ঘিরে ওরা সার্চ করছে।

—জানি।

জানের সঙ্গে হাজস্কীও পথে নামলেন।

—যোসেফের সঙ্গে তোমার আর দেখা হয়নি ?

—না।

—তার জন্যে ভেবো না। সে ভালই আছে। তবে মানসিক অবস্থা তোমার চেয়ে খারাপ।

হাজস্কী মোড়ে এসে আলাদা হয়ে গেলেন।

প্রফেসার ওগোউন এই মারাত্মক ঝুঁকি খোলা মনে নেবেন না জান্ জানে। স্ত্রীর কথা ফেলতে পারবেন না। তাছাড়া অমত করবেনই বা কী যুক্তিতে। তবু বৃদ্ধ মানুষটি মনের দিক থেকে মোটেই প্রস্তুত নন। জান্ সব বোঝে। অন্য কোনো বিকল্পই বা কী আছে। সে নিজেও আজ নিরুপায়।

রাস্তায় পথচারী কমে আসছে। যানবাহন এক রকম নেই বললেই চলে। নাৎসী জিপ অলিগলিতেও ঢুকছে। একটা অসাধারণ ব্যস্ততা। তবু আকাশের তলায় রাস্তাতেই ভাল লাগে। চার দেয়ালের মধ্যে আরও যেন গুমট, দম বন্ধ হয়ে আসে।

ফাদার যে এভাবে এগিয়ে আসবেন জিনদ্রা কল্পনাও করতে পারেন নি। কঠোর নিয়ম নিষ্ঠা খ্রীষ্টীয় মতবাদ ছাড়া তিনি যে কিছু ভাবতে পারেন জিনদ্রার জানা ছিল না। সেন্ট্ সিরিল চার্চের অতি গোঁড়া যাজক হিসাবে তিনি প্রাগে সুপরিচিত। বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্কহীন এই মানুষটি জিনদ্রাকে সম্পূর্ণ মুগ্ধ করে।

. ফাদার ভ্লাডিমির পেট্রেক কম কথার মানুষ। জিনদ্রার সঙ্গে পরিচয় দীর্ঘদিনের। জিঁনদ্রার 'সোকোল' জীবনের ইতিহাস তাঁর জানা। আপন মনে বলে চলেন,

—আমি সিরিল চার্চের অন্যান্য ফাদারদের সঙ্গে একমত হয়েই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। একা নিজের দায়িত্বে এ কাজ আমি করতে পারি না। তাঁরাও এ সময়ে আমার কথা সমর্থন করেছেন। আমাদের 'এই দেশের ছেলেরা প্রচণ্ড অত্যাচারের সামনে প্রাণভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে তাদের রক্ষা করতেই হবে। ভগবান যীশু ওদের জায়গা দিতে আগ্রহী। আমি জানি কী ভয়াবহ জীবন আপনারা বেছে নিয়েছেন। হয়তো দেশের জন্যে আপনাদের এই মহান আত্মত্যাগের প্রয়োজন আছে। নাৎসী শাসন থেকে আমাদেরও অনেক নতুন নতুন উপলব্ধি হয়েছে। আমি আপনাদের সাহায্য করতে চাই। আপনার ছেলেদের আমি সিরিল চার্চে আশ্রয় দেব। এ ভাবে তারা কেউ বাঁচতে পারবে না। কিছুদিন এ রকম চলবে। প্রাগের কোনো মানুষকে গেস্টাপোরা ঘুমতে দেবে না। অত্যাচার আর সন্ত্রাসের মাত্রা কিছুটা প্রশমিত না হওয়া পর্যন্ত এই আশ্রয়স্থল আপনাদের কাজে আসবে।

জিনদ্রা বলেন, 'আপনি প্রকৃত মহান। আপনি আমাকে জানেন। এত সুন্দর নিরাপদ আশ্রয় শিবির আমার ছেলেদের আজ বড়

দরকার। এদের রক্ষা করতেই হবে। এরা চেকোশ্লোভাকিয়ার রত্ন। আমাদের দেশের আগামী ইতিহাস এরাই রচনা করবে। জর্মন ফ্যাসিবাদকে ধ্বংস করার এরা এক একজন প্রকৃত সৈনিক। আলাপ করে দেখবেন—আপনি চিনবেন ঠিক।'

ফাদার পেট্রেক কী ভাবে এই তরুণদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন সে সম্পর্কেও কথা হলো। রেসলোভা স্ট্রীট থেকে এক একজনকে তিনি আলাদা আলাদা ভাবে নিয়ে যাবেন। দূর থেকে ফাদারকে অনুসরণ করে তারা চার্চ পর্যন্ত আসবে।

এ এক বিরাট সাফল্য। ওপেল্কাকে ঘরের চাবি দিয়ে আজ থেকে জিনদ্রা শহরতলীতে সরে গেছেন। এত বড় সংবাদটা হাজস্কীকে জানিয়ে গেলেন। নিশ্চিন্ত হন হাজস্কী।

—আপনার কোনো খবর আছে?

—ন'টা থেকে কার্ফু! আপনি আর দাঁড়াবেন না।

পরদিন ফাদার পেট্রেক-এর সঙ্গে চার্চে প্রথম এলো জান্ কুবিশ। তারপর যোসেফ আর ভালচিক।

একে একে বুবলিক, হরুবি আর স্ভারেক এসে মিলিত হলো। ওরা তিনজনেই সাম্প্রতিক একই নিয়মে দেশের মাটিতে এসে নেমেছে। জিনদ্রা খবর পাঠান ওপেল্কাও যেন চার্চে থাকে।

পুরোনো চার্চ। বিশাল বিশাল চওড়া সিঁড়ি। থামগুলোও প্রকাণ্ড। প্রবেশপথের ভারী দরজার গায়ে লোহা বসানো চটকদারী শোভা। পাতলা কাঠ আর কাচ বসানো দেওয়াল জুড়ে বিচিত্রিত সূক্ষ্ম কাজ বেদীর ছ'পাশ পর্যন্ত বিস্তৃত।

ফাদার পেট্রেক সব ঘুরে ঘুরে দেখলেন। ছ'শো বছর আগে এই গীর্জা তৈরী হয়েছিল। দেওয়ালের গায়ের ফ্রেস্কো। সবই জর্মন শিল্পীদের আঁকা। সকালে মেন গেট খেলা হয়। উপাসনার জন্যে বাইরে থেকে লোক আসে। ফাদার সবাইকে সতর্ক করেন।

ঘুরে ঘুরে ফাদার পেট্রেক সিরিল চার্চের ভেতরের নানা জায়গা

সবাইকে দেখিয়েছেন। উপাসনা হলের ঠিক নিচে, লুকোনো এক পৃথক আঙ্গিনায় তারপর নিয়ে এসেছেন। এক সময় এখানে গির্জার যাজকদের কবরও দেওয়া হতো। সম্পূর্ণ নিরালায় যীশুর ভজনার এক অপূর্ব স্থান। ওপরের ঘুলঘুলির নিচে পর্যন্ত অনেকটাই এর মাটির তলায়।

ফাদার পেট্রেক বলেন, 'এখানে তোমাদের খুঁজে পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। আর একটা মজার ব্যাপার, আজও আমি পথটা যে কোথায় জানি না। তবে এই মাটির তলার ঘর থেকে কোনো একটা পাথর সরালে নাকি সুড়ঙ্গ পথ পাওয়া যায়। সেই সুড়ঙ্গটা সোজা চলে গেছে ভ্লাটাভা নদীর মুখে।

মুগ্ধ বিস্ময়ে ওরা ঘুরে দেখছিল। ফাদারের স্নিগ্ধ মুখশ্রীতে এক পবিত্র প্রশান্তি। শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে।

দেখতে দেখতে ওরা নিজেদের মত করে সাজিয়ে নিল। খাবার মজুত করা হলো। রেঁধে খাবার স্টোভও ফাদার দিয়ে গেলেন। লুকিয়ে রাখা অস্ত্রশস্ত্রের অনেকটা ওরা এখানে এনে মজুত করে।

'প্রচণ্ড একটা পাগলামোর মানসিকতায় নাৎসীদের পেয়ে বসেছে। প্রাগের নিরীহ মানুষকে ওরা জেনেশুনে হত্যা করছে। এ পাগলামো কিছুদিন চলবে। ভয়ঙ্কর তালাশ থেকে বাঁচতে গেলে এ আশ্রয় তোমাদের লাগবে। দিনের পরিবর্তন হলে তোমরা চলে যেও। অবস্থা স্বাভাবিক হতে সময় লাগলেও এ অবস্থা খুব দীর্ঘস্থায়ী হবে না,' ফাদার পেট্রেক তাঁর আশীর্বাদ জানিয়ে চলে যান।

পাগলামো কিন্তু থামছে না। প্রথম দিনই হিমলার কার্ল ফ্রাঙ্ককে নির্দেশ দিয়েছেন। বাছাই করে আজ দশ হাজার গ্রেপ্তার করুন। প্রাগের একশো বুদ্ধিজীবীকে গুলি করে হত্যা করুন। পরবর্তী নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করুন।

যোগ্যতার সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন কার্ল ফ্রাঙ্ক। তিনি যেন

শুরু থেকেই বোঝাতে চাইছেন—নিষ্ঠুরতায় তিনি হেডারিকের চেয়ে কম নন। ঘন ঘন তার পাঠাচ্ছেন বার্লিনে। হিমলারের সম্মতি নিয়ে নির্দেশ এসে পৌঁছোয়। মানসিকতাই অন্য রকম। হত্যা আর হত্যাই শুধু রাগের জ্বালা মেটাতে পারে। সুযোগ জীবনে একবারই আসে। নিজের যোগ্যতা প্রমাণের নির্দয় প্রচেষ্টা ফ্রাঙ্ক করে চলেছেন। যখন তখন এলাকা জুড়ে কর্ডন হয়ে যাচ্ছে। নির্বিচারে গ্রেপ্তার চলে। মেয়েরাও। বৃদ্ধ ও কিশোর কারও রেহাই নেই। গুলি করে হত্যা করা চলেছেই। এ পরিস্থিতির তুলনা মেলে না। তবে কোনো দৃষ্টান্তই যথেষ্ট নয়। অপরাধীদের খুঁজে বার করার নির্দেশ আসে বার বার। টিউটন দেবতার ক্রোধ যেন ক্রমশঃ বেড়েই চলে।

বুলভ ক্লিনিক সম্পূর্ণ এক নিষিদ্ধ এলাকা। গোটা হাসপাতালই এক রকম ফাঁকা করে দেওয়া হয়েছে। অন্যত্র রোগী সরে গেছে। অপ্রয়োজনীয় ডাক্তার আর নার্সদেরও এখানে আজ প্রবেশ নিষেধ।

এই ক্লিনিক এখন যেন প্রাগ শহরে কেন্দ্রবিন্দু। হ্রাডকানী ক্যাসেল নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। বিশেষ পরিচয়পত্র ছাড়া কারও এর ত্রিসীমানায় প্রবেশ নিষেধ। নিউজম্যানও রাখা হয়েছে বাছাই করে। রাইনহাড হেডারিক বিছানায় শায়িত। চোখমুখের কোনো অভিব্যক্তি নেই। মুখটা সম্পূর্ণ বিবর্ণ হয়ে গেছে। হিমলারের জরুরী কেবল্ পেয়ে হেগ থেকে বার্লিন ছুটে আসেন শেলেনবার্গ। কয়েক প্রস্থ ব্রিফিং-এর পর তিনি প্রাগে ছুটে এসেছেন। ইতিমধ্যে এম. এম. টি. চীফরা পৌঁছে গেছেন। মূলার আর নেব দুজনেই উপস্থিত। মূলার গেস্টাপো চীফ, নেব ক্রিমিন্যাল পুলিস দপ্তরের অধিনায়ক। হিমলারের ব্যক্তিগত চিকিৎসক প্রফেসার জেবহার্ট-এর নেতৃত্বে একটা উচ্চ পর্যায়ের মেডিক্যাল টিম কাজ করে চলেছে। রাইনহাড হেডারিক একরকম শেলেনবার্গ-এর মনিবই বলা চলে। হেডারিকের চেতনা নেই। রক্ত দেওয়া হচ্ছে।

প্রফেসার জেবহার্ট বলেন, 'গ্রানেডের অতি সূক্ষ্ম টুকরো শরীরে প্রবেশ করে প্লাহা পর্যন্ত জখম করেছে। তবে আগের চেয়ে একটু ভাল।

—অপারেশনের সুযোগ নেই।

—এখনই বলা যাচ্ছে না।

হ্রাডকানী ক্যাসেলের ঘরে একা চুপচাপ বসে থেকেছেন শেলেনবার্গ। মূলার আর নেব তাঁদের অনুসন্ধানের কাগজপত্র মেলে ধরেন। ঘটনার বিস্তৃত বর্ণনার সঙ্গে অনেক কিছুই মেলে না। স্টেনগান যে কাজ করে নি তার কোনো উল্লেখই ছিল না।

ক্রিমিন্যাল পুলিস চীফ ক্রিমিন্যাল টেকনোলজির কাগজ হাতে তুলে দেন। গবেষণা করে দেখা হয়েছে এ ধরনের মারাত্মক গ্রানেডের পরিচয় ইতিপূর্বে পাওয়া যায় নি। দূরত্ব বুঝে এ গ্রানেড এডজাস্ট করতে হয়। বিস্ফোরকটা আট গজ দূর থেকে আস্তে ছোড়া হয়েছে। গ্রানেডটি নিঃসন্দেহে ইংলিশ অরিজন। মনে হয় আততায়ী চেক প্রতিরোধ বাহিনীর সাধারণ স্তরের কর্মী নন। একজন প্রথম শ্রেণীর সেনা। ইংল্যাণ্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত কিছু চেক তরুণকে মোরাভিয়া আর বোহেমিয়াতে প্যারাস্যুটে নামানো হয়েছে। আততায়ীকে তাদেরই একজন বলে সন্দেহ করা যায়।

ক্রিমিন্যাল চীফ হের নেব-এর রিপোর্টিং চুপচাপ শুনে যান শেলেনবার্গ। মনে মনে ভাবেন অন্য কথা। স্বয়ং ফুয়েরারের বিশেষ স্নেহভাজন, নিতান্তই আস্থাভাজন রাইনহাড হেডারিক ইদানীং যে অসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন তাতে ঈর্ষাকাতর প্রথম শ্রেণীর কোনো নাৎসী নায়কের ষড়যন্ত্র নয়তো! তৃতীয় রাইখের জন্মই যেখানে বিশ্বাসঘাতকতা, শঠতা, ষড়যন্ত্র আর অন্ধকারে লম্বা লম্বা ছুরিকার মর্মান্তিক হত্যানাট্যের মধ্যে, সেখানে এ সংশয়, সন্দেহ আর অবিশ্বাস নিতান্তই প্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়ায়।

হ্রাডকানী ক্যাসেলে দীর্ঘসময় ধরে আলোচনা চলে। ক্রিমিন্যাল

পুলিস চীফ নেব হল্যাণ্ড থেকে প্রাগে উড়ে এসে এক মুহূর্ত বিশ্রাম নিতে পারেন নি। গেস্টাপো চীফ হের মুলারেরও ঐ একই অবস্থা। ওদিকে শেলেনবার্গ-এর সঙ্গে এসে মিলিত হয়েছেন কাপ্টেনক্রুনার। হিমলার প্রাগে এসে ঘুরে গেছেন। এয়ার পোর্টে কার্ল ফ্রাঙ্ককে বলেন, 'ফুয়েরার আপাততঃ কুর্ট্ ডালুএজ-কে হেডারিকের জায়গায় মনোনীত করেছেন। আপনার যোগ্যতার কথা আমি জানি। ফুয়েরার আপনার কাজকর্মে অবশ্য খুবই খুশী। কাজ চালিয়ে যান।'

কাজ চলতে থাকে। গেস্টাপো আর ভারমাখট সেনাদের নির্মম তালাশ চলে রাত্রি দিন। বোহেমিয়া আর মোরাভিয়ার গোটা অঞ্চলে প্রায় সাড়ে চার লাখ সিকিউরিটি আর রেগুলার আর্মি নামিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আততায়ীর সন্ধান পাওয়া যায় না। শুধু আন্দাজ আর অনুমানের ওপর ভিত্তি করে গ্রেপ্তার, হত্যা আর কনসেনট্রেশান ক্যাম্পে সাধারণ মানুষ চালান হতে থাকে।

গেস্টাপো কোনো কিছু না পেয়ে নিতান্তই সন্দেহ করে ভালচিকের ছবি মোড়ে মোড়ে টাঙিয়ে দিয়ে গেল। ভালচিকের জাল কাগজপত্র ওরা পারতুবিসে-তে আটক করেছিল। একটা যোগসূত্র খাড়া করে আততায়ী হিসাবে ভালচিককে দাঁড় করালো।

চৌমাথায় ভালচিকের টাঙানো ছবি দেখে হাজস্কী প্রথমটা খুব ভয় পেয়ে যান। কোথায় যেন কিছু একটা লিক হয়েছে। পরে ভেবে দেখলেন ব্যাপারটা। ছবি সংগ্রহের সূত্রটাও খেয়াল হলো। খবরটা গীর্জায় পৌঁছোনো দরকার। ভালচিক এখন আর যেন বাইরে না আসে। আর একটা কথা ভেবে হাজস্কী আশ্বস্ত হন। নাজী সিক্রেট সার্ভিসের হাতে আততায়ীর সম্পর্কে সঠিক কোনো তথ্যই নেই। তবে প্যারাস্যুটে নামা লোকদের ওরা মোটামুটি সন্দেহ করছে। রাস্তায় ওরা অনেক কিছুই রেখে গেছে। ব্রিফকেস থেকে মাথার টুপি। রেনকোটটাও পুরোপুরি ইংলিশ অরিজিন।

সন্ধ্যের পর মারী মোরাভেক ফিরে এসে দেখেন অ্যানা অপেক্ষা করছে। শরীরটা ভাল নেই। মনের অবস্থা ভাল থাকবার কথা নয়। কিন্তু অসাধারণ প্রাণশক্তি। পারত্নবিসে থেকে ফিরছেন। লিবুসে গ্রুপের কাছে সংবাদ দেওয়া-নেওয়ার দায়িত্বে আছেন মারী মোরাভেক।

অনেক কথাই হয়। বুদ্ধিমতী মারী মোরাভেক বুঝতে পারেন মনের দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়ছে অ্যানা। মারী মোরাভেক নানা কথা তুলে অ্যানাকে বোঝাতে চেষ্টা করেন। গোটা দেশটা এখন সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে চলেছে, সেখানে আমাদের প্রত্যেকের জীবন সামান্য রকম নিশ্চয়তা থেকে বঞ্চিত। এই উপলব্ধি মাথায় না থাকলে কষ্ট পেতে হবে অকারণে। স্বাধীনতা সংগ্রামের আনন্দের মধ্যে বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি মেনে নিতে হয়। মাতৃত্বে পৌঁছনোর আনন্দ-সুখে কষ্ট আর ব্যথা-যন্ত্রণা থাকেই।

জানের প্রসঙ্গ উঠলো। সব খবরই রাখেন মারী মোরাভেক। কিন্তু জিনদ্রার কথা ভুলে যান না। সিরিল চার্চের কথা গোপন করেই গেলেন। অপ্রয়োজনে গোপন কথা চালাচালি করা এক সর্বনেশে হঠকারিতা।

বললেন, 'ওদের জন্যে ভয় নেই। শুনেছি তাদের ভাল ব্যবস্থাই হয়েছে। বিপদের কোনো আশঙ্কা নেই।

—আটা কোথায়?

—সে এখন বাইরে থাকছে। যখন-তখন আমাদের বাড়িতে গেস্টাপো হামলা হতে পারে। হাজস্কী তাই আটাকে দূরে থাকতে বলেছেন প্রাগ থেকে।

একমাত্র সার্জেণ্ট মেজর কারেল কুর্ডা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। স্কোডা অপারেশনের পর সে ফিরে গেছে নোভা হেলনার খামার

বাড়িতে। প্রচণ্ড সন্ত্রাসের মধ্যে পড়ে নিতান্ত নির্বান্ধব অবস্থায় ক্রমেই সে নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলে। দূর থেকে সমস্ত অবস্থাই সে আন্দাজ করতে পারে। পিচেলের জঙ্গল-জীবনের কথা সে শুনেছে। আর্নেস্টা মিক্স-এর ছুই ভাই যারা মিক্স-এর প্যারাস্যুটে দেশে ফিরে আসার কথা জানতো না তারাও রেহাই পেল না। গুলি করে তাদের হত্যা করা হলো। ক্রমাগত রেডিও প্রচারে ভয়াবহ শাস্তির কথা শুনে কারেল কুর্ডা মাঝে মাঝে মনোবল যেন হারিয়ে ফেলে। বিবাহিত ছুই ভাই, আর মা-র কাছে সে যেন অপরাধী। বাড়ির সবাই রেডিওর প্রচার শোনে আর কুর্ডার দিকে তাকিয়ে থাকে। অভিযোগ কেউ করে না কিন্তু কুর্ডা যেন বুঝতে পারে তারা যেন বলতে চায়, তুমি দেশে ফিরেছো কেন? আমাদের সংসারে চূড়ান্ত সর্বনাশ কী তুমি ঠেকাতে পারবে !!

একটানা রেডিও প্রচার যেন থামবে না :

—আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন। আততায়ীদের খুঁজে বার করতে আমাদের সাহায্য করুন। সত্য গোপন করলে, অপরাধীদের কথা গোপন করলে, আততায়ীদের কোনো ভাবে সাহায্য করলে পরিবারের সবাইকে গুলি করে হত্যা করা হবে। সহযোগিতা করুন, আপনার পরিচয় গোপন রাখা হবে। সৎ নাগরিক অনেকে এগিয়ে আসছেন। আপনি যা জানেন তাই আমাদের জানিয়ে যান। স্থানীয় পুলিস ফাঁড়িতে যোগাযোগ করুন।

কারেল কুর্ডা বাড়ি থেকে বেরুতেই ভয় পায়। শিশুপুত্র তার মা'র সঙ্গে থাকে। বেশী দূরের পথ নয়। তবু সেখানে যেতে ভয় পায়। একটা মানুষকে বিশ্বাস করা যায় না। প্রতিটি লোকের চোখে সন্দেহ। মনে হয় যেন সবাই কুর্ডাকে দেখছে। প্রবল শীতের সন্ধ্যেতেও কুর্ডা ঘেমে ওঠে।

ডঃ হরুবীর মনোনীত এক মহিলা ডাক্তার সিরিল গির্জায় জানের

চোখ দেখে গেল। আঘাতের দাগ মিলিয়ে গিয়েছে। ওষুধে অল্পদিনেই চোখ স্বাভাবিক হয়ে এলো। প্রৌঢ় হাজস্কী মাঝে মাঝে আসেন। খবরাখবর দেন। অ্যানার কথা। মারী মোরাভেকের সংবাদ জানায়। যোসেফকে শুনিয়ে শুনিয়ে লিবোশ্লাভার গল্প করেন। প্রচণ্ড চাপের সামনে প্রতিটি কর্মীর আশ্চর্য মনোবলের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

রক্তের গন্ধ শুঁকে শুঁকে গেস্টাপো নেভোত্‌নার বাড়ি ঠিক এসেছে। ওরা যেমন আসে। দরজা খোলবার আগেই যেমন ধাক্কা মেরে ঝুঁকে পড়ে। কোনো সূত্রই পাওয়া যায় নি। শুধু মিসেস নেভোত্‌নার কিশোরী মেয়ে জিন্দ্রিসকার চেহারার সঙ্গে আশ্চর্য মেলে। বাটার দোকানের স্টাণ্ড থেকে রক্ত মাখা সাইকেলটা চালিয়ে আসতে অনেকেই দেখেছে তাকে।

লিবেন আর হোলসেভিসের এলাকার সমস্ত স্কুলে জিন্দ্রিসকার এজ গ্রুপের সবাইকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। কয়েকটাকে বাপ-মা সুদ্ধ ইতিমধ্যে আটকানোও হয়েছে সন্দেহ করে। কিন্তু মিসেস নেভোত্‌না অসাধারণ পারদর্শিতায় বিপদ কাটিয়ে উঠলেন। আশঙ্কা তিনি আগেই করেছিলেন। তাই প্রস্তুতি তিনি সঙ্গে রেখেছিলেন। গেস্টাপো বুঝে গেল মেয়ে অসুস্থ। অনেকদিন স্কুলে যায় না। বাড়ির বাইরেই যায় না জিন্দ্রিসকা।

সব কিছুই যেন হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। বাছা বাছা বিশেষজ্ঞদের টিম কিছুই করতে পাচ্ছে না। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সমস্ত প্রচেষ্টাই যেন ব্যর্থ হতে চলেছে। প্রফেসার জেবহার্ট টেলিফোনে এই প্রথম বার্লিনে হিমলারের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তোতলাতে থাকেন, 'আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করে চলেছি। সাময়িক ভাবে ওষুধ কাজ করছে কিন্তু আবার সেই একই সঙ্কট দেখা দিচ্ছে। কাল সকালের আগে আমি আর কিছু বলতে পারবো না। ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন।'

শেষ রাত্রে সঙ্কট দেখা দিল নতুন করে। নতুন নতুন উপসর্গ লক্ষ্য করা যায়। ধমনী আর রক্ত নিতে পাচ্ছে না। সম্পূর্ণ অচেতন মানুষটির চোখ দুটি অল্পক্ষণের জন্যে খুললো। জেবহার্ট নাড়ি দেখছেন। চোখের দৃষ্টি দেখে হয়তো ভাবেন হেডারিক কী যেন বলতে চান! বিদগ্ধ ডাক্তার জেবহার্ট ঐ চোখের দৃষ্টি চেনেন। পর পর দুটো ইনজেকশন দিলেন।

কিছু হয়তো ভাবছিলেন হেডারিক। হয়তো তার নিজের ব্রিফকেসের কথা মনে হচ্ছিলো। হয়তো ইতিহাসের পটভূমিতে তাঁকে কেমন দেখতে হবে সেই কথা মনে হচ্ছিল। অসম্ভব জীবনের নানা পটভূমির খণ্ডিত দৃশ্য হয়তো তাঁর চোখে ভাসছিল। হয়তো চোখে ভাসছিল চৌত্রিশ সালের একত্রিশে জুন। লম্বা লম্বা ছুরিকার অন্ধকারের নিশীথাভিসার। গোয়েবলস আর গোয়েরিং-এর হাত-তালীর মধ্যে হয়তো ক্ষণিকের জন্যে দেখতে পেয়েছেন গ্রিগার স্ট্রেসারকে। রক্তাক্ত গ্রিগর স্ট্রেসারের মরা চোখ দুটো হয়তো তাঁর চোখে ভাসছিল। হয়তো মন তাঁর রুশফ্রণ্টে চলে গিয়েছিল। পাল্টা মারের মুখে নাৎসী সেনাদের তুষারের মধ্যে পিছু হটার কথা হয়তো মনে হচ্ছিল। পোল সীমান্তের গ্লাইভিটস রেডিও স্টেশন দখল করে বিশ্বযুদ্ধ শুরু করবার দুঃসাহসিক পরিকল্পনার কথা হয়তো মনে পড়ছিল। হয়তো এসব কিছুই মনে পড়ছিল না। শেলেনবার্গ বলেন, কাজের ফাঁকে রাত্রে হঠাৎ তাঁরা বেরিয়ে পড়তেন দুজনে। ডাউন টাউন বার্লিনের অখ্যাত নাচঘরে ঠোঁটরঙ করা, সস্তা মেয়েদের সঙ্গে সারারাত মত্ত অবস্থায় হল্লা করার নাকি হবি ছিল মানুষটার। সেই সব দিনের কথা হয়তো মনে পড়ছিল। সেলোন কিটির বেলি ডান্সারের স্বেদাসিক্ত উদ্ধত যৌবনশ্রীর কথা হয়তো মনে পড়ছিল। রাইনহার্ড হেডারিক একবারও কী তোমার মনে পড়ে না তুষার পথে লক্ষ ইহুদীদের খালিপায়ের বিসর্পিল মৃত্যু মিছিল। ইহুদী নিধন যজ্ঞের সেই তৃতীয়

রাইখের গোপন পলিটিক্যাল করিওগ্রাফ যা তোমার নিজের হাতে তৈরী।

ভোর হচ্ছে। রাইনহাড হেডারিক আবার চোখ মেলে তাকালেন।

প্রফেসার ওগোউন স্ত্রীর কাছে অপরাধী। নিতান্ত অকারণে অপ্রস্তুত হয়ে আছেন। আপন মনে চলে চলেন,

—আমি জান্‌কে কিছু বলি নি। কেন সে আস্তানা পাল্টালো বুঝতে পারি না। হয়তো সে আমাদের বিব্রত করতে চায় না। তুমি বিশ্বাস কর কোনো দিন সামান্য মুহূর্তের জন্যে আমি কিছু বলা তো দূরের কথা সামান্য বিরক্তিও দেখাই নি। আমি বলেছি তুমি দেশের গর্ব। আমাদের ভবিষ্যত তোমরাই তৈরী করবে।

মিসেস ওগোউন স্বামীর অযথা এই মনস্তাপের কারণ বুঝে উঠতে পারেন না।

—আমি জানি।

—ভয় হয়, তুমি হয়তো আমাকে ভুল বুঝবে।

—এ তোমার অহেতুক চিন্তা।

—ওরা কোথায় গেল!

—জানি না। আশা করি ভালই থাকবে।

—মারী মোরাভেক কিছু জানেন না?

—না।

—তিনি জানেন না আমার বিশ্বাস হয় না।

—তুমি অযথা চিন্তা করছো।

—আমি কী ভাবছি জান, প্রতিরোধ বাহিনীর লোকেরা আমাকে ভুল বুঝতে পারে। মনে মনে ভাবতে পারে আমি দুর্বল হয়ে পড়েছি। তোমার ছেলের টুপিটা মাথায় দিয়ে জান্ সেদিন গিয়েছিল। গেস্টাপো টুপিটা রাস্তা থেকে উদ্ধার করেছে।

—টুপিতে নাম লেখা নেই।

—তা না থাক। তোমার ছেলে এটা হয়তো পছন্দ করে নি।

—আজ এসব কথা বলে কী লাভ। অযথা চিন্তা করে নিজে কষ্ট পাও কেন? প্রতিরোধ বাহিনী তোমাকে সন্দেহ করবে না। তারা আমাদের চেনে।

বাটার জুতোর দোকানটা হয়েছে যেন এক শিল্পমেলা। পথচারীদের ভিড় লেগেই আছে। সে এক আশ্চর্য প্রদর্শনী। রাইনহাড হেডারিকের আততায়ীরা পথে সেদিন যা কিছু ফেলে গেছে সবই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। মারী মোরাভেকের সেই সাইকেল। হতাশায়, ব্যর্থতায় পর্যুদস্ত যোসেফ ট্রাম লাইনের ধারে হাতের যে অস্ত্রটা সেদিন ছুঁড়ে ফেলেছিল—সেই স্টেনটা। সামান্য সূত্রও ওরা কাজে লাগাতে চাইছে।

প্রফেসার ওগোউন-এর ছেলের পশমের টুপি। তাড়াহুড়োতে রাস্তায় ফেলে যাওয়া জানের সেই ব্রিফকেস। স্টেনগানটা ঢেকে এনেছিল যাতে যোসেফের সেই পুরনো ম্যাকিনটোশটাও প্রদর্শনীতে দিয়েছেন গেস্টাপো চীফ। প্রাগের সাধারণ মানুষকে আততায়ীদের জিনিস সনাক্ত করতে এগিয়ে আসার অনুরোধ। ভিড়ের মধ্যে চাপা গুঞ্জনও নেই। কারো কোনো মন্তব্য নেই। সবাই দেখে কিন্তু কথা বলে না। সবাই বুঝতে পারে ভিড়ের মধ্যেও ওদের লোক আছে। বেফাঁস কথা বলে দু-একজন বিপদেও পড়েছে। গ্রেপ্তারের পর হাজারো প্রশ্ন। তাঁকে আর খুঁজেই পাওয়া যাবে না কোনোদিন।

বাটার দোকানের রেডিও হঠাৎ সক্রিয় হয়ে ওঠে। কিছুমাত্র ভূমিকা না করে বিশেষ ঘোষণা প্রচারিত হলো:

—আমরা দুঃখের সঙ্গে ঘোষণা করছি রাইখ প্রটেক্টর রাইনহাড হেডারিক আর আমাদের মধ্যে নেই। আজ সকালে তাঁর মহাপ্রয়াণ হয়েছে। তৃতীয় রাইখের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান রাইনহাড হেডারিক

দেহত্যাগ করেছেন। আজ মোরাভিয়া আর বাহেমিয়ার শোকের দিন। পরবর্তী ঘোষণার জন্য অপেক্ষা করুন।

একটা যেন গ্রানেড বিস্ফোরণ হলো। জমায়েত নিঃশব্দে শুরুতে রাস্তার ওপর ছড়িয়ে গেল। তারপর এক অস্বাভাবিক দৃশ্য। ওরাও বুঝতে পারে নি প্রথমে। এ তো শোক নয়। এ তো উল্লাস। লোকে টুপি আর ঘুসি ছুঁড়ছে আকাশে। ছোকরাদের একটানা শিটি আর আনন্দের হাততালী শুরু হলো।

বোঝাই যায় নি এতজন এত কাছাকাছি ছিল। হিংস্র জানোয়ারদের যেন পাগলামোতে পেয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অপেক্ষারত ভ্যানে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে থাকে। লোক দৌড়োচ্ছে। গুলি চলছে। পথচারীরা যেখানে সেখানে প্রাণভয়ে ঢুকে পড়ছে। সে এক অসাধারণ পরিস্থিতি। কয়েক মিনিটের বিপর্যয়।

বিশেষ প্রচার আবার শুরু হলো :

আমরা দুঃখের সঙ্গে ঘোষণা করছি রাইখ প্রটেক্টর রাইনহাড হেডারিক আর আমাদের মধ্যে নেই। আজ সকালে তাঁর মহাপ্রয়াণ হয়েছে। তৃতীয় রাইখের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান···

একটা মানুষ নেই। বাটার দোকানের সামনেটা সম্পূর্ণ খালি : পড়ে আছে শুধু বিক্ষিপ্ত কয়েক জোড়া জুতো আর মাথার টুপি। অল্প কিছু রক্তের দাগ। ফুটপাত আর রাস্তার কোণে দুধ ভর্তি একটা ফিডিং বটল আশ্চর্য রকম অক্ষত আছে।

রাস্তার ওপাশে দাঁড়িয়ে উৎসাহী কোনো প্রেস ফটোগ্রাফার যদি ছবি নিয়ে থাকেন তবে সাজিয়ে রাখা স্টেনগানটার পাশেই কিছুটা সামনের দিকে দুধের বোতলটা প্রদর্শনীর অঙ্গ হিসাবে আসবে।

জর্মন হেডকোয়ার্টার্স চঞ্চল। হ্রাডকানী ক্যাসেলে গোপন মন্ত্রণা-সভা বসে। আশঙ্কা করা হয় বড় রকমের চেক-বিদ্রোহ শুরু হতে

পারে। প্রাগে জর্মন ট্রুপস-এ ভরে গেল। বার্লিন থেকে হিমলার ছুটে এসেছেন। প্রতিহিংসায় উন্মত্ত জর্মন সেনাদের সাধারণ মানুষের ঘরে ঢুকে ঢুকে সে নির্মম ধ্বংসলীলার তুলনা নেই।

রাইনহাড হেডারিক-এর মৃত্যু গোটা দেশে কদিন ধরে রাষ্ট্রীয় শোক পালিত হলো। প্রত্যেককে কালো ব্যাজ পরতে হবে। সারা প্রাগ জুড়ে সর্বত্র কালো পতাকা উড়ছে। বিশেষ সামরিক ট্রেনে রাইনহাড হেডারিক-এর মরদেহ বার্লিনে নিয়ে যাওয়া হলো। উইল-হেলমষ্ট্রাসেতে তাঁর বহুদিনের গেস্টাপো হেডকোয়ার্টাস-এ মরদেহ রাখা হয়। বিপুল সে আয়োজন। প্রচণ্ড তার গাম্ভীর্য। ফুল আর ফুলের বিপুল সমারোহ। মুহুর্মুহু তোপধ্বনি আর নাৎসী সেনাদের সুশৃঙ্খল প্যারেড। বক্তৃতা দেন হিটলার। তৃতীয় রাইখের অদ্বিতীয় এই কর্মীর ভূয়সী প্রশংসা করে বললেন—রাইনহাড হেডারিক ছিলেন গোটা জর্মন জাতির গর্ব। তিনি ছিলেন তৃতীয় রাইখের অবিস্মরণীয় এক জাগ্রত প্রহরী। হেডারিকের মত যোগ্য পুরুষ কদাচিৎ দেখা যায়। হৃদয় ছিল তাঁর লোহা দিয়ে তৈরী।

গেস্টাপো আর জর্মনীর অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ভার এখন কে নেবেন? যোগ্য লোক কোথায়? হিটলার হিমলারকেই সে কঠিন দায়িত্ব সাময়িকভাবে হাতে নিতে বলেন। হিমলার কঠিন মানুষ। সবদিকে তাঁর সজাগ দৃষ্টি। বোরমানের হাতে চলে যাবার আগেই তিনি প্রাগের হ্রাডকানী ক্যাসেলের আর বার্লিনের গেস্টাপো হেড-কোয়ার্টাস-এর হেডারিকের যাবতীয় গেস্টাপো দলিল হস্তগত করেছেন। প্রতিটি নাৎসী নায়কের ব্যক্তিগত ডসিয়্যা হিমলার সরিয়ে ফেলেছেন ততক্ষণে। আশ্রিত রাজ্য মোরাভিয়া আর বোহেমিয়ার কী হবে। সে নির্দেশ গোপনীয়। যথাসময়ে প্রাগে পৌঁছে যায়।

ঘন ঘন তাড়া আসতে থাকে বার্লিন থেকে। হ্রাডকানী ক্যাসেল চঞ্চল। দফায় দফায় মন্ত্রণাসভা বসে। কার্ল ফ্রাঙ্ক, ক্যুট ডালুএজ

গেস্টাপো নেতা হষ্ট্ বোম শুধু অকারণ মানুষ হত্যা আর কনসেন-ট্রেশন ক্যাম্পে বোঝাই করে নিয়ে যাবার নির্দেশ দিতে থাকেন। কিন্তু আততায়ীর কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না।

পদলেহী চেক মন্ত্রিসভার পিঠে রিভালবার ঠেকিয়ে বিদেশে স্থাপিত বেনেসের চেক সরকারের মুণ্ডপাতের কাগজ হাতে তুলে দিয়ে প্রচার করতে বলা হয়। রেডিও আর সংবাদপত্রে বিরামবিহীন ঘোষণা চলতে থাকে :

—মোরাভিয়া আর বোহেমিয়ার অদ্বিতীয় শাসক ছিলেন রাইখ প্রটেক্টর রাইনহাড হেডারিক। সামান্য সময়ে দেশবাসীর জন্যে তাঁর মহান প্রচেষ্টা চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতিটি মানুষ মনে রাখবেন। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ তাঁর শাসনকালে অভূতপূর্ব সুযোগ সুবিধা পেয়েছে। আমরা তাঁর মহান চরিত্রের কথা ভুলে যেতে পারি না। ঐতিহাসিক এই বীরের কথা স্মরণ করে আমরা ঠিক করেছি ভ্লাটাভা বাঁধের নাম পাল্টে ঐ বাঁধের নাম হবে রাইনহাড হেডারিক বাঁধ। প্রাগ শহরে তাঁর দীর্ঘ মর্মর মূর্তি স্থাপন করা হবে। তাঁর মর্মর মূর্তি মোরাভিয়া বোহেমিয়ার প্রধান প্রধান শহরে স্থাপিত হবে। প্রাগে যেখানে তিনি ইংল্যাণ্ড প্রেরিত গুপ্তচরের জঘন্য আক্রমণে আহত হন সেখানে বিশেষ ফলক তৈরি হবে। ইংল্যাণ্ডের কাগজে প্রচারিত হয়েছে বোহেমিয়া আর মোরাভিয়ার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের বিলুপ্তি ঘটিয়ে, ঐতিহাসিক আর ভৌগোলিক সত্যকে অস্বীকার করে হেডারিক নাকি চেকোশ্লোভাকিয়াকে জর্মনীর অবিচ্ছেদ্দ অংশ হিসাবে দাবি করেছিলেন। চূড়ান্ত পর্যায়ে এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্যেই নাকি তিনি বার্লিন যাচ্ছিলেন। শত্রু-পক্ষের এ সবই মিথ্যা প্রচার। বোহেমিয়া আর মোরাভিয়া তৃতীয় রাইখের তত্ত্বাবধানে জাতি হিসাবে, ইয়োরোপের উন্নততর বহু রাষ্ট্রের সঙ্গে থাকছে—থাকবে। জাতি হিসাবে দেশের বিলুপ্তি ঘটানোর ষড়যন্ত্র চলছিল—এ সবই শত্রুপক্ষের নির্লজ্জ মিথ্যা প্রচার। দেশ-

বাসীর কাছে আমাদের অনুরোধ আপনারা অহেতুক এই গুপ্তচর ও তাদের প্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না। যুদ্ধকালীন এই জরুরী পরিস্থিতিতে জর্মন প্রশাসনের নির্দেশ মত চলুন। আপনারা সহযোগিতা করুন। এগিয়ে আসুন। মহান রাইনহাড হেডারিকের আততায়ীকে খুঁজে বার করুন। যার যতটুকু জানা আছে নির্দ্বিধায় কর্তৃপক্ষের নজরে আনুন। আপনাদের পরিচয় গোপন রাখা হবে। অনুতপ্ত প্রতিরোধ সংগ্রামীকেও রেহাই দেওয়া হবে। পুরস্কার দেবার কথা আগেই ঘোষিত হয়েছে। যারা জর্মনীর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছেন, শত্রুপক্ষের নির্দেশে মুষ্টিমেয় কয়েকজন মানুষ যারা আমাদের দেশে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তুলতে চাইছেন তাদের প্রতি কোনো ক্ষমা নেই। প্রিয় দেশবাসীকে আমরা সতর্ক করছি, কিছু দেশদ্রোহী কমিউনিস্ট প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগ দিতে বলছে। আমাদের প্রিয় শ্রমিক ও কৃষকদের জর্মনদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে বলছে। কর্তৃপক্ষ এই দেশদ্রোহী কমিউনিস্টদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করবে। চেক ভূমিতে তাদের কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। এই বিশ্বাসঘাতকদের নির্মূল করুন। এগিয়ে আসুন। কমিউনিস্টদের এই মুক্তিবাহিনীর সন্ধান দিতে আপনারা এগিয়ে আসুন। সৎ নাগরিক হিসাবে আপনার দায়িত্ব পালন করুন।

একটা মানুষও এগিয়ে আসে না। একদিকে প্রচণ্ড সন্ত্রাস আর অপ্রতিরোধ্য নির্মম অত্যাচার, অন্যদিকে অপর্যাপ্ত সুখ আর সমৃদ্ধির ইঙ্গিত। তবু একটা মানুষও অবিরাম এই প্রচারে সাড়া দেয় না।

এমন সময় একটা কাণ্ড হলো। হ্রাডকানী ক্যাসেল-এ ক্যুর্ট্-ডালুএজ-এর কাছে কার্ল ফ্রাঙ্ক দৌড়ে এসেছেন। প্রাগের গেস্টাপো অধিনায়ক হের বোম্ প্রামাণ্য দলিল উপস্থিত করেছেন। বার্লিন পর্যন্ত কেবল্ ছুটতে থাকে। পাওয়া গেছে। আততায়ীদের গোপন আড্ডার খোঁজ পাওয়া গেছে। প্রাগের উপকণ্ঠে ছোট্ট গ্রাম লিডিস এই চক্রান্তের পেছনে আছে। পরদিন গোটা পরিকল্পনা সাজিয়ে

নিয়ে কার্ল ফ্রাঙ্ক বার্লিন রওনা হন। হাজারো কাজ সরিয়ে রেখে ফুয়েরার কার্ল ফ্রাঙ্কের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেন। একমাত্র হিমলারই সে বৈঠকে হয়তো তৃতীয় ব্যক্তি। ফুয়েরারের নির্দেশ স্পষ্ট। সোজাসুজি। সম্পূর্ণ দ্বিধাহীন। Vergeltungsaktion—চেকদের চূড়ান্ত উচিত শিক্ষা দাও। কিছুমাত্র ক্ষমা নেই। লিডিস গ্রামে সজীব কোনো কিছুর অস্তিত্ব নির্মূল কর।

—লিডিস গ্রামের প্রতিটি মানুষকে গুলি করে হত্যা করা হবে।

—মেয়েরা যাবে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে।

—বাচ্চাদের আলাদা জায়গায় সরিয়ে ফেল।

—লিডিস গ্রামটা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দাও।

শান্তিপ্রিয় গ্রাম লিডিস। মধ্য বোহেমিয়ার স্লানির উপকণ্ঠে বড় মনোরম এক ছোট্ট গ্রাম। কী কারণে যে জায়গাটা গেস্টাপোদের বিশেষ নজরে পড়ে ঠিক বোঝা যায় না। অনুমান আর সন্দেহের ওপর ভিত্তি করে প্রস্তুতি যখন চূড়ান্ত হয়েছে তখনও অভিযোগ সম্পর্কে তারা নিশ্চিত ছিল না। কয়েকজনের পৈশাচিক পাগলামী, যা নাৎসী চরিত্রের প্রধান চালিকা শক্তি এই যুক্তিহীন অবর্ণনীয় নিষ্ঠুর ইতিহাস রচনা করে।

স্লানির এক ব্যাটারী ফ্যাক্টরীর অধিকর্তার নাম পালা। দৈনন্দিন ডাক দেখতে দেখতে এক মহিলা কর্মচারীর নামে লেখা এক চিঠি হাতে পান একদিন। তুচ্ছ কয়েক লাইনের ব্যক্তিগত মনের কথা—'প্রিয় আন, আমার নানা অসুবিধার কথা মনে করে দেরীতে চিঠি দেবার জন্যে ক্ষমা করো। তবে যা চেয়েছিলাম, তাতে সফল হয়েছি। সেই ভয়ঙ্কর রাত্রে আমি কাবারনিতে ছিলাম। ভাল আছি। এ সপ্তাহে দেখা হতে পারে। পরের কথা জানি না। মিলান।'

পালার মাথা ঘুরে যায়। এ যে সর্বনেশে চিঠি। পালা প্রথম হয়তো ভুল করলেন। চিঠিটা আনাকে না দিয়ে চেক পুলিসের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পুলিস ফাঁড়ি থেকে একজন সোজা এসে হাজির হন। পুলিস অফিসার ভিবিরাল চিঠিটা কবার পড়ে মন্তব্য করেন,

—আপনি যে কি বলেন আমি বুঝতে পারি না। গোলমেলে কথা এর মধ্যে আপনি কী দেখলেন। এ তো দেখছি প্রেমপত্র।

পালা ভয়ে অস্থির। গলা তার শুকিয়ে উঠছে,

—বলেন কী মশাই। 'সেই ভয়ঙ্কর রাত'টা কী? কী কাজে 'সফল হয়েছি'? আমার মনে হয় এই পত্রলেখক হেডারিক হত্যা-

কাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। আপনি ব্যাপারটা অবহেলা করবেন না। জর্মন গেস্টাপোকে জানান।

—মেয়েটির নাম দেখছি আন মারুখজাকোভা। একবার ডাকুন না। কথা বলে দেখি!

—আন আজ আসে নি ফ্যাক্টরীতে। সে অসুস্থ তাই ছুটি নিয়েছে।

—গেস্টাপোদের সঙ্গে কথা বলার আগে আনের বক্তব্যটা শোনা দরকার।

—আপনি দেরী করবেন না। গেস্টাপোরা দেরী সহ্য করবেন না।

—কিন্তু আমার মোটোরবাইক খারাপ। হোলোউস আজ আমি যেতে পারবো না। কাল চেষ্টা করে দেখবো।

পুলিস অফিসার ভিবিরাল চলে গেলেন।

ভয়ে বিহ্বল পালা কিন্তু অপেক্ষা করতে পারেন না। সন্ত্রাস আর ভয়ে কোনো কাজ করতে পারেন না। 'সেই ভয়ঙ্কর রাত' আর 'সফল হয়েছি' কথার তাৎপর্য খুবই রহস্যময় মনে হয়। পালা জর্মন গেস্টাপোকে যোগাযোগ করে ক্লাডনোতে। গেস্টাপো ডেপুটি চীফ টমসেন তখনই হোলোউস গ্রামে আন মারুখজাকোভাকে তলব করলেন। বাড়িতে কিছু পাওয়া গেল না। আন-কে গেস্টাপোরা ক্লাডনোতে নিয়ে এলো। ইণ্টারোগেশনের সামনে আন দেখে তিনজন। ভিসমান, টমসেন আর ফেক্‌ল্।

কোনো কথাই গোপন করে না আন। স্বীকার করলো একটা ছেলের সঙ্গে তার আলাপ আছে। তার সাইকেলে ক্লাডনোর এক ফ্যাক্টরীর ছাপ আছে। ছেলেটি একদিন জানতে চাইলো—লিডিস গ্রামে কোনো হোরাক পরিবারকে আপনি জানেন? যোসেফ নামে কাউকে চেনেন?

আন উল্টোপাল্টা নানা কথা বলতে থাকে। কথার দায়িত্ব সে একেবারেই উপলব্ধি করে নি।...

ভিসমান লিডিস গ্রামে তদন্তে লোক পাঠালেন। উচ্চারণের ভুলে ওরা এলো অন্য গ্রামে—'লিতিসে'। হোরাক পদবীর কোনো পরিবার সেখানে পাওয়া গেল না। ফেক্‌ল্ চেক ভাষাও জানতো। বুষ্টেহারড গ্রামের ওপর দিয়ে যাবার সময় জানতে পেলো লিডিস নামে একটা গ্রাম কাছাকাছি আছে।

সন্ধান করে ফেক্‌ল্ এলো লিডিসে। হোরাক পদবীর কতগুলো পরিবার এখানে পাওয়া গেল। জর্মন এই গেস্টাপো আরও খবর সংগ্রহ করে—এদেরই এক পরিবারের ছেলের নাম যোসেফ হোরাক। যোসেফ ষ্টেফরনি নামে আর একজনের সঙ্গে বছর তিনেক আগে ইংল্যাণ্ডে পালিয়ে গিয়ে ওখানকার এয়ার ফোর্সে জয়েন করেছে।

ক্লাডনোতে এসে রিপোর্ট করতে টমসেন বলে, 'ওরাই ফিরে এসে এসব করেছে। ওরাই আততায়ী।'

চেক পুলিস বলে, 'কী করে সম্ভব হয়। এয়ার ফোর্সে জয়েন করে এধরনের কাজে তারা আসতে পারে না। তাছাড়া ইংল্যাণ্ডে গিয়ে বিমানবাহিনীতে যোগ দেবার সংবাদের পেছনে কোনো ভিত্তি নেই। তাছাড়া আমার মনে হয় লিডিস গ্রামের কোনো পরিবারের সঙ্গে আততায়ীর কোনো সম্পর্ক নেই। আপনারা অনুমানের ওপর ভিত্তি করে এসব করছেন।'

ভিসমান চেক পুলিসের কথায় কর্ণপাত করেন না। লিডিস আর কাবারুনিতে নিজে তালাশে এলেন। তন্নতন্ন করে প্রতিটি বাড়িতে অনুসন্ধান চলে। কিন্তু সূত্র পাওয়া গেল না। আততায়ীদের সঙ্গে গ্রামের কারো সঙ্গে সামান্য রকম সম্পর্কের ইঙ্গিতও পাওয়া গেল না। তবে কিছু না পেয়েও ত্রিশজনকে ক্লাডনোতে চালান করে দিলেন।

তারপর লিডিস। গেস্টাপো রিং ক্রমশ ছোট হয়ে এঁটে ধরলো। তবু এখানেও কিছু পাওয়া গেল না। তবে হোরাক পরিবার থেকে

পলাতক দুজনের ছবি উদ্ধার করা গেল। হোরাক পরিবারের কয়েকজনকে নিয়ে মোট পনের জনকে ওরা ভ্যানে তুললো।

ক্লাডনোর এক ফ্যাক্টরীর ছাপ দেওয়া সাইকেলের সূত্র ধরে তিনজনকে ওদিকে আটক করা হলো। আন মারুখজাকোভা একজনকে সনাক্ত করে বলে, 'এই সেই ছেলেটা যার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল।'

ছেলেটার নাম রিহা। সে নাকি সব স্বীকার করেছে। যোসেফ হোরাকের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। সে নাকি প্যারাস্যুটে দেশে নেমেছে।

এ সবই পরস্পরবিরোধী একতরফা শোনা কথা। রিহা আর আন মারুখজাকোভাকে আটক করা হলো। তাদের যথাক্রমে মাউটহাউসেন আর মূলহাউসেন-এর বন্দী শিবিরে পাঠানো হলো। গেস্টাপোদের কাছে তারা সত্যি যে কী বলেছিল জানা যায় নি। বন্দী শিবির থেকে তারা কোনোদিনই আর ফেরেনি। নিচের স্তরের এই গেস্টাপো ত্রয়ী—টমসেন, ভিসমান আর ফেকৃল্ জানতেই পারেনি তাদের রিপোর্টিং-এর ওপর ভিত্তি করে কী অবিশ্বাস্যকর শোচনীয় মহামৃত্যু লিডিসে নেমে আসছে।

একটি প্রেমপত্র, অপরিণত একটি মেয়ের সংলগ্ন কথা আর যোগসূত্রহীন ফটোগ্রাফের ওপর ভিত্তি করে অচিন্তনীয় এক সিদ্ধান্তে পৌঁছোনোর এমন নজীর ইতিহাসে নেই।

অপারেশন লিডিস। গেস্টাপো চীফ হষ্ট্ বোম আর প্রাগের সিকিউরিটি পুলিস চীফ ডাঃ গেশকে পৌঁছে যান। ভিসমান আর টমসেন আগেই পৌঁছে গেছেন।

এ্যাকশনের আগে দূর থেকে জর্মন কমাণ্ডের নির্দেশ বেতারে শোনা গেল। সামনে ছিল এক চেক গার্ড। বিস্ময়ে সে বিমূঢ় হয়ে

পড়ে। সে জর্মন জানতো। একটা দানব যেন চেঁচাচ্ছে, 'Auf Befehl des Fuhrers wird die Gemeinde Liditz von Franen und Kindern evakuiert, die Uanner von 16 fahrenab auf der stelle erschossen und zum Schluss die Gemeindeabgebrannt' (ফুয়েরারের আদেশ অনুযায়ী লিডিস থেকে মেয়েদের আর বাচ্চাদের সরিয়ে দিতে হবে। ষোল বছরের ওপরে সমস্ত পুরুষকে ওখানেই গুলি করা হবে। গ্রামটাকে জ্বালিয়ে দিতে হবে তারপর।)

অপারেশন চলতে থাকে। খুবই ঠাণ্ডা মাথায় ধীরে। রেজিস্ট্রি দেখে নাম মেলানো হলো। মেয়েদের আর বাচ্চাদের নিয়ে যাওয়া চললো স্কুল বাড়িতে। পুরুষরা যাবে হোরাকের বাগানের বিরাট চত্বরে। টের পায় নি একজনও। শুধু ভয়, কিছু একটা হতে চলেছে বুঝতে পেরেছে। অনিশ্চয়তা চলছিলই তবু রাত্রের এই ভয়াল অভিসারের কথা কেউ জানতে পারে নি।

ফৌজ তৈরী। ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে নিয়মমাফিক কাজ যান্ত্রিক নিষ্ঠা মেনে চলে। আগে থেকেই প্রতিটি প্ল্যান তৈরী করা ছিল। বাড়ি বাড়ি থেকে লোক তুলে নেবার পর জিনিসপত্র সরানো চলে। গ্রামোফোন, রেডিও আর সেলাই মেশিন। সাইকেল আর প্যারেমবুলেটার। বিছানা আর সংসারের মূল্যবান সামগ্রী। মেয়েদের আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল টাকা-পয়সা, গহনা আর ব্যাঙ্কের পাশ বই তাঁরা স্কুলে যেন আনেন সঙ্গে করে।

তারপর মেয়েদের থেকে বাচ্চাদের চলে পৃথকীকরণ। সে দৃশ্য বর্ণনা করা যায় না। সে নিষ্ঠুর পর্বও সমাধা হলো। স্যুটকেশে ভর্তি গহনা, ব্যাঙ্ক নোট আর পাশ বই আলাদা সরিয়ে ফেলা হলো। ভারী খাকী ত্রিপল আঁটা কয়েকটি ভ্যানে মেয়েদের আর বাচ্চাদের আলাদা ভাবে চালান করা হলো।

এবার ভিসমান ঘোষণা করলেন, Fuhrerbefehl : Liditz

wird dem Erdboden gleichgemacht und die Bevolkerung erschossen : (মাটির সঙ্গে মিশে যাবে লিডিস। প্রতিটি মানুষকে গুলি করে হত্যা করা হবে। এই ফুয়েরার-এর আদেশ।)

দশজনের এক একটা গ্রুপ। গুলি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে। আবার দশজনকে আনা হচ্ছে। হোরাকের বাগানটা বেশ বড়। লাইন ক্রমশ এগিয়ে আসে। সতেরটা লাইনে গাণিতিক শৃঙ্খলা মেনে সংখ্যা দাঁড়ালো একশো সত্তর। তারপর আরও তিনজন। মোট একশো তেয়াত্তর। লিডিস গ্রামের সরকারী রেজেস্ট্রির সঙ্গে তবু হিসাব মেলে না এগারো জনের। নাইট সিফট-এ কারখানায় গেছে কাজ করতে। পরে ধরা পড়লো একে একে। ক্লেডনোতে তাদের দেহ আনা হলো।

স্বয়ংক্রিয় এক যন্ত্র যেন কাজ করেছে। মেয়েদের সংখ্যা দাঁড়াল একশো পঁচাশী। তাদের কনসেনট্রেশন ক্যাম্প রাভেনস্‌ব্রুক-এ পাঠানো হল। সাতটি মায়ের কোলে এক বছরের নীচের বাচ্চা ছিল। তাই তারা গেল সান টেরেজিন বন্দী শিবিরে। আর সন্তান-সম্ভবা? তাদের পৃথক ব্যবস্থাও আছে। আদেশ হল—বিয়োনোর পর ঐ চার জনকে খালি হাতে রাভেনস্‌ব্রুক ক্যাম্প-এ পাঠানো হবে।

ষোল বছরের নীচের বাচ্চারা চললো শোধনাগারের আটক জীবনে। পরে তাদের জুতোজোড়া ছাড়া কয়েকজনের শুধু হদিস করা গেছে। তবে হিমলারের গবেষণায় একজোড়া গিনিপিকের মতো দুটি কিশোর-কিশোরীকে বার্লিনে পাঠানো হয়। লিডিসের চেক স্পেসীস জর্মনীকরণে কতটা সাফল্য লাভ হতে পারে সে সম্পর্কে তিনি বিশেষ উৎসাহী।

এবার শুরু হয় জ্বালিয়ে দেওয়া। লিডিস পুরো গ্রামটা জ্বলছে। দৈবাৎ যদি মনুষ্যত্ব প্রতিবাদ করে তাই প্রতিটি জর্মন সেনাকে অপ্রকৃতিস্থ করে তোলা হয়েছে। সবকটাই সম্পূর্ণ মত্ত। অতি সুন্দর শান্তিপ্রিয় গ্রাম লিডিসকে যেন প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় এক ডায়নোসেরাস তার লকলকে জিহ্বায় গ্রাস করছে। পৈশাচিক

ধ্বংসলীলা কিন্তু অসাধারণ শৃঙ্খলা মেনে চলে। বুলডজার এবার মরা ছাই, পাথর, ইটকাঠের ওপর দিয়ে গড়াতে থাকে। বৃক্ষেরও জীবন আছে, তাদেরও তাই রেহাই নেই। মাটির সঙ্গে গুঁড়িয়ে দেওয়া চললো। আগুনের লকলকে জিহ্বা কিছুই রেহাই দেবে না। ভস্মীভূত গোটা গ্রামের বসতবাটি। প্রেতাত্মার চেহারা নিয়ে জ্বলে পুড়েও খাড়া ছিল। বুলডজার এবার সব কিছু ভাঙতে থাকে। ভাঙতে থাকে গীর্জা। স্কুল আর প্রাথমিক চিকিৎসালয়। মাটির ওপর দাঁড়িয়ে থাকা তুচ্ছ কোনো নজীর।

ওদিকে কবর খোড়াও সমাপ্ত প্রায়। টেরিজিন বন্দী শিবির থেকে ইহুদী বন্দীদের আনা হয়েছে। তারা সম্পূর্ণ নিরুপায়। রাইফেলের নলের মুখে দাঁড়িয়ে তারা মৃতদেহ কবর দিচ্ছে। মানুষের বীভৎস দলা পাকানো মৃত স্তূপ থেকে টেনে টেনে এক একটা দেহ মাটির তলায় যাচ্ছে।

তবে বুলডজার কিন্তু গড়াচ্ছেই। মাটি-পাথর আর ছাই-এর মধ্যে নানান কিছু পাওয়া যায়। সব কিছুই আগুনে সম্পূর্ণ পোড়েনি। বিক্ষিপ্ত দ্রব্যসামগ্রী। তোষক, বালিশ, জুতো আর আয়না। বাচ্চাদের খেলনার গাড়ি আর প্যারেম-বুলেটারের হ্যাণ্ডেল। আধপোড়া পাথরের যীশু থেকে কোট ঝুলোনোর হেঙার আর ভাঙা কাঁচের সঙ্গে লণ্ডভণ্ড পোর্সিলিনের বাসন। মাটির সঙ্গে সমান হয়ে যাচ্ছে। বুলডজার গড়াচ্ছেই।

লিডিসে শ্মশানের নীরবতা। হা হা করা শূন্যতা নিয়ে হীমেল বাতাস একটানা শুধু বয়ে চলেছে। ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ায় গীর্জার পুরনো বাসা হারিয়ে অসংখ্য পায়রার ঝাঁক নীলাকাশে চক্রাকারে ঘুরছে। আশ্রয়হীন দিশেহারা পায়রার ঝাঁক ক্রমে দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে যাচ্ছে। লিডিসের মহামৃত্যুর বাণী যেন বিশ্বের দিকে দিকে তারা ঠোঁটে করে নিয়ে চলেছে।

কোনো ব্যক্তিবিশেষের মানসিকতা নিয়ে চিন্তা করবার সময় ছিল না জিনদ্রার। কিন্তু খবরটা পেয়ে খুবই বিচলিত বোধ করেন। সিরিল চার্চে ছুটে এসেছেন। ফাদার পেট্রেকের সঙ্গে দেখা হলো। জিনদ্রা লক্ষ্য করেন হাজস্কীর মত ফাদার পেট্রেকও দস্তুর মত চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

প্রসঙ্গ নিজেকে তুলতে হয় নি। জান্ কুবিশ নিজেই আত্মপ্রকাশ করেছে। জিনদ্রাকে দেখে জড়িয়ে তো ধরবেই। কিন্তু বুকের মধ্যে ভেঙে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে জান্ কুবিশ। নিজেকে সামলে নিয়ে ধরা গলায় বলে, 'এখন আমি বুঝতে পারি আমাদের পরিকল্পনায় আপনার সমর্থন থাকলেও কেন আগ্রহ কম ছিল।'

জিনদ্রা তাঁর রাজনৈতিক বিচক্ষণতার তারিফ শুনতে আসেন নি। অসাধারণ বুদ্ধিদীপ্ত বহু দিনের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম যোদ্ধা আগেও জান্ কুবিশের মত কর্মীর সংস্পর্শে এসেছেন। তিনি জানেন মস্তিষ্ক যদি অপ্রধান হয়ে যায়, অফুরন্ত হৃদয়াবেগ দ্বারা পরিচালিত স্বাধীনতা সংগ্রামীর ওপর পুরোপুরি ভরসা করা চলে না নির্মম শত্রুর সঙ্গে পাঞ্জা কষা। দস্তুর মত যুদ্ধ। প্রতি মুহূর্তে জীবন নিয়ে খেলা। ভাবাবেগের কোনো সুযোগই নেই এখানে। হেসে সম্পূর্ণ উড়িয়েই দিয়ে বলেন,

—তোমার সঙ্গে আমি একমত হতে পারলাম না। তবে তোমাদের দুজনের মত আগ্রহ আমার ছিল না সত্যি কিন্তু এখন দেখছি তোমরাই ঠিক। গ্রানেড তুমি নির্ভুল ছাড়তে জানো কিন্তু যুদ্ধ আর রাজনীতি এক জিনিস নয়। আজ যদি হেডারিক বেঁচে থাকতেন তবে তোমার দেশের অস্তিত্ব থাকতো না। প্রচার নয়—সত্যিই আমাদের দেশকে পুরোপুরি জর্মনীর মধ্যে নিয়ে জাতি

হিসাবে, স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে চেকোশ্লোভাকিয়ার পৃথক অস্তিত্বকে ইতিহাস আর ভূগোল থেকে দলেপিষে দিতে চলেছিলেন হেডারিক। জর্মনীর অবিচ্ছেদ্দ অংশ হিসাবে নিজেদের দেশেই আমরা হতাম এক নতুন ইহুদী। বার্লিন থেকে প্রচার হচ্ছে—এ ধরনের পরিকল্পনা নাকি ছিল না।

—এই অত্যাচার, এই অবর্ণনীয় ধ্বংসলীলা আমি সহ্য করতে পাচ্ছি না।

—এ উপলব্ধি তোমার একার নয়। ফ্যাসিস্ট শক্তি যেখানে তার বাহু বিস্তার করেছে, সেখানেই এই ধ্বংসলীলা আর অবর্ণনীয় অত্যাচার।

—আমি কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে অপরাধী। আজ ভূগোল আর ইতিহাসের কথা ভাবতে পারি না। শত শত মানুষের, অগণিত মা-বোন আর শিশুদের কান্নার জন্যে আমি অনেক দায়ী। লিডিসের কথা মনে হলে আমার ঘুম হয় না সারারাত। লিডিসের জন্যে আমরা দায়ী। আমরা দুজনে। আমার একার অপরাধ অনেকখানি।

—অপরাধ!

—অপরাধ অথবা দায়িত্ব যাই বলুন।

—ও-দুটো কথার অর্থ তুমি সম্পূর্ণ গুলিয়ে ফেলেছো। দায়িত্ব যদি বলো আমি বলবো কোনো ব্যক্তিবিশেষের কোনো বিশেষ দায়িত্ব নেই। নিশ্চিত লক্ষ্যে পৌছনোর দায়িত্ব নিয়ে আমরা সবাই সৈনিক। আমরা মুক্তিযোদ্ধা। এখানে আমরা সবাই সমান। দায়িত্ব আমরা সকলেই সমান ভাগে ভাগ করে নিয়েছি।

—আমি ভাবছি।

—কী ভাবছো?

—আরও মৃত্যু, আরও হত্যা, আরও ধ্বংস হয়তো ঠেকানো যাবে যদি আমরা অপরাধ স্বীকার করে ওদের হাতে ধরা দেই। সমস্ত কিছু স্বীকার করি, প্রমাণ দাখিল করে যদি আত্মহত্যা করি।

আপনি আমাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করবেন না। যদি মনে করেন মনের দিক থেকে আমি দুর্বল হয়ে পড়েছি, মানসিক সুস্থতা আমি হারিয়ে ফেলেছি—তা হলে হয়তো ভুল হবে। এই নিষ্ঠুর হত্যা আর অত্যাচারের দায়িত্ব আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

—চার দেয়ালের মধ্যে থেকে থেকে তোমার মতিভ্রম হয়েছে। তুমি কে! তুমি চেকোশ্লোভাকিয়ার সামান্য একজন দেশপ্রেমিক। এত দায়িত্ব নেবার অধিকার তোমার নেই।

—কিন্তু লিডিসের মৃতদের কাছে আমি ব্যক্তিগতভাবে অপরাধী। আমার জন্যেই ওদের প্রাণ দিতে হয়েছে। এই দুঃসহ কষ্ট আমি সহ্য করতে পাচ্ছি না। এ ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব আমারই।

—তোমার চিন্তা দেখছি ক্রমেই যুক্তিহীন হয়ে উঠছে। এ সময়ে তুমি লাভ-ক্ষতির হিসাব করছো। লিডিসের মৃতদের জন্যে দায়ী চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাধীনতাকামী আদর্শ। মাতৃভূমিই তার খেসারত দেবে। আমাদের অনেক আছে। আরও অনেক লিডিসের জন্যে তৈরী হতে হবে। নইলে এই ফ্যাসিস্ট দানবদের হাত থেকে দেশ মুক্ত হবে না। জান্ তুমি নিজের কথা ভাবছো কেন? আলাদা ভাবে লিডিসের মৃতদের প্রতি তোমার কর্তব্য নেই। তারা নেই কিন্তু তাদের প্রতিনিধি হিসাবে অনেকের মত তুমি-আমি আছি। এই উপলব্ধি না থাকলে তুমি ভুল করবে।

হাজস্কী জিনড্রাকে বলেন, 'জান্ আর যোসেফকে চার্চ থেকে আপনি বেরুতে দিন। ওদের কাগজপত্রে কোনো গোলমাল নেই। অন্যেরা কেমন চলছে ফিরছে। একমাত্র ভালচিক চার্চের বাইরে যাবে না। মোড়ে মোড়ে ওর ফটো ঝুলছে।'

আশ্চর্য এক কাণ্ড করলেন জিনড্রা। জান্‌কে সঙ্গে নিয়ে চার্চ থেকে বেরিয়ে পড়েন। ভাল হোটেলে ঢুকে জানের পছন্দমত মেন্যুর অর্ডার দেন। যৌবনে প্রথম প্রথম ছাত্র জীবনে প্রাগের নানান গল্প করলেন। জান্ তার নিজের জীবনের অনেক কথা বলতে চায়।

তবে জিনদ্রা সে প্রসঙ্গ জানের গাঁয়ের বাড়ির বাইরে সীমাবদ্ধ রাখতে চেষ্টা করেন।

জান্ ক্রমে অনেক স্বাভাবিক হয়ে আসে। জিনদ্রা অ্যানার কথা তোলে। কুণ্ঠা আর সংকোচ মিলিয়ে শুরুতে জান্ একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ে। পরে অনেক সহজ হয়ে আসে। মেরোভেকের বাড়ি যেতে বললে জান একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। বলে,

—ওখানে আমাদের এখন না যাওয়াই ভাল। অকারণে ঝুঁকি নিতে আপনিই তো বারণ করেছেন।

জিনদ্রা জানের সঙ্গে একমত হন।

আস্তানা পাল্টে জিনদ্রার শহরতলীর নতুন আস্তানার নানান অসুবিধার কথা শুনে জান নিজের মতামত দিতে আগ্রহী হয়। আরও অনেক কথা। আরও হাজারো প্রসঙ্গ। মনে মনে জিনদ্রা ভাবেন হাজস্কীর কথা। মাঝে মাঝে ওদের চার্চ থেকে বেরুনো দরকার। খোলা মুক্ত আকাশের তলায় এসে দশজনের মধ্যে মিশে থাকার এক অন্য আনন্দ আছে।

দুজনে গল্পে গল্পে চলে এসেছেন চার্লস ব্রীজ। ভ্লাটাভা নদীর ওপারে দূরে হ্রাডকানী ক্যাসেলের রাজকীয় শোভা চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখেছেন। ঠাণ্ডা হীমেল হাওয়া বইছিল। ব্রীজে পায়ে হাঁটা লোকজন সামান্যই। গাড়িও কম। স্বস্তিকা চিহ্নের নাৎসী ভ্যান মাঝে মাঝে ছুটে চলেছে। জিনদ্রা মনে করেন পূর্বের পরিবেশে জান্ কুবিশের অভ্যস্ত হওয়া উচিত। চার্চের মধ্যে আটকে থেকে মানসিক চিন্তায় শুধু কষ্ট পাবে।

জিনদ্রা কথা প্রসঙ্গে বলেন,

—আগামী দিনে অনেক কিছু করতে হবে। তুমি হয়তো জান না রাশিয়াতে যে শক্তিশালী চেক ট্রেনিং সেণ্টার তৈরী হয়েছে প্রাগ তাদের সঙ্গেও যোগাযোগ আবার গড়ে তুলেছে। মাঝে যোগাযোগ ভেঙে পড়েছিল এখন আবার গড়ে উঠলো। নাৎসী বিরোধী

স্বাধীনতাকামী সমস্ত দল উপ-দলের সঙ্গে মিলিত হয়ে এবার চেক প্রতিরোধ বাহিনী জর্মনদের ওপর আঘাতের পর আঘাত হানবে। রাশিয়াতে চেক আর শ্লোভাকিয়ার রেগুলার আর্মি তৈরী হয়েছে। জর্মনদের বিরুদ্ধে তারা লড়ছে। এই বছরের শেষে রুশ রণাঙ্গনে জর্মন সেনাবাহিনীর গুরুতর বিপর্যয় গোটা বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিরই পরিবর্তন ঘটাবে। সামনে আমাদের এখন অনেক কাজ।

হঠাৎ কথার মাঝখানে থেমে জিনদ্রা হেসে বলেন,

—ব্রীজের ওপারেই তোমার অ্যানার বাড়ি।

—জানি। ওখানে যাবেন ?

—না। অ্যানাকে ক্লাডনো পাঠিয়েছি। কালকের আগে সে ফিরবে না। কাল এখানেই এ সময়ে এসো। অ্যানাকে বলে দেব। সে আসবে।

—চলুন এবার ফেরা যাক। অনেকক্ষণ বাইরে আছি। ওরা ভাবছে। যোসেফ ভেতরে ভেতরে বেশ মনমরা হয়ে পড়েছে।

ব্রীজ পেরিয়ে কিছুটা সঙ্গে এসে জিনদ্রা শহরতলীর বাস ধরে চলে গেলেন। জান্ ফিরে গেল সিরিল চার্চে।

প্রতিদিন অত্যাচারের তীব্রতা বাড়ছে। প্রতিহিংসাপরায়ণ জর্মন সেনাদের ভয়াবহ অত্যাচার। প্রাগ থেকে সারা মোরাভিয়া-বোহেমিয়ায় গেস্টাপো সন্ত্রাসের প্রচণ্ডতা ছড়িয়ে পড়েছে। কলে কারখানায়, রেল স্টেশন, হোটেলে আর দূরদুরান্তের আবাদ অঞ্চলেও চলে ক্লান্তিহীন অনুসন্ধান। সংবাদপত্র আর রেডিওতে একটানা গরম সন্ত্রাস শুধু বাড়ছেই।

লিডিস গ্রাম ধ্বংস করে কোনো লাভ হয় নি। জর্মন কর্তৃপক্ষ ভাল ভাবেই বুঝেছে লিডিস গ্রামের নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে রাইনহাড হেডারিকের আততায়ীরা নেই। দৃষ্টান্ত ও নজীর হিসাবে লিডিস গ্রাম মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবার প্রয়োজন ছিল কিন্তু প্রকৃত অপরাধীদের কোনো কিনারা করা যায় নি। কার্ল ফ্রাঙ্কের তাই নিত্য নতুন কৌশল। নতুন নতুন উদ্ভাবন পরিকল্পনা। তিনি বুঝেছিলেন বিশ্বাসঘাতক তৈরী করতে হবে। কৌশলী প্রচারের মাধ্যমে প্রতিরোধ সংগ্রামে অংশগ্রহণকারীদের প্রভাবিত করতে হবে। শুধু অত্যাচার মনোবলকে ধ্বংস করতে পারে না। অনেক সময় তাতে উল্টো ফল হয়। বরং নিজের আদর্শ আর ধ্যানধারণা সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত চরিত্রের ওপর চাপ সৃষ্টি করলে বহু ক্ষেত্রে আশাতীত কাজ হয়।

সার্জেণ্ট মেজর কারেল কুর্ডার অবস্থা কঠিন। সে সম্পূর্ণ নির্বান্ধব। খামার বাড়িতে সে একা। রেডিও প্রচার আর সংবাদপত্র তাকে নিত্য নতুন সঙ্কটের মধ্যে নিয়ে চলেছে। এক একটা ঘটনা তাঁকে বিপর্যস্ত করে ফেলে। বাড়িতেও সে শত্রু। স্বাভাবিক কথাবার্তা এক রকম বন্ধ। দরজা জানলা বন্ধ করে ঝগড়া চলে প্রতিদিন। জর্মন শাসনের তীব্রতা যত বাড়ছে ততই ঘরের মানুষ যেন শত্রু হয়ে

যাচ্ছে। এতটুকু সহানুভূতি আর অবশিষ্ট নেই। কারেল কুর্ডা দুই ভায়ের সঙ্গে পেরে ওঠে না। দুইজনের মধ্যে মা এসে যোগ দেন। কিছু বলতে গিয়ে কেঁদে ফেললেন, 'কুর্ডা তুই আমার বড় ছেলে। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তোর প্রাণে কী একটা কথাও বলে না। তুই কী চাস ওরা এসে আমাদের সব গুলি করে মারুক। আমার সংসার তছনছ করে দিক। তিন বছর পর কেন যে এলি।'

'সারাদিন আমি বাড়ি থাকি। পৃথিবীর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্কই নেই। তোমরা তো সব দেখছো। আমাকে তোমরা একটু একা থাকতে দাও। তোমাদের জন্যে আমি শুধু আজ আত্মহত্যা করতে পারি। আমাকে দয়া করে একটু একা থাকতে দাও', কারেল কুর্ডা কেঁদে ফেলে।

একা ঘরে কুর্ডা চুপচাপ বসে থাকে। সে জানে আজ আত্মহত্যা করলেও গোটা পরিবারের মুক্তি নেই। মিকস্ মরেছিলো তবু তার নিরীহ দুই ভাইকে গেস্টাপোরা ছাড়ে নি। আর্নেস্টো মিকস্ যে দেশে ফিরেছে তার বাড়ির কেউ জানতই না। যে নিষ্ঠুর পরিস্থিতির মধ্যে তার জীবন শেষ হয়েছে সে কথা সবারই ছিল অজ্ঞাত। কিন্তু গেস্টাপোরা সব পারে। খোঁজ নিয়ে নিয়ে সূত্র ধরে ধরে তারা এসেছে ঠিক। নিরীহ, সম্পূর্ণ নিরপরাধ দুই ভাইকে গেস্টাপোরা তুলে নিয়ে গেল তাদের দপ্তর থেকে। তাদের দুজনকে জর্মনরা হত্যা করেছে। নিষ্কৃতি নেই কিছুতেই। আত্মহত্যা করলে হয়তো তার মরা দেহটা শুঁকতে শুঁকতে গেস্টাপোরা খামার বাড়িতে আসবে। মা-কে তারা রেহাই দেবে না। শিশুপুত্রকে তারা আছড়ে আছড়ে মারবে। একই বোন—তাকেও মরতে হবে।

পালিয়েও নিষ্কৃতি নেই। পেচাল জঙ্গলে পালিয়ে থেকে বাঁচতে পারেনি। তার মতই সে ছিল এক কমাণ্ডো নেতা। জঙ্গল ঘিরে ফেলে ওরা পেচালকে পেয়েছে। নির্মমভাবে পেচালকে হত্যা করা হয়েছে।

বিশ্বাসঘাতক গিরিকের কাছে গেস্টাপোরা পেচালের জঙ্গলের হাইড-আউটের সন্ধান পায়। দুর্ধর্ষ পেচাল প্রায় হাতের বাইরে চলে যাচ্ছিলো। কিন্তু শেষ মুহূর্তে নকল এক চেক মুক্তি যোদ্ধার খপ্পরে গিয়ে পড়ে। সে সরাসরি পেচালকে জর্মন গেস্টাপোর হাতে তুলে দেয়। পেচালকে নাকি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারা হয়। মা-বাবাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।

প্রাগ বেতারে মিকস্ পরিবার আর পেচালের কথা বার বার প্রচার করা হয়।

পেচালের খবরটা কুর্ডাকে যেন আরও নিঃশেষ করে দিয়েছে। রেডিও আর কাগজের বিরামবিহীন প্রচার মনে প্রচণ্ড আতঙ্কের সৃষ্টি করে। অপরাধীকে শাস্তি পেতে হবেই। প্রচণ্ড অত্যাচার—শেষে মৃত্যু। যা কিছু জান, এসে স্বীকার কর—সুন্দর সুখী জীবনে ফিরে যাও। যথেষ্ট পুরস্কারও দেওয়া হবে। রাইখ প্রটেক্টরের হত্যা-, কারীদের সম্পর্কে সামান্য তথ্যও যদি জানা থাকে, ক্ষীণ সূত্রও যদি কেউ দিতে পারে তবে তাঁর পরিচয় গোপন রাখা হবে।

আশ্চর্য এক মানসিকতায় পেয়ে বসে কুর্ডাকে। প্রচণ্ড ভয়ে মানুষটির সমস্ত শক্তি-সাহস মোমের মত গলতে থাকে। হাজারো চিন্তা ভীড় করে আসে। মনে মনে ভাবে নাৎসীদের বিশ্বাস করা চলে না তবে এখন আর বিকল্প কোনো রাস্তা নেই। নিজের সম্পর্কে আশ্চর্য রকম যুক্তি খাড়া করে। আত্মপক্ষ সমর্থন করে—এমন কোনো গুরুতর অপরাধে সে যেন অপরাধী নয়। দেশে সে গোপনে প্যারাস্যুটে নেমেছে তাতে জর্মনদের সে কোনো ক্ষতি সাধন করে নি। স্কোডা অপারেশনে সে যোগ দিয়েছিল সত্যি, কিন্তু সে অভিযান সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। অন্যায় সে করেছে বটে কিন্তু গুরুতর অপরাধ কিছু সে করে নি। জর্মনদের বিরুদ্ধে থাকলেও বড় রকমের সফল ধ্বংসাত্মক কাজে সে অংশগ্রহণ করে নি। রাইনহাড হেডারিকের প্রাণনাশের ব্যাপারটা সে জানে কিন্তু প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই।

মানসিক এই প্রচণ্ড হতাশা আর আতঙ্কের মধ্যে কার্ল ফ্রাঙ্কের সর্বশেষ রেডিও ঘোষণা কুর্ডাকে সম্পূর্ণ বিহ্বল করে ফেলে। মনের ক্ষীণ দ্বিধাটুকু নির্মূল হয়ে গেল।

রেডিওতে কার্ল ফ্রাঙ্ক তাঁর সর্বশেষ সর্ত ঘোষণা করলেন :

—আগামী আঠারোই জুনের মধ্যে কোনো জর্মন বিরোধী ষড়যন্ত্রকারী, প্রতিরোধ বাহিনীর সক্রিয় কোনো কর্মী বা প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে সক্রিয় কোনো চেক গেরিলা নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হন এবং রাইখ প্রটেক্টর রাইনহাড হেডারিকের প্রকৃত হত্যাকারীর সন্ধান দেন তবে তার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করা হবে। তার বিরুদ্ধে জর্মন নিরুপত্তা বিভাগের গুরুতর অভিযোগ থাকলেও তাকে রেহাই দেওয়া হবে। ভুল স্বীকার করে অপরাধীদের গ্রেপ্তার করতে সাহায্য করলে তাঁর বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ তুলে নেওয়া হবে। এই অনুতপ্ত ব্যক্তির নিরাপত্তার দায়িত্ব জর্মন কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করবে। তাঁর গোটা পরিবার আর নিকট আত্মীয়স্বজনকে রক্ষা করবার দায়িত্ব জর্মন কর্তৃপক্ষের। রাইনহাড হেডারিকের প্রকৃত আততায়ীদের গ্রেপ্তারে সাহায্য করলে পুরস্কার দেওয়া হবে বিশ মিলিয়ন ক্রাউন। তবে এই সুযোগ মাত্র আঠারোই জুন পর্যন্ত পাওয়া যাবে। আঠারোই জুনের পর কোনো অজুহাতই গ্রাহ্য হবে না। গুলি করে হত্যা করা হবে। গোটা পরিবারকে ফাঁসিতে ঝুলতে হবে। এগিয়ে আসুন। পেছনে ফিরে তাকাবেন না। আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসুন। স্বাধীন, মুক্ত নাগরিকের জীবন আর বিশ মিলিয়ন ক্রাউন পুরস্কার আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে। খেয়াল রাখবেন তারিখটা আঠারোই জুন। আগামী আঠারোই জুন পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করবো। তারপর কোনো কিছুই গ্রাহ্য হবে না। শত্রুর সঙ্গে তারপর কোনো আপোস নেই। নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করা হবে। পরিবারের সবাইকেই ফাঁসিতে ঝুলতে হবে। এগিয়ে আসুন। জর্মন গেস্টাপো দপ্তরে সরাসরি যোগাযোগ করুন। স্থানীয় পুলিস ফাঁড়িতে

সংবাদ নিয়ে আসুন। আপনার পরিচয় গোপন রাখা হবে। আপনার নিরাপত্তার দায়িত্ব জর্মন হাইকমাণ্ড গ্রহণ করবে। মনে রাখবেন আঠারোই জুন।

জর্মন আর চেক ভাষায় রেডিও প্রচার চলে ঘণ্টায় ঘণ্টায়। প্রধান সড়ক ছেড়ে মেঠো পথেও সারারাত সামরিক মটোর বাইকের ব্যস্ততা লক্ষ্য করা যায়। নতুন নতুন মুখ। কৌতূহলী দৃষ্টি। চায়ের দোকানে বসবার কোনো উপায় নেই। নিজের ছায়াকেও অনেক সময় গেস্টাপো বলে ভ্রম হয়।

বাড়িতেও যেন কবরের নীরবতা। সবাইকেই দরজা জানলা বন্ধ করবার বাতিকে পেয়েছে। সামান্য ছুঁতোনাতায় তুচ্ছ কারণে মায়ের অশ্রুবর্ষণ আর একটানা কাতরোক্তি চলতে থাকে। মাঝে মাঝে ঝগড়া ছাড়া ভাইরা কুর্ডার সঙ্গে কথা বলে না। ছোট বোনটাও এখন ওদের দলে।

সারারাত ঘুম হয় না। অদৃশ্য ভয় চারদিক থেকে ঘিরে ধরে। স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করবার ক্ষমতা কারেল কুর্ডা হারিয়ে ফেলে। আঠারোই জুনের মধ্যে একটা কিছু করে ফেলবার নানা পরিকল্পনা ভাবতে ভাবতে অস্থির হয়ে পড়ে। প্রবল উত্তেজনার মধ্যে একটা চিঠি লিখে স্থানীয় পুলিস ফাঁড়িতে জানালো,

—রাইখ প্রটেক্টর রাইনহাড হেডারিকের আততায়ীদের অনুসন্ধানের আর প্রয়োজন নেই। অর্থহীন গ্রেপ্তার ও নিরপরাধ মানুষকে ফাঁসিতে লটকানো বন্ধ করুন। আমি জানি আততায়ী কারা। এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের জন্যে শ্লোভাকিয়ার গাবচিক ও মোরাভিয়ার জান্ কুবিশই দায়ী। তারা প্যারাস্যুটে ইংল্যাণ্ড থেকে দেশে ফিরেছে। এই দুজনই আসল অপরাধী।

চিঠিতে কোনো সই নেই। অনেকটা উড়ো চিঠির মত। কোনো কারণেই কারেল কুর্ডাকে হদিস করা সম্ভব নয়। প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে কুর্ডা নিতান্তই এক যুক্তিহীন কাজ করে বসলো। ব্যাপারটা

যখন আন্দাজ করেছে তখন সেই বেনামা চিঠি জর্মন গেস্টাপোর হাতে চলে গেছে।

কুর্ডা হাত কামড়াতে থাকে। তার নিজের সমস্যা এক জায়গায়ই দাঁড়িয়ে রইলো। নতুন আর একটা সমস্যার সৃষ্টি করলো শুধু। ঐ উড়ো চিঠিতে কিছু খবর সে দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু তাতে তার নিজের সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। অপরাধ থেকেই যাচ্ছে। জর্মন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তার সহযোগিতার কোনো যোগসূত্র স্থাপন করা যাচ্ছে না। ঐ চিঠিতে কুর্ডা তার নিজের সততা এতটুকু প্রমাণ করতে পারে নি। বরং বিপদের ঝুঁকি আরও যেন বেড়ে গেল।

সময় অপেক্ষা করে না। আঠারোই জুন তারিখটা প্রতি মুহূর্তে কুর্ডাকে হণ্ট্ করে। একটা ভুল শোধরাতে গিয়ে ভুলের পর ভুল করে চলে। দেশের বাড়ি ছেড়ে পরদিনই ট্রেন ধরে প্রাগের পথে রওনা হয়ে গেল কুর্ডা।

বিরাট শহর প্রাগ। উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটতে হাঁটতে এসে ঢুকেছিল এক কফি বারে। অনেক মানুষের ব্যস্ততার মধ্যে নিজে কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। হয়তো নিশ্চিত লক্ষ্য সম্পর্কে তখনও ক্ষীণ দ্বিধা ছিল। সরাসরি জর্মন গেস্টাপোর সঙ্গে যোগাযোগ করতে ভয় পেয়েছিল কিনা বলা কঠিন।

পরিচিত একটা মুখও চোখে পড়ে না। কিন্তু একজন কুর্ডাকে ঠিক চিনেছে। কোণের টেবিলে মুখোমুখি বসে হাজস্কীর সঙ্গে চা পান করছিলো লেনকা। ক্লাডনো থেকে কিছুক্ষণ আগে এসেছে বিশেষ জরুরী কাজে। হাজস্কী তাঁর ব্রিফিং প্রায় শেষ করেছেন।

—স্কোডা অপারেশনে আমি যতদূর জানি এই ভদ্রলোক ছিলেন। বাইরে ভদ্রলোক ঘুরে বেড়াচ্ছেন!

—তুমি কার কথা বলছো লেনকা?

—ডান দিকের ছুটো টেবিল ছেড়ে আপনার দিকে পেছন করে বসেছেন।

এক নজর তাকিয়ে নিয়ে হাজস্কী অস্ফুট এক বিস্ময়োক্তি করেন। একটু ভয় পেয়ে যান। কাৎ হয়ে ঝুঁকে বসলেন।

লেনকা বলে,

—আটা মোরাভেকের সঙ্গে দেখেছিলাম। আমার সঙ্গে পরিচয় নেই। আমি কী ভুল বলছি!

হাজস্কী একটু অন্যমনস্ক হয়ে যান। কী যেন ভাবেন, 'তুমি ঠিকই চিনেছো। যুবার নাম কারেল কুর্ডা। প্রাগে কুর্ডা এসেছে কেন! যাহোক তুমি কেটে পড়। তোমার সঙ্গে আমার কাজ শেষ হয়েছে। সময় নষ্ট করো না। আমি দেখছি।

লেনকা উঠে পড়লো। হাজস্কী কিন্তু চুপচাপ বসে রইলেন। পরে কুর্ডাকে অনুসরণ করে নেমে এলেন পথে।

'সার্জেণ্ট মেজর কুর্ডা আপনি প্রাগে', হাজস্কী পা চালিয়ে পাশে এসে গেছেন।

বেমওকা গাড়ির মুখোমুখি পড়ে গেলে পথচারী যেমন দিশেহারা হয়ে যায়, কুর্ডা অনেকটা যেন সেই রকমই হকচকিয়ে গেল। স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর সে যেন হারিয়েছে। হাজস্কী একটু বিস্মিত হন। বিরক্তও বোধ করেন,

—প্রাগে আপনি কী করছেন?

—কিছুক্ষণ আগে আমি প্রাগে এসেছি।

—প্রাগে আপনি কেন এসেছেন?

—আমি চারদিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি।

—আপনাকে কেউ ডেকেছে?

—না।

—শুধু শুধু আপনি প্রাগে এসেছেন কেন? প্রতিরোধ বাহিনীর আপনি একজন দায়িত্বশীল কর্মী। এভাবে আপনি শৃঙ্খলা ভাঙতে পারেন না। প্রাগের বর্তমান পরিস্থিতি আপনি জানেন?

—আমি কোনো খবরই পাই না। রেডিও প্রচার ছাড়া আমি কোনো কিছু জানতে পারি না।

—মেজর কুর্ডা আমার মনে হয় বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনি পুরোপুরি অবহিত নন। আপনি প্রাগে আসবেন আমি ভাবতে পারি না। আপনাকে মায়ের খামার বাড়িতে থাকতে বলা হয়েছে। সে নির্দেশ আপনি অমান্য করেছেন।

—দেশের বাড়িতে আমার ভয় করে। আমি নিরাপদ নই।

—প্রাগ আরও বিপজ্জনক। আপনার পরিচয়পত্র ভুল। প্রকাশ্যে এভাবে এখানে ঘোরা পাগলামো ছাড়া কিছু নয়। আমি ভালো জানি আপনার কাগজপত্র একদম ঠিক নেই। গেস্টাপোর সামনে পড়লে নিস্তার নেই।

—আপনার বাড়িতে আমাকে থাকতে দিন।

—কর্ডন করে বাড়ি বাড়ি রাত্রে সার্চ হচ্ছে। আমার বাড়ি যখন তখন সার্চ হতে পারে। ভূয়া পারমিট একদম কাজে আসবে না। হটকারীর মত কাজ করবেন না। আপনি মায়ের বাড়িতে ফিরে যান। সেখানে অসুবিধা থাকলেও বিপদের ঝুঁকি কম। প্রাগ এখন সবচেয়ে মারাত্মক জায়গা। গেস্টাপো বিশেষজ্ঞদের টিম বার্লিন থেকে নিত্য আসছে। পথে ঘাটে, রেলস্টেশনে সর্বত্র চেকিং। বিপ্লবী বাহিনীর তরফ থেকে আমি আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছি আজই প্রাগ থেকে চলে যান। চুপচাপ থাকুন। আমরাই আপনাকে সংবাদ পাঠাবো। এই মুহূর্তে আপনার আত্মরক্ষা করা ছাড়া কোনো দায়িত্ব নেই।

দুজনের হাঁটতে হাঁটতে কথা হচ্ছিলো। ঘড়ি দেখলেন হাজস্কী। কুর্ডাকে সাহসও দিতে চেষ্টা করেন,

—এ পরিস্থিতি বেশী দিন থাকবে না। অত্যাচারের প্রচণ্ডতার সামনে আমাদের প্রতিরোধের সাময়িক বিরতি বলা যেতে পারে। বড় বড় আঘাত হানবার প্রস্তুতিপর্ব চলেছে। লিডিসের ঘটনায়

গোটা দেশবাসী সংগ্রামের জন্যে তৈরী হচ্ছে। প্রাগ থেকে আজই আপনি চলে যাবেন। আপনি আমার বিপ্লবী অভিবাদন গ্রহণ করুন।

কুর্ডার মনভাব বোঝা গেল না। হাজস্কী ইঙ্গিতে জানালেন তিনি এই স্টপেজ থেকে ট্রাম নেবেন। ট্রামটা বাঁক ঘুরতে নজরে পড়লো। কুর্ডা চুপচাপ একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে।

হাজস্কীর উপদেশ কারেল কুর্ডা আদৌ ভাবছিল না। ভেনসেসলাস স্কোয়ারে হাঁটতে থাকে। চওড়া ফুটপাথের পাশে বড় বড় দোকান। নানাবিধ দ্রব্যসামগ্রা সুন্দরভাবে সাজানো। মোটা পুরু বড় বড় কাঁচ বসানো শো-কেস। নৃত্যরতা এক সুন্দরীর ছবির শো-কার্ডে অপেরা হাউসের বিজ্ঞাপন। কাঁচে সাঁটা একটা ছবি দেখে কুর্ডা হঠাৎ যেন চমকে ওঠে। ভালচিকের ছবি! বড় বড় হরফেই লেখা ছিল অনেক কথা। ভালচিক একজন আত্মগোপনকারী আততায়ী। ধরে দিলে বিস্তর ইনাম। ভয়ে সবটা পড়তে পারলো না কুর্ডা। চারপাশ দেখে নিয়ে পথ চলতে থাকে। কয়েক পা যেতে কুর্ডাকে লক্ষ্য করেই যেন রেডিও ঘোষণা শুরু হলো :

'মাঝে শুধু একটা দিন। অহেতুক ভয় পাবেন না। সরাসরি জর্মন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আগামী আঠারোই জুনের পর কোনো অজুহাতই গ্রাহ্য হবে না। নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করা হবে। পরিবারের সবাইকেই ফাঁসিতে ঝুলতে হবে। তবে আপনি যদি প্রতিরোধ বাহিনীর সক্রিয় কর্মী হন তাতে ভয় পাবার কিছু নেই। নিজের ভুল শোধরানোর সুযোগ আমরা খোলা মনে দিয়ে থাকি। অনেকেই আসছেন। জর্মন কর্তৃপক্ষের সাহায্যে তাঁরা আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে গেছেন। যেটুকু আপনার জানা আছে সেই খবরই দিন। মহান রাইনহাড হেডারিকের হত্যাকারীদের সন্ধান দিতে না পারলেও এ ব্যাপারে সামান্য সূত্রও হয়তো কাজের হতে পারে। অহেতুক ভয় পাবেন না। শত্রুর অপপ্রচারে বিভ্রান্ত

হবেন না। আসুন। দেরী করবেন না। মনে রাখবেন মাঝে শুধু একটা দিন।

কারেল কুর্ডার খেয়াল হয় আজ ষোলই জুন।

মনস্থির করে ফেলে কুর্ডা। ভেনসেসলাস স্কোয়ার ধরে একা জোরে জোরে হাঁটতে থাকে। কার্ল ফ্রাঙ্কের সর্বশেষ সতর্কবাণী তাকে তাড়া করে নিয়ে চলে। প্রাগ স্টেশনে নয়—পেচক ব্যাঙ্কের জর্মন গেস্টাপো সদর দপ্তরে। বিশ্বাসঘাতক সার্জেন্ট মেজর কারেল কুর্ডা একবারও পেছনে ফিরে তাকায় না।

এস. এস. কর্পোরাল কমিস্যার ইয়ানতুর সারাদিনের কাজের খতিয়ান মিলিয়ে দেখছিলেন। গ্রেপ্তারের পর কতজন বধ্যভূমিতে গেছে। নারী পুরুষের পৃথক পৃথক তালিকা। হায়নার মত দুই পার্শ্বচর শুধু আদেশের অপেক্ষায় আছে। এমন সময় এক তৃতীয় হায়না কারেল কুর্ডাকে মুখে করে নিয়ে এলো।

ইয়ানতুর মানুষ চেনেন। দেখে বুঝলেন আগন্তুক প্রচণ্ড ভীত। তৃতীয় হায়না কানে কানে কী যেন বলে হাসতে হাসতে চলে গেল। কাগজপত্র একপাশে সরিয়ে রেখে ইয়ানতুর চোখের পাতা না ফেলে প্রশ্ন করেন :

—আপনার নাম ?

—সার্জেন্ট মেজর কারেল কুর্ডা।

—বয়স ?

—ত্রিশ।

—পেশা কী আপনার ?

—আমি ইংল্যাণ্ডে স্পেশাল ট্রেনিং নিয়ে ক'সপ্তাহ আগে গোপনে প্যারাস্যুটে দেশে নেমেছি। আমি চেক প্রতিরোধ বাহিনীর একজন।

—আপনি এখানে এসেছেন কেন ?

—রেডিও ঘোষণা আমি শুনেছি। রাইখপ্রটেক্টর রাইনহাড

হেডারিক-হত্যাকারীদের আমি জানি। আমি আপনাদের সাহায্য করতে চাই।

—আপনি অপারেশনে ছিলেন?

—না।

—কারা ছিল?

—এ্যাথ্রোপয়েড কমাণ্ডোর দুজন। আমি তাদের ছবি সনাক্ত করতে পারি।

—তুমি অপারেশনে ছিলে না?

—না।

—তারা প্যারাস্যুটে দেশে নেমেছে?

—হ্যাঁ। সেই কমাণ্ডোর কোড নামই এ্যাথোপয়েড কমাণ্ডো।

—তারা আছে কোথায়?

—বলতে পারবো না।

—রেডিও প্রচার কবে শুনেছো?

—কদিন ধরেই শুনছি।

—এতদিন চুপচাপ ছিলে কেন?

—আমি বেনেসোভ থানায় চিঠি লিখে জানিয়েছি।

—তোমার বাড়ি কোথায়?

—দেশে ফিরে আমি মায়ের খামার বাড়িতে আছি।

—জায়গাটা কোথায়?

—নেভা হেলেনায়।

—প্রাগে কবে এসেছো?

—আজই।

—কোথায় আছো?

—সোজা আপনার এখানে এসেছি।

—কতক্ষণ প্রাগে এসেছো?

—ঘণ্টা তিনেক হবে।

—আততায়ীদের তুমি জান ?

—হ্যাঁ।

—প্রাগেই আছে তারা ?

—এই শহরেই আছে।

—ঠিকানা কী ?

—জানি না।

চোখের ইশারায় দুই হায়নার থাবা চেয়ার থেকে কুর্ডাকে ছিটকে ফেলে। একজনের লাথি যদি বা থামে অপর জনের অবিশ্রান্ত কিল ঘুসিতে নাক মুখ দিয়ে গল গল করে রক্ত ঝরতে লাগলো। মুহূর্তে কুর্ডা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

এই বিপর্যস্ত বিহ্বল অবস্থা কমিস্যার ইয়ানতুর চাইছিলেন। ইণ্টারোগেশনে তাঁর অভিজ্ঞতা দীর্ঘদিনের। এই অবস্থায় গল গল করে এ জাতের মানুষ কথা বলে। সামান্য রকম দ্বিধা, কোন কিছু গোপন করার সতর্কতা সে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে।

ধরাধরি করে চেয়ারে এনে বসাতে ইয়ানতুর এবার নিজে আত্মপ্রকাশ করেন। সম্পূর্ণ যেন অন্য মানুষ,

—প্রাগের ঠিকানা জান না। ছবি সনাক্ত করে আমাদের সাহায্য করতে এসেছো!

—আমি সত্যি কথা বলছি।

আবার ইশারা। দুই হায়নার কুর্ডাকে আবার চেয়ার থেকে থাবা দিয়ে তুলে নেওয়া। কুর্ডা মেঝেতে উল্টে পড়ে যায়। বুকটা যেন বুটের লাথিতে গুঁড়িয়ে দেবে। চেয়ারে আবার কুর্ডাকে এনে বসানো হলো। সামান্য সময়ে মানুষটা যেন দলে-পিষে গেছে।

—তুমি গিরিক-কে জান ?

—জানি।

—তোমার চেয়ে সে আমাদের অনেক বেশী কাজে এসেছে।

—আমি···আমি !

কনুইয়ের ধাক্কায় কুর্ডা আবার ছিটকে পড়ছিল। ধরে আবার বসাতে হলো।

—তুমি ট্রেন ওড়ানোতে ছিলে?

—আমি পিলসেন-এ স্কোডা অপারেশনে ছিলাম। সে অভিযান ব্যর্থ হয়েছে।

—তুমি এখানে কেন এসেছো?

—রাইখ প্রটেক্টরকে যারা হত্যা করেছে আমি তাদের জানি।

—কী নাম?

—এ্যাথোপয়েড কমাণ্ডোর দুজন। জান্ কুবিশ আর যোসেফ গাবচিক।

—প্রাগের ঠিকানা তুমি জান না?

—না।

—বেনেসোভ থানায় উড়ো চিঠি দিয়েছিলে কেন? তোমার কোনো খবরই আমাদের কাজের হচ্ছে না। বেনামা উড়ো চিঠি থেকে আততায়ীদের নাম আমরা জেনেছি কিন্তু প্রাগে এসে এ পর্যন্ত কোনো খবরই দিতে পার নি।

—আমি যা জানি সে সব কথাই বলতে চাই।

—তোমার কাছে ক্যাপস্যুল আছে সেটা দাও।

পকেট থেকে একটা মোড়ক খুলে কুর্ডা টেবিলের ওপর বাদামী ক্যাপস্যুলটা রাখতেই ইয়ানতুর সেটা হাতে নিলেন। বুঝলেন, কুর্ডা জেনুইন। এই চেক বিশ্বাসঘাতক বাঁচতে চায়। ক্যাপস্যুল খেয়ে মরতে সে আজ প্রস্তুত নয়।

—প্রতিরোধ বাহিনী ত্যাগ করে আপনি আমাদের সাহায্যে এলেন কেন? যদি বলি বিশ মিলিয়ন ক্রাউনের লোভে এসব কিছু বানিয়ে বলছেন। ঐ দুটো চেক নাম আমাদের কোনো কাজে লাগছে না। আপনি দলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলেন কেন?

—আমি মনে করি জর্মনরা অপরাজেয়। প্রতিরোধ আন্দোলন

নিতান্তই ছেলেখেলা। আমার মা, দুই ভাই আর বোনকে আমি বিপদ থেকে বাঁচাতে চাই। আমার পরিবারকে আমি ধ্বংস হতে দিতে চাই না। আমার ছেলে আছে।

—আততায়ী দুজনকে ধরবার কোনো সূত্র তুমি দিতে পারোনি।

—তারা প্রাগেই আছে। ওরা প্রথম দিকে নেমেছে প্রায় চার-পাঁচ মাস আগে।

—কী নাম বললে ?

—জান্ কুবিশ আর যোসেফ গাবচিক।

—নিশ্চয়ই তাদের কোড নাম আছে।

—হয়তো আছে। আমি জানি না।

—প্রাগে তারা কী নামে অপারেট করে ? পরিচয় পত্রে কী নাম আছে তাদের।

—বলতে পারবো না।

ইয়ানতুর বুঝতে পারেন কুর্ডা যা জানে সবই বলতে চায়। কিন্তু কতটুকু তার কাজে আসবে। আততায়ীদের নাম শুনে কোন লাভ হচ্ছে না। তাদের গ্রেপ্তার করবার কোনো হদিশই সে এখন দিতে পারেনি।

—রাস্তায় ফেলে যাওয়া আততায়ীদের জিনিস সনাক্ত করতে পারো ?

—না দেখলে বলতে পারবো না।

ইয়ানতুর এক পার্শ্বচরকে কানে কানে কী বলতেই কয়েক মিনিটের মধ্যে সে কতগুলো ব্যাগ আর ব্রিফকেস টেবিলে এনে রাখলো। কারেল কুর্ডার চোখ দুটো জ্বলে ওঠে। একবার চোখ বুলিয়ে একটা শূন্য ব্রিফকেস হাতে তুলে নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে বলে,

—এই ব্যাগ! এই ব্রিফকেস জান্ কুবিশ ব্যবহার করতো। স্কোডা অপারেশনের দিন এই ব্যাগ আমি তার সঙ্গে দেখেছি।

ইয়ানতুর একদৃষ্টে কারেল কুর্ডার দিকে তাকিয়ে থাকেন। হায়না ছুটোর উদ্ধত থাবা নিচে নেমে আসে। ইয়ানতুর বুঝতে পারেন লোকটাকে তিনি ঠিক চিনেছেন। বলতে চায়, কিন্তু কতটুকু সে বলতে পারবে সেইটাই সবচেয়ে বড় কথা। খবর পেয়ে দুই গেস্টাপো চীফ ছুটে এলেন পানভিৎস আর ফ্লাইশার। তিন জনের একটানা প্রশ্নের পর প্রশ্ন। আবার সেই শুরু থেকে নাম, পেশা আর বয়স বলতে হলো নতুন করে। কোন্ ফাঁকে এক স্টেনোগ্রাফার এসে বসে। একটানা সে আঁক কষে চলে।

পানভিৎস হঠাৎ যেন সপ্তমে বাঁধা হয়ে গেলেন।

—এ পর্যন্ত একটা কথাও তুমি আমাদের বলতে পারনি যা আমাদের কাজে আসবে। প্রাগে আততায়ীরা কোথায় আছে তুমি তার খবর জান না ?

—আমি নোভা হেলনাতে ছিলাম। স্কোডা অপারেশন ছাড়া কোন কিছুতে অংশগ্রহণ করিনি। প্রতিরোধ বাহিনী আমাকে প্রাগ থেকে দূরে থাকতে বলে।

যা জানি সবকিছু বলে আপনাদের সাহায্য করতে চাই। জান্ বা যোসেফের ঠিকানা আমার জানা নেই। তবে আমি নিশ্চিত ওরাই রাইখপ্রটেক্টর হেডারিক-কে আক্রমণ করেছিল। ঐ দায়িত্ব নিয়ে তারা দেশে ফিরেছিলো।

—তোমাকে তো ওরা হত্যা করবে।

কারেল কুর্ডা কথার জবাব দেয় না। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

—তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করলে কেন ? তোমার সাথীদের তুমি ধরিয়ে দিতে এসেছো কেন ?

—আমি বিশ্বাস করি না জর্মনদের সঙ্গে প্রতিরোধ বাহিনী পেরে উঠবে। বড় রকমের আঘাত হানবার পরিকল্পনা একটা মিথ্যা আস্ফালন। আমি মনে করি জর্মন শক্তি অপরাজেয়। জর্মনরা আমাদের দেশের মানুষের সমৃদ্ধি এনেছে। বেকারী কমেছে।

শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি হয়েছে। তারা সস্তা দরে রেশন পায়। রেশনের কোটা বাড়ানো হয়েছে। শ্রমিক নতুন জুতো পেয়েছে। রেশনের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে। এসব বিদেশে থাকতে আমি জানতাম না। জর্মনদের অধীনে থেকে সাধারণ মানুষের আশাতীত কল্যাণ হয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি।

তিনজনই একমত হন, বিশ্বাসঘাতক কিছু লুকোচ্ছে না। প্রহার করা অর্থহীন। বরং আরও নানা প্রশ্নের সাহায্য নিয়ে ধৈর্য ধরতে হবে। কুর্ডা সব কথাই বলে যায়। প্রতিরোধ বাহিনীর সামান্য রকম খবরও কুর্ডা গোপন করে না। পিলসেন, ব্রুনো, প্রাগ আর পারুবিসেভে নাৎসী প্রতিরোধ বাহিনীর যতটুকু গোপন নিটওয়ার্ক তার জানা সবই বলে চলে।

—আপনি প্রাগের কোনো খবর কিন্তু দিতে পারেন নি।

—আমি কিছু গোপন করিনি।

—প্রতিরোধ বাহিনীর কোনো আস্তানা আপনার জানা নেই।

—রাস্তায়, পথে-ঘাটে আর রেস্তোরাঁয় দেখা হয়েছে। প্রতিরোধ বাহিনীর কোনো আড্ডায় আমাকে যেতে হয়নি।

ফ্লাইসার তৎপর হয়ে ওঠেন,

—গোপন করবেন না। কোনো কথাই এখনও আমাদের কাজে আসে নি। আপনি সঙ্গীদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলেন কেন?

—আমি মনে করি জর্মন শক্তি অপরাজেয়। প্রতিরোধ বাহিনী যে বড় রকমের আঘাত হানবার কথা বলে সে সবই মিথ্যে আস্ফালন।

—বড় রকমের আঘাত হানবার ডাক কমিউনিস্টরা দিয়েছে। আপনি 'রুদে প্রাভো' পড়েন?

—না।

'নোঙরা কুকুর আবার মিথ্যে কথা', ফ্লাইশারের এক ঘুসিতে কুর্ডা ছিটকে পড়ে। মুখ থেকে দরদর করে রক্ত বেরিয়ে সার্টটা ভিজিয়ে দিল।

রাগ-অনুরাগ যান্ত্রিক নিয়মে চলে। সব কিছুই মাপা। পানভিৎস ইঙ্গিত করতেই কুর্ডাকে চেয়ারে আনা হলো। ঠোঁট কেটে গেছে অনেকটা। ডানদিকের চোখটা ফুলে উঠেছে। বলির পাঁঠার মত কাঁপছে কুর্ডা। মনের সব কথা উজাড় করে দিয়েও যেন মুক্তি নেই।

হঠাৎ খেয়াল হলো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কাতরোক্তি করে,

—একবার শুধু···!

ইয়ানতুর লাফিয়ে ওঠেন। পানভিৎস চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ান। ফ্লাইশার কুর্ডার সার্টের কলার ধরে দাঁত চিপে কর্কশ গলায় ফেটে পড়েন, 'একবার শুধু কী হয়েছিল! বলো···বলো···'

—একটা ছেলেকে আমি জানি। প্যারাস্যুটে সে দেশে আসে নি। প্রাগেরই ছেলে। তার বাড়িতে প্রতিরোধ বাহিনীর একবার এক মিটিং হয়েছিল। অনেকের সঙ্গে জান্ আর যোসেফও সেখানে উপস্থিত ছিল। ঐ ছেলেটাই প্রাগে আমাকে প্রথম বিপ্লবীদের আড্ডায় নিয়ে আসে।

—বাড়িটা চেন?

—ঠিকানা জানি না।

—বাড়িটা চিনতে পারবে?

—পারবো।

—ছেলেটার নাম কী?

কারেল কুর্ডা সব উজাড় করে দিল। শত শত সংসার ধ্বংস করে সে তার পরিবারকে বাঁচাবে। সহস্র মায়ের রুধিরস্রোত তার মায়ের জীবনের কাছে কিছু না। গেস্টাপো ত্রয়ী একসঙ্গে প্রায় ধমকে ওঠেন, 'কে তোমাকে প্রাগে পথ দেখিয়ে এনেছিল?

—'আটা মোরাভেক' বিশ্বাসঘাতক কুর্ডার সর্বনেশে স্বীকারোক্তি ঠোঁট থেকে ঝরে পড়ে।

বৈদ্যুতিক বেলের একটানা আওয়াজে তিনজনের ঘুম ছুটে যায়। জানান দেবার মধ্যে তীব্র একটা ঔদ্ধত্য মারী মোরাভেক-কে বিচলিত করে। রাত্রেই ওরা আসে। হয়তো ওরা এসেছে। দরজার পাল্লা খুলে ধরবারও যেন ওরা সময় দেয় না। হুড়মুড় করে ওরা ঢুকে পড়ে। শেকলে বাঁধা চারটে এ্যালশেসিয়ান। ছোটখাটো একটা আর্মি প্লেটুনের যেন নেতৃত্ব করছেন ফ্লাইশার।

—দেওয়ালের দিকে মুখ করে হাত তুলুন। আপনার নাম আটা মোরাভেক?

ফ্লাইশার সশস্ত্র একটা প্রতিরোধের সামনে পড়বেন বলে আশঙ্কা করেছিলেন। উদ্ধত রিভালভার হাতে নিয়ে ফ্ল্যাটটা যেন মুহূর্তে তছনছ করে ফেলেন। নেকড়ের মত চারটে এ্যালশেসিয়ান গন্ধ শুঁকে শুঁকে আলমারি, বিছানার তলা আর পোর্টিকোর পেছনটা আঁচড়ে-উঁচড়ে ফিরে এলো।

দুজনেরই থাকার কথা। আটা মোরাভেক কদিন বাইরে ছিল। আজই প্রাগে ফিরেছে। ফ্লাইশার গর্জে ওঠেন, 'কোথায় ওরা?'

প্রস্তুতির প্রচণ্ডতায় মারী মোরাভেকের সন্দেহ আরও দৃঢ় হলো। বাড়ি বাড়ি ঢুকে গেস্টাপোদের অভ্যস্থ তালাশ এ নয়। রুটীন সার্চ একে বলা চলে না। এরা কিছু দেখছে না—শুধু মানুষ খুঁজছে। নিশ্চয়ই এরা হাতে কিছু পেয়েছে। চিন্তার তরঙ্গ মাথার মধ্যে বয়ে চলে।

—আর সবাই কোথায় গেল?

'কাদের কথা বলছেন! সংসারে আমরা তিনজন,' মারী মোরাভেক আশ্চর্যরকম স্বাভাবিক সুরে কথা বলেন।

—চালাকি করলে কুকুরের মত গুলি করে মারবো।

—আমরা নিরস্ত্র। আমাদের হাত নামাতে দিন।

ফ্লাইশার মারী মোরাভেকের সততা যাচাই করতে আসেন নি। মানুষের তালাশে এসেছেন। তাই সময় নষ্ট না করে নিজে একবার

পোর্টিকো পেরিয়ে রান্না-ঘরের দিকে ছুটে যান। চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এদের ভ্যানে তোলো।'

মারী মোরাভেক নিশ্চিত হয়েছেন। কোথাও বড় রকমের কিছু লিক্ হয়েছে। নতুন কোনো বিশ্বাসঘাতক হয়তো বিপ্লবীদের সন্ধান দিয়েছে। কুকুর নিয়ে এতজন মিলে এভাবে তো ওরা এখন আসছে না। নিশ্চিত খবর নিশ্চয়ই ওরা পেয়েছে। যা দেখছে তাকে অনুসন্ধান বলে না। কর্ডন করে এলাকা জুড়ে ঘরে ঘরে সার্চ করা হয়েছে। কিন্তু এরা দেখা যাচ্ছে তাঁর ফ্ল্যাটেই এসেছে। ঢোকার আগেই এরা জানত কোথায় এসেছে। ফ্লাইশার ঘরে ঢুকেই আটার নাম করেছে।

মোরাভেক চিন্তা করতে পারছিলেন না। হঠাৎ খেয়াল হলো। পরক্ষণেই সামনের গেস্টাপোকে বলেন,

—আমাকে একবার বাথরুমে যেতে দিন। আমাকে হাত নামাতে দিন।

জবাবটা ফ্লাইশার নিজে দিলেন,

—আপনারা যদি মুখ না খোলেন তার পরিণতি ভাল হবে না। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন! বাথরুমে যান। এক মিনিট সময় দিলাম।

মারী মোরাভেক বাথরুমে ঢুকতেই ফ্লাইশার আটাকে এক লাথিতে ছিটকে ফেলেন, 'ওরা কোথায় বল! আমার কাছে মরা মানুষ মুখ খোলে। তুই সব জানিস। প্যারাস্যুটে যারা দেশে নেমেছে তাদের তুই খবর রাখিস।

বৃদ্ধ মোরাভেকের আর্তনাদ গোঙানীর মত শোনালো।

মারী মোরাভেক বাথরুমের দরজায় কান রেখে সব শুনছিলেন। নিজের অনুমান সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়েছেন! একজন বিশ্বাসঘাতকতা করছেই। বাঁচার কোনো উপায়ই নেই। লিডিস-এর দৃষ্টান্ত চোখে ভাসছে। জিনড্রার কাছে কিছুদিন আগে কথা প্রসঙ্গে অনেক কিছু শুনেছিলেন। মানসিক ও শারীরিক সহ্যশক্তির স্তর নিয়ে কথা হচ্ছিলো। কতটা সহ্যশক্তি তাঁর আছে! তিনি যে সবই জানেন।

ফ্যাসিস্ট এই জানোয়ারদের ধারালো দ্রাংষ্ঠার সামনে শেষ পর্যন্ত মানসিক ও শারীরিক সহ্যশক্তি তিনি কী অটুট রাখতে পারবেন। পারবেন কী ফুলের মত এই এতগুলো জীবনকে রক্ষা করতে! স্বামীর জন্যে চিন্তা নেই। তিনি কিছুই জানেন না। নিজের ছেলেকে তিনি জানেন—আটা পারবে। কিন্তু গেস্টাপোদের বীভৎসতার সঙ্গে তিনি নিজে কতক্ষণ পেরে উঠবেন!

দরজা ধাক্কানোর শব্দ হলো। চীৎকার আর প্রহারের আওয়াজ। আটা আর্তনাদ করছে। এ্যালশেসিয়ান দরজা আঁচড়াচ্ছে। চেঁচাচ্ছে।

সংশয়টুকু কাটিয়ে ওঠেন মারী মোরাভেক। দ্বিধা আর নেই। প্রস্তুতি তিনি আগেই সেরে রেখেছিলেন। নিজের আত্মবিশ্বাসের ওপর ভরসা করে এতগুলো জীবনের ঝুঁকি তিনি নিতে পারবেন না। চাপ দিয়ে গলার লকেটটার মধ্যে লুকিয়ে রাখা বাদামী ক্যাপস্যুলটা হাতে নিলেন। পারতুবিসের রেডিও অপারেটারের কাছ থেকে তুর্দিনের সম্বল হিসাবে তিনি একটা সংগ্রহ করে রেখেছিলেন।

দরজাটা ওরা ধাক্কাচ্ছে। চেঁচাচ্ছে জানোয়ারের মত। অধৈর্য এ্যালশেসিয়ান আঁচড়ে চলেছে কপাটটা।

কী ভাবছেন মারী মোরাভেক। সামান্য একটা মুহূর্তের অনেক মূল্য। ক্যাপস্যুলটা মুখে ফেলেই গিলে ফেললেন। হাতল ঘুরিয়ে দরজাটা খুলে দিলেন। মাথাটা চক্কর খেয়ে গেল। দৃশ্যমান জগত ক্রমেই ঝাপসা হয়ে আসে। সামনেই আটা মোরাভেককে এক নজর দেখলেন। তারপর সমস্ত কিছু একাকার হয়ে গেল। মেঝের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন মারী মোরাভেক।

এতটা আশঙ্কা করেন নি ফ্লাইশার। তু'পা পিছিয়ে গেলেন। পরক্ষণেই তৎপর হয়ে ওঠেন। কর্কশ গলায় বিকারগ্রস্ত রোগীর মত মুখভঙ্গী আর চীৎকার। ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

আটাকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে ওরা নিয়ে চলে। মারী মোরাভেকের

নিষ্পাপ দেহটাও ওরা নিয়ে গেল। শুধু পড়ে রইলো একজন। অপমানিত লাঞ্ছিত অপদার্থ যন্ত্রণাকাতর বৃদ্ধ মোরাভেক।

শারীরিক আর মানসিক সহ্যশক্তির স্তর যেন আর খুঁজে পাওয়া যায় না। ইয়ানতুর আর পানভিৎস ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু থামলে চলবে না। অল্পক্ষণের মধ্যে আটা মোরাভেক যদি কিছু কবুল না করে তবে প্রাগের প্রতিরোধ বাহিনীর গোপন আস্তানা খুঁজে বার করা কঠিন হবে। একজনকেও আর হাতে পাওয়া যাবে না। তারা সতর্ক হয়ে যাবে। খবর পেয়ে আড্ডা ভেঙে দিতে তাদের সময় লাগবে সামান্যই।

ইয়ানতুর মুখে রুমাল ঘষে বলেন,

—ক্যাপসুল পকেটে না থাকায় ভেবেছিলাম কয়েক মিনিটের মধ্যেই মুখ খুলবে। এখন দেখছি অন্যরকম।

পানভিৎসের মুখে বিষাদ,

—যারা আসছে সবই অপদার্থ। গিরিক তার নিজের কমাণ্ডোর বাইরে কারো খোঁজ দিতে পারেনি। একটা লাশই শুধু সে সনাক্ত করেছে। কুর্ডা এ পর্যন্ত যা বলেছে তাতে শুধু আটাকে পাওয়া গেল। এক ঘণ্টা হয়ে গেল সে কিছুই কবুল করেনি। সে যে কতটা জানে, তার প্রমাণ কিছুই আমাদের হাতে নেই। মা-বেটিটাকে বাথরুমে যেতে দেওয়া যে কী ভুলই হয়েছে।

—সময়টাই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। পরে কিছু বললেও হয়তো কাজে আসবে না। বলেন তো ওর সামনে এখনই কারেল কুর্ডাকে আনতে বলি।

—তাছাড়া কোনো তো উপায় দেখছি না। ছোকরা সময় বড় বেশী নিচ্ছে। কিন্তু আর অপেক্ষা করলে মুশকিল আছে। পারছুবিস থেকে মেয়েটার এসে পৌঁছোতেও সময় লাগবে। জীবিত অবস্থায়

আনা যাবেই সে ভরসাও কম। আমি মিউনিকের প্রথম ব্যাচের এস. এস. রিক্রুট। মরা মানুষের স্বীকারোক্তির কথা হয়তো মিথ্যে কিন্তু চেক তরুণদের কাছে আমাদের নতুন অভিজ্ঞতা হচ্ছে। টর্চারের তৃতীয় স্তর থেকে শুরু করেও সময় আমাদের অনেক লাগছে। নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও এরা ভয় পায় না।

পানভিৎস ক্রমেই যেন চিন্তিত হয়ে প ড়ছেন।

এমন সময় ঝড়ের বেগে প্রবেশ করলেন ফ্লাইশার। সারা শরীরে যেন উল্লাস, 'কুকুরের বাচ্চাটা মুখ খুলেছে।'

চেয়ার থেকে দুজনেই লাফিয়ে ওঠেন।

—আমি সেণ্ট্রাল পয়েণ্টে যাচ্ছি। কতটা কাজ হবে জানি না, তবু আড্ডাটা ভাল জায়গাতেই গেড়েছে।

ড্রয়ার থেকে একটা বোতল বার করে নিট্ খানিকটা গলায় ঢেলে নিলেন ফ্লাইশার।

তাড়াহুড়োতে বেরুনোর মুখে একবার দাঁড়িয়ে বলেন,

—কম্যাণ্ডোর ইয়ানতুর, আপনি ছেলেটাকে নিজে একবার দেখবেন। ডাক্তার দেখছে। হয়তো জ্ঞান হারিয়েছে। মরে না যায়। আমাদের অনেক কিছু জানতে হবে। ছোকরা অনেক কিছু জানে বলেই মনে হয়। এখনই কান দিয়ে রক্ত বেরুনোটা খারাপ। শুধু টর্চার করে কাজ হবে না।

গেস্টাপো হেডকোয়ার্টাস-এর বিশাল চত্বর থেকে ফ্লাইশারের নেতৃত্বে তিনটে খোলা জিপে বারোটা টমিগান আর চারটে এ্যালশেসিয়ান মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল।

দরজাটা খোলাই ছিল। তবে বোধহয় ভেতরের মানুষ টের পেয়েছিলেন। এ্যালশেসিয়ান আঁচড়াচ্ছিলো বা কাঠের সিঁড়িতে বুটের আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন। প্রচণ্ড এক লাথিতে কপাট খুলে যাবার আগেই মানুষটি পাশের কামরায় ঢুকে পড়ে খিল

দিয়ে দেন। নিচের দিকেই করেছিলেন কিন্তু গুলিটা কপাটে লেগে কাঠ খানিকটা ভেঙে দিল। দরজায় আর একটা গুলি করলেন ফ্লাইশার। আর একটা করতে যাচ্ছিলেন, দেখলেন দরজাটা খুলছে। কিন্তু একমুখো পাল্লাটা খুলতে না খুলতেই একটা মানুষের শরীর মেঝের ওপর আছড়ে পড়লো। চোখে মোটা শেলের চশমা। সেই পাতলা ঠোঁট। বোহেমিয়া আর মোরাভিয়ায় জর্মন ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে যাঁরা প্রতিরোধ সংগ্রাম তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন এতদিনে তাঁদেরই প্রথম সারির একজন। যাঁর প্রকৃত নাম এখনও অনেকেই জানে না। তীব্র বিষক্রিয়ার গ্লানি যেন স্পর্শ করেনি এতটুকু। মুখ থুবড়ে উলটে পড়েছেন দার্শনিক-বিপ্লবী হাজস্কী।

টেবিলে চায়ের পটটা তখনও গরম। দুটি মানুষের ছোট্ট সংসার। চেয়ারে স্ত্রী জ্ঞান হারিয়েছেন। সব কিছু তছনছ করে কিছু যেন ওরা এতক্ষণে পেয়েছে। তালাশ শেষ করে টেবিলের তলা থেকে ট্রেণ্ড এ্যালশেসিয়ান মুখে করে এনে ফ্লাইশারের হাতে দিল। মলাটের মেফিসটোফিলিসের ছবিটা ধারালো দাঁতের ফাঁকে চেপে ধরা—গ্যয়েটের ফাউস্ট।

বেলা বাড়তে থাকে।

গেস্টাপো হেডকোয়ার্টাস চঞ্চল। ব্লাডট্রেল ধরে শিকার হাতে পাবার যেন উন্মাদনায় পেয়েছে। তুচ্ছ সূত্র ধরে সশস্ত্র এস. এস. ট্রপস প্রাগের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে ছুটে যাচ্ছে। ডায়রীতে কিছুই পাওয়া যায় নি। প্রাইমারী স্কুলের নানা কথা—যা কোনো কাজেই আসবে না। শুধু মানুষটির প্রকৃত পরিচয় গেস্টাপো উদ্ধার করেছে। লোকটার আসল নাম জান্ জেলেনেক।

হ্রাডকানী ক্যাসেলও তৎপর। স্বয়ং ফ্রাঙ্কের কানে কথাটা গেছে। গেস্টাপো চীফ হস্ট বোহম পেচক হেডকোয়ার্টাসকে ধমকাতে

থাকেন। পানভিৎসকে তিনি মোটে সময়ই দিতে চান না। কোন নামিয়ে রাখার আগে বিরক্তি প্রকাশ করেন, 'সবাই বাদামী ক্যাপসুল খাচ্ছে। আপনারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন। বার্লিন থেকে মার্ডার কমিশন জানতে চাইছে ক্রিমিন্যাল ইনভেস্টিগেশনের ফল কী হলো!'

দুজনে ওরা লাঞ্চ করছে। যোসেফ গাবচিক আর লিবোশ্লাভা।

মাঝে একটু বেশী হয়েছিল। এখন যোসেফকে আগের মতই হাসি খুশি দেখে লিবোশ্লাভা। খেতে খেতে যোসেফ বলে, 'ওসব শৃঙ্খলা-ট্রিঙ্খলা আমার দ্বারা হবে না। যুদ্ধের মধ্যে নাকি আমাদের বিয়ে হতে নেই। এসব বাজে কথা আমি মানি না। নাৎসীরা কবে দেশ ছেড়ে যাবে সেই আশা নিয়ে আমি অপেক্ষা করতে পারবো না। আমি কিন্তু যে কোনো দিন বিয়ে করতে চাইবো। তুমি প্রস্তুত থেকো। গম্ভীর আর রাগ রাগ ভাবটা রসিকতায় গড়িয়ে গেল।

'তোমার সব কথাই এক রকম। তুমি দেখছি সাবালক আর হবে না,' চামচে স্যুপ ঠোঁটে তুলে লিবোশ্লাভা দুষ্টু চোখে হাসতে থাকে।

চোখের ওপর মুখ তুলে যোসেফ বললো,

—মারী মোরাভেক কিন্তু এসব ব্যাপারে দারুণ যুক্তিপূর্ণ কথা বলেন। তিনি বলেন, 'সবটা মিলিয়েই জীবন। দুর্দিন আর সুদিনে প্রতিটি মানুষের জীবন জড়ানো। শুধু সুদিনের আশায় বসে থাকলে বঞ্চিত হতে হবে। মারী মোরাভেক তো অবাক হয়ে সেদিন বললেন, এসব কী অনাসৃষ্টি কথা। যৌবন কী বসে থাকে। বারুদের গন্ধ মুখে নিয়েই চুমু খেতে হয়। বারুদও চাই, চুমু না হলেও চলবে না।' মারী মোরাভেক এমন করে বলেন। মুখে তো কিছুই আটকায় না। ওপেলকা সেদিন কী যেন বলতে যাচ্ছিলো মারী মোরাভেক থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'শুনেছি রাশিয়ার প্রতিরোধ সংগ্রামী মেয়েরা বুক ভারী হয়ে গেলে রাইফেল ফেলে বাচ্চাদের মাই খাওয়াতে আসে। কথাটা বিশ্বাস করি। নইলে স্টালিনগ্রাদে জর্মনদের ঐ হাল হচ্ছে।'

খাওয়া শেষ করে ওরা দুজনে উঠে পড়ে। লিবোশ্লাভা যোসেফের জন্যে একটা পশমের গেঞ্জী কিনে দিল। যোসেফ হেসে বলে, 'তোমার দেখছি মনে আছে। গেঞ্জীটা আমার কাজের হবে। যেখানে আছি রাত্রে বড্ড ঠাণ্ডা লাগে। মনে হয় যেন বরফের ওপর শুয়ে আছি।'

—আচ্ছা এখন তোমরা কোথায় আছো বল তো?

—এসব কথা জিজ্ঞেস করতে নেই লিবোশ্লাভা।

গেস্টাপো অফিসার ফ্লাইশার কিন্তু জিজ্ঞাসা করবেই।

সেই টর্চার রুম। সারা ঘরে মানুষের যন্ত্রণার ছাপ। নারকীয় যন্ত্রপাতিতে ওষুধের গন্ধ। পেট পাকিয়ে বমি উঠে আসতে চায়। চেয়ারের ওপর আটা এখনও বসে আছে। মুখটা যেন দলে-পিষে থেৎলে গেছে। জামায়, ট্রাউজার্স-এও গরম রক্তের প্রবাহ।

দ্বিতীয় রাউণ্ড শেষ হয়েছে। ফ্লাইশার আবার নতুন করে শুরু করলেন, 'আমরা সবই জেনে ফেলেছি। শুধু শেষ কথাটা জানি না। ওরা আছে কোথায়? জান্ কুবিশ, যোসেফ গাবচিক। ভালচিক্ আর ওপেলকা। তবে প্রথম দুজনের হদিস দিলেই তোমার মুক্তি।

ফ্লাইশার আটার মুখের কাছে নিচু হয়ে এগিয়ে আসেন। নির্দয় পাষণ্ডের চোখ দুটো জ্বলছে। হাসলেও বীভৎস লাগে দেখতে।

—বল! বল! তোমাকে মুক্তি দেব। তোমার গায়ে আর হাত তোলা হবে না। তারা কোথায় আছে একবার শুধু জানিয়ে দাও। আমি জানি তুমি পুরস্কার চাও না কিন্তু তোমাকে বাঁচতে হবে। আমি তোমাকে বাঁচাতে চাই। তুমি জর্মন বিরোধী বিপ্লবীদের কিছু খবর জান। কিন্তু ধ্বংসাত্মক কোনো কাজের অভিযোগ তোমার বিরুদ্ধে নেই।

ঠোঁট দিয়ে খানিকটা রক্ত গড়িয়ে পড়ে। আটা মোরাভেক স্থির দৃষ্টি মেলে কিছু একটা বলতে চাইলো। গন্ধ পেয়ে নেকড়ে যেমন

শিকারের কাছে দৌড়ে আসে ফ্লাইশার উৎসাহে আটার মুখের অত্যন্ত কাছাকাছি ঝুঁকে পড়ে উৎসাহের ভঙ্গিতে বলে, 'বল! কী বলতে চাও বল। তোমার কোনো ভয় নেই। আমি কথা দিলাম তোমাকে আমি বাঁচাবো। বল! কী বলতে চাও সব বল। ওরা কোথায় লুকিয়ে আছে?

আটার মুখের কোনো অভিব্যক্তি নেই। শুধু ফ্লাইশারের কানে কানে বলে, 'লিডিস'!

ছিটকে পেছনে হটেন ফ্লাইশার। সহকারী তিনজন জহ্লাদ কিছু না বুঝেই উৎসাহী হয়ে ওঠে। স্বয়ং ফ্লাইশার মুহূর্তের জন্যে বিস্ময় বোধ করেন, 'লিডিস! লিডিসে কোথায়?'

—সবার সঙ্গে তারাও আজ বেঁচে নেই।

ফ্লাইশার এবার সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। ঝাঁপিয়ে পড়বার ইঙ্গিত কিন্তু সহকারীদের দিলেন না। আশ্চর্য রকম স্বাভাবিক সুরে বলেন, 'তুমি আমাকে বিশ্বাসই করো না। আমি কিন্তু তোমাকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম। যে যতটুকু জানে বলেছে। আমি তাদের মুক্তি দিয়েছি। প্রমাণ দেখতে চাও। প্রমাণ আমি সঙ্গে করে এনেছি। প্রথমে আমি তোমার কাছে সার্জেণ্ট মেজর কারেল কুর্ডাকে হাজির করছি।

নিজের কানকেই যেন আটা বিশ্বাস করতে পারে না। গোঙানীর সুরে অস্পষ্ট বিস্ময়োক্তি করে, 'কুর্ডা।'

—কারেল কুর্ডা। ওপেলকার সঙ্গে যিনি প্যারাস্যুটে দেশে ফিরেছিলেন। প্রথম যাকে তুমি পথ দেখিয়ে পিলসেন-এর রেলওয়ে কোয়ার্টার্স-এ নিয়ে গিয়েছিলে। স্কোডা ফ্যাক্টরীকে গুঁড়িয়ে দেবার আগুন যিনি জ্বালিয়েছিলেন। যাকে তুমি প্রাগে পথ দেখিয়ে এনেছিলে। মনে পড়ে। মনে পড়ছে কুর্ডাকে। কারেল কুর্ডা! সার্জেণ্ট মেজর কারেল কুর্ডা!

চোখ দুটো বিস্ময়ে যেন ঠিকরে বেরিয়ে পড়বে। চিন্তা করতে পারছিল না আটা, 'কুর্ডা'।

ফ্লাইশার ইঙ্গিত করতেই একজন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর অন্যেরা। তারপর ফ্লাইশার নিজে বেরিয়ে গেলেন।

শূন্য ঘরে তখন শুধু অদৃশ গরম রক্তের প্রবাহ।

নিখুঁত বাঁধা টাই। সুন্দর স্যুট পরনে। কয়েক মিনিট পরেই কুর্ডা ঘরে ঢোকে। আহত সদ্য ধরা জানোয়ার যেন লোহার শিকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। খুবই হয়তো ভারী ছিল, নইলে আটার শরীরটার সঙ্গে বাঁধা চেয়ারটাই উল্টে যেত। আটার প্রাণশক্তির অজস্রতা যেন খান খান হয়ে ভেঙে পড়ে, 'কুর্ডা'!

সুন্দর অভিনয় কুর্ডার। গেস্টাপোর পুরো ব্রিফিং নিয়েই সে এসেছে। আরও জেনে এসেছে তাড়াতাড়ি করতে হবে। সংক্ষেপে সাজানো বানানো কাহিনী বলে গেল কুর্ডা। অনেকের মত সে ধরা পড়ে। এখানে এসে আবিষ্কার করেছে গেস্টাপোরা সবই জেনে ফেলেছে। 'লিবুসে' স্টেশন আর নেই। মিসেস ক্রুপকা এখন এখানে। চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু অর্থহীন নিষ্ফল প্রচেষ্টা। মারের চোটে সব কথা বলে দিতে বাধ্য হয়। খবর যে কী ভাবে এদের হাতে এসেছে কুর্ডা কিছুই বলতে পারে না। হাজস্কীর কথামত কাজ করতে গিয়ে প্রাগ স্টেশনে সে ধরা পড়ে। সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র থাকায় আত্মপক্ষ সমর্থন করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। সে যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তার বিন্দুমাত্র আভাস দিল না কুর্ডা।

যুডাস যীশুকে শেষ চুমু খেয়ে গেল।

শারীরিক আর মানসিক শক্তির স্তর যেন ভাঙতে শুরু করে। মেঝেতে উল্টে পড়া মায়ের মরা মুখটা চোখের ওপর ভেসে ওঠে। সবই কী অর্থহীন নিষ্ফল প্রচেষ্টা! অনুভূতি ছিল না—যন্ত্রণা শুরু হলো। একটাই লক্ষ্য ছিল—নানা চিন্তায় পেয়ে বসছে।

ফ্লাইশার ঘরে ঢুকেই বুঝলেন কিছু একটা হয়েছে। কিছুক্ষণ আগেও দেখে গেছেন আটা তাকাতো—দেখতো না। শুনতো—বুঝতো না। আটা এবার তার প্রতিটি পদক্ষেপ নিরীক্ষণ করছে।

ভেনসেসলাস স্কোয়ার দিয়ে ওরা হাঁটছে। অ্যানা মলিনোভা আর জান্ কুবিশ। মাঝে মাঝে জান্ কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলো। তবে আগের চেয়ে জান্‌কে অনেক ভাল দেখছে মলিনোভা।

অ্যানা ক্লেডনোর অভিজ্ঞতা বলছিল,

—ওখানে লেনকার সঙ্গে দেখা হলো। তোমার কথা জিজ্ঞেস করলো? কোথায় আছো জানতে চাইলো।

জান্ থমকে দাঁড়ায়,

—কার কথা বলছো তুমি।

—লেনকা। যে তোমাকে জিনদ্রার কাছে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেছিল লোক দিয়ে। তোমার সে দারুণ ভক্ত।

—আমি কোথায় আছি বলেছো?

—সে খবর আমি জানি?

জান একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। এক টুকরো হেসে বলে,

—সব সময় নিয়ম মেনে চলতে হয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা এমন একটা অবস্থার মধ্যে চলেছি যে অপ্রয়োজনে বেশী কিছু জানা উচিত নয়। আমি জানি তুমি আমার কথা বুঝবে।

—আমি তা জানতে চাই না। নিয়ম তুমি মেনে চল, বেশ কর।

—ক্লেডনোতে তুমি কী দেখলে।

—এত বড় বড় পরাজয়ের মধ্যে ক্লেডনো গ্রপটাকে আমার বেশ লাগলো। এমন একটা আস্তানায় লেনকা আমাকে নিয়ে গেল গেস্টাপোদের চোখ সেখানে কোনো দিনই পড়বে না। জিনদ্রার কাছে নিশ্চয়ই শুনেছো রাশিয়ার সঙ্গে রেডিও যোগাযোগ আবার আমাদের চালু হয়েছে।

—শুনলাম। মাঝে মাঝে আমি কেমন মনোবল হারিয়ে ফেলি।

—অস্বাভাবিক কিছু নয়।

—জিনদ্রার শক্তি অনেক। অনেক বোঝেন। তবে এত ক্ষয়-ক্ষতির কথা ভাবলেই আমি আর কিছু যেন ভাবতে পারি না। আচ্ছা অ্যানা তোমার কী মনে হয়।

—কী আবার মনে হবে।

—আমি এসব অকারণে ভাবি?

—কারণ নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু তুমি ব্যক্তিগত ভাবে বড় বেশী দায়িত্ব নিতে চাইছো। গোটাটা মিলিয়েই আমরা। এভাবে দায়িত্ব তোমার নিতে যাওয়াও উচিত নয়।

—তুমি সুন্দর কথা বলতে পার।

কথায় কথায় ঘোরা পথে ওরা এসে দাঁড়ালো চার্লস ব্রীজ। ব্রীজের এই জায়গায় দাঁড়িয়ে গল্প করতে অসম্ভব ভাল লাগে। অ্যানার ইচ্ছে জান্‌কে সে তার বাড়ি নিয়ে যায় আজ। জান্ রাজী হয় না। বলে তাড়াতাড়ি আজ তার ঘরে ফেরা দরকার। তবু কথা যেন ওদের ফুরোয় না। চওড়া বলিষ্ঠ বাহুতে উষ্ণ নরম শরীরটা কাছে টেনে জান্ অ্যানাকে চুমু খেলো অনেকক্ষণ। দেহ বিযুক্ত করে নিতে গেলে অ্যানা শুরু করে নতুন করে। এত আনন্দ, এত সুখ। ভ্লাটাভা নদীর জলে হ্রাডকানী ক্যাসেল দুলছে।

অনেকটা পথ যেতে হবে। জান্ আর অপেক্ষা করে না। চার্লস ব্রীজের বাঁকেই অ্যানাকে ছেড়ে দিল। কালো পোশাকে অ্যানাকে আজ অসম্ভব ভাল দেখাচ্ছিল। হীমেল বাতাস আর কুয়াশার মধ্যে অপসৃয়মান অ্যানার দিকে জান্ তাকিয়ে থাকে অনেকক্ষণ।

প্রাগ পুলিসের জর্মন অফিসার হের শ্রেট্নারকে নিয়ে গেস্টাপো নেতাদের একটা টিম এখন চঞ্চল। তিনিই এখন আলোচনার মধ্যমণি। বললেন,

—সিরিল গির্জার কথা না বললেও আপনারা নিশ্চিত হতে পারেন আততায়ীরা ওখানেই লুকিয়ে আছে! রাস্তার নাম বলেছে রেজলোভা স্ট্রীট। নদীর কথাও বলেছে। সন্দেহের কোনো এখন আর কারণ নেই। সিরিল গির্জাতেই ওরা লুকিয়ে আছে। ঐ এলাকায় অন্য কোনো গির্জার অস্তিত্ব নেই। পালিয়ে থাকার পক্ষে জায়গাটা ওরা ভাল বেছেছে।

হের শ্রেট্‌নার সিরিল গির্জা সম্পর্কে বেশ ওয়াকিবহাল। মাটির নিচে লুকিয়ে থাকবার পৃথক আস্তানাটাও তার জানা। বহুদিন আগে ওখানে দু-একজন যাজককে কবর দেওয়া হয়। উপাসনার উদ্দেশ্যে সবচেয়ে নিরালা জায়গা হিসাবে গির্জার পাদ্রীরা এটা ব্যবহার করতেন। লুকোনো একটা টানেল গুপ্তপথে নাকি ভ্লাটাভা নদীর তীর পর্যন্ত গেছে। হের শ্রেট্‌নার এ খবরও রাখেন।

করিত কর্মা পুরুষ শ্রেট্‌নার। অনর্গল চেক ভাষা বলতে পারেন। গেস্টাপো অধিনায়ক পানভিৎসকে গির্জার ছক আর আততায়ীদের সম্ভাব্য লুকোনোর জায়গাগুলো আঁক কষে বোঝান। চুপচাপ শুনে যান পানভিৎস। তারপর একা কাউকে কিছু না বলে শ্রেট্‌নারকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। ড্রাইভিং হুইলে নিজেই গিয়ে বসেন। ঢাকা কালো একটা গাড়ি। সিটের পাশে ভারী 'লগার' রিভালভারটা রাখলেন। চত্বরটা পেরিয়ে মুহূর্তে রাস্তায় এসে নামেন।

গাড়ি থেকে নামলেন না পানভিৎস। শ্রেট্‌নার একটানা বকবক করে চলেন। গির্জার চারপাশ দেখে নিয়ে রেজলোভা স্ট্রীটকে বেষ্টন করে গোটা অঞ্চলটা কয়েকবার ঘুরে দেখেন পানভিৎস। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর আবার নিজের ঘরে ফিরে এলেন।

প্রথমেই প্রাগ শহরের রুটিন চেকিং বন্ধ করে দিলেন। আদেশ দিলেন রাত্রে। গেস্টাপো সার্চ কাল সকাল পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। রাস্তাঘাটের রেগুলার প্যাট্রোলও বন্ধ থাকবে আজ। ভিমরুলের চাকে অতর্কিতে আঘাত হানতে হবে শেষ রাতে। ওরা কতজন

আছে জানার কোনো উপায় নেই। প্রচণ্ড প্রস্তুতি শুরুতেই তাই সঙ্গে রাখতে হবে। শ্রেট্নারকে বললেন অপারেশনে থাকতে হবে।

প্রাগের বাইরের অবস্থা কঠিন। রেডিও ট্রান্সমিটারে খবর পেয়ে গেস্টাপো অভিযানের ঝড় চলেছে তখন। পিলসেন-এর রেলওয়ে কোয়ার্টার্স সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ। সার্চ চলতে থাকে।

ব্রুনো তোলপাড় হচ্ছে। কুর্ডার গ্রাম নোভা হেনলা পর্যন্ত ওরা তাড়া করে আসে।

বীভৎস তালাশ। প্রতিহিংসাপরায়ণ সে ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসের তুলনা মেলে না। প্রতি ঘরে ঘরে যেন টুকরো টুকরো লিডিস। দোষী-নির্দোষী কোনো বাছবিচার নেই। ঘুম থেকে মাকে তুলে নিচ্ছে বিছানা থেকে। বাচ্চাদের ফিডিং বটল বুটের তলায় গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। বৃদ্ধরা যেন দলিত মথিত হয়ে যাচ্ছে। আর তরুণ? প্রমাণের কোনো দরকারই নেই। যৌবনই ওদের বিরুদ্ধে গেছে। গুলি করে মেরে ফেলা একরকম। কিন্তু বাঁচিয়ে রেখে প্রতি মুহূর্তের মৃত্যুযন্ত্রণা ভাবা যায় না। ওরা মেয়ে খোঁজে না। খোঁজে শরীর। হিটলার আর হিমলারের আর্য রক্তের পাশবতায় রক্তের স্বাদে দিশেহারা হায়নারাও লজ্জা পাবে।

দৃশ্যত এই করুণ বেদনাকাতর পটভূমির আড়ালে জীবনের জয়গানও পাশাপাশি চলে। ভয়ঙ্কর সে পলায়ন। বিপজ্জনক ঝুঁকি। কোথাও কোথাও অবিশ্বাস্য প্রতিরোধ। যারা ব্যর্থ হয় একটা কার্তুজ তারা নিজের জন্যে রেখে দেয়। যার অস্ত্র নেই—বাদামী ক্যাপস্যুল সে নিশ্চয়ই সঙ্গে রেখেছে। জীবিত অবস্থায় এদের ধরা যায় না। স্বয়ং হেডারিক বিশেষ শ্রেণীর চেক তরুণদের চরিত্রের এই অদ্ভুত উপাদানের কোনো ব্যাখ্যা পান নি। জর্মন আর্যরক্তের ল্যাবরেটারীর ফর্মূলায় এর ব্যাখ্যা নেই। হিমলার তাঁর নরডিক প্রজনন শাস্ত্রের কেতাবেও এ রহস্যের সন্ধান করতে পারেন নি।

রাত্রের শেষ প্রহর।

সিরিল গির্জার ঘড়িতে চারটে বাজলো। হয়তো গোটা গির্জাতে তখন একমাত্র জান্ কুবিশই জাগ্রত প্রহরী। নতুন আস্তানার নেতৃত্ব লেফটেনান্ট ওপেলকার হাতে। ওপরে তিন, আর চারজন নিচে থাকে। ঘুরে ঘুরে স্থান বদল হয়। ওপরে যাদের পালা ঘুরে আসে তাদের তিনজনকে রাত জাগতে হয়। এখানেও পালা করে তিনজন রাতটাকে তিন ভাগে ভাগ করে নেয়। দুজন ঘুমোয়। একজন জেগে পাহারা দেয়। জান্ আজ শেষ প্রহরের প্রহরী।

এই গির্জার ঘড়ির ঘণ্টার আওয়াজের বিশেষ এক আকর্ষণ আছে। রাত্রেই আরও যেন শুনতে ভাল। ব্যস্ততা আর কোলাহল শূন্য অন্ধকারে, নিস্তব্ধ রাত্রে এই ঘণ্টাধ্বনি দিগ দিগন্তে অপূর্ব এক সুর মাধুর্যের সৃষ্টি করে।

আরও একটা রাতের অবসান হতে চলেছে। তবে সূর্য উঠতে এখনও দেরী। সুবিশাল থামের গায়ে হেলান দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে বেশ লাগছিল। বেশ শীত। শেষ রাত্রে ঠাণ্ডাটা যেন বেশী পড়ে। কুয়াশার ঘোলাটে ভাব না থাকায় আলো-আঁধারীর মধ্যে অনেক দূর নজর করা যায়। অন্ধকার মাথায় নিয়ে সারি সারি গাছগুলো যেন অতন্দ্র প্রহরী। জানের মত তারাও যেন জেগে আছে।

অনেক কথাই মনে হয়। অ্যানার কথাই যেন আজ মনে হয় বার বার। ভালবাসা যে এত কষ্ট দেয় জান্ জানতোই না কোনোদিন। জীবনের অনিশ্চয়তা ক্রমশ বাড়ছে। মাঝে মাঝে কেমন যেন ভয় করে। ভালচিকের কথা সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেওয়াও যায় না। অনির্দিষ্ট জীবনের সঙ্গে অ্যানাকে জড়িয়ে নিতে সে প্রথমে সতর্ক করেছিল।

কিন্তু কী ভাবে যে সব হয়ে গেল। আর ফেরা সম্ভব হলো না। দুজনকে পাশাপাশি রেখে মারী মোরাভেকের বেজায় সুখ। এমন সব কাণ্ড করেন। বাইরের এত কাজের দায়িত্ব সেরেও একগাদা রেঁধে পাঠিয়েছেন পরশুদিন। এত মিশেও জিনদ্রাকে যেন বুঝতে পারে না জান্। কত গভীর, কত দূরে যে মানুষটির হাত পৌঁছোয় জানের চিন্তায় আসে না। সবার সঙ্গে মিশে যাবার অদ্ভুত স্বভাব হাজস্কীর। যোসেফের সব অদ্ভুত অদ্ভুত আবিষ্কার। হাজস্কী নাকি স্ত্রীকে সকালে চা দেন। স্ত্রীর কষ্ট নাকি একদম বরদাস্ত করতে পারেন না হাজস্কী। লিবোশ্লাভার ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে কৃত্রিম শঙ্কা প্রকাশ করে হাজস্কী যোসেফের পেছনে লেগে সারা সকালটা সবাইকে সেদিন হাসিয়ে গেল। হাসিখুশী অতি সাধারণ সদা প্রসন্ন এই মানুষটির আসল চরিত্রটি বড় মধুর।

একা পাহারায় জেগে থেকে হাজারো চিন্তা মাথায় ভিড় করে আসে। ওপেলকা কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। বেঞ্চের ওপর হাঁটু বুকে নিয়ে স্ভারেক মড়ার মত পড়ে আছে। নতুন এসেছে স্ভারেক। ট্রেনিং সেণ্টারে রাইফেল স্যুটিং-এ বিশেষ পদক পেয়েছিল। অনেকেই জানে না স্ভারেক ভাল গিটার বাজায়।

জান্ কুবিশের অনেক কিছুই জানা নেই। গত চব্বিশ ঘণ্টার কোনো খবরই সে রাখে না। তিল তিল করে গড়ে তোলা প্রাগের প্রতিরোধ বাহিনীর দুর্ভেদ্য সংহত শক্তি যে কুর্ডার বিশ্বাসঘাতকতায় গলতে শুরু করেছে সে জানে না। মারী মোরাভেক আর নেই। অ্যানাকে জানের পাশে দাঁড় করিয়ে সুখী হবার মানুষটিকে আর কোনোদিনই পাওয়া যাবে না। হাজস্কীর নিষ্প্রাণ দেহটি পেছনে ফেলে মুক্তি সংগ্রামের প্রাণশক্তি গেস্টাপোরা যে ধারালো দাঁতে করে নিয়ে গেছে, সে ভয়ঙ্কর খবর সে পায় নি। মানসিক আর শারীরিক শক্তির স্তর ভেঙে সব একাকার হয়ে গিয়ে আটা মোরাভেক যে রোজলোভা স্ট্রীটের কথা কবুল করেছে সে মর্মন্তুদ

সংবাদ সে জানে না। রাত্রের এই শেষ প্রহরে সে যে শুধু একা জেগে নেই, ষড়যন্ত্রের নিষ্ঠুর অভিযানের কথা জানের অজ্ঞাত। রোজলোভা স্ট্রীটের এই সুন্দর গির্জাকে বেষ্টন করে ভয়াবহ এস. এস. গেস্টাপো রিং যে ক্রমশ ছোট হচ্ছে, স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি জান্ কুবিশ।

যখন বুঝলো তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। প্রথমে শব্দ শুনেছিলো না কিছু দেখেছিলো বলা কঠিন। জান্ কুবিশ লক্ষ্য করে অস্পষ্ট আলো আঁধারীর মধ্যে কতগুলো ছায়ামূর্তি নিয়মিত পাশাপাশি ব্যবধানে থেকে চুপিসাড়ে সামনে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে জান্ বুঝতে পারে ওরা এসেছে। নিচে খবর দেওয়া মুশকিল। ওপেলকা আর স্‌ভারেককে তুলে দিল। সবাই লক্ষ্য করে ধীরে অতি সতর্ক পদক্ষেপে ওরা এগিয়ে আসছে।

পটভূমির এ সম্পূর্ণ একটা দিক। গোটা গির্জাটাই তখন ঘিরে ফেলা। ফাদার চিকেল পেছনের গেট খুলে দিতে বাধ্য হয়েছেন। ফাদার পেট্রেক তাঁর ঘরে আটক আছেন। নীরবে সমস্ত প্রস্তুতি তখন শেষ হয়েছে। গির্জাতে পৌঁছোনোর সমস্ত রাস্তায় ব্যারিকেড। গির্জার মুখোমুখি গ্রামার স্কুলে মেশিনগান বসানো হয়েছে। মানুষ শূন্য করে পাশের একটা বাড়িতেও অপর একটা মেশিনগান পজিশনে আছে।

লেফটেনাণ্ট ওপেলকা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। বলে, থামের আড়ালে পজিশন নাও। যুদ্ধ হবে। ডিফেন্সিভ নয়—অফেন্সিভ। মরণপণ আমাদের সংগ্রাম করতে হবে।

মুহূর্তের জন্যে জান্ বিহ্বল হয়ে পড়ে,

—নিচে কোনো খবর পাঠানো গেল না।

—এখন আর উপায় নেই জান্।

তিন থামের কভারে তিনজন। শুরুতে ভুল এতটা ওরা নিশ্চয়ই করতো না। ওরা ভাবতেও পারে নি একটানা পাহারায় থেকে উঁচু

থেকে তাদের এগিয়ে আসা লক্ষ্য করছে। কোনো কভারই নেই তাদের।

ওপেলকা হাত তুলতেই গুলি চললো। তিনজনেই একসঙ্গে। সামান্য রকম সুযোগ না পেয়ে, একটা গুলি না ছুঁড়েই প্রথম সারির সব কটা লুটিয়ে পড়লো। দ্বিতীয় সারিও তখন ফায়ারিং রেঞ্জের মধ্যে পড়ে গিয়ে অসহায়। কভার নেবার আগেই সে কজনকেও ওরা তিনজন ফেলে দিল। আর্তনাদ আর চীৎকার। বুটের ত্রস্ত আনাগোনা। বিপদগ্রস্ত কমাণ্ডের চীৎকার কানে আসছিল।

তৃতীয় সারি আর এগুলো না। কয়েক মিনিট বিরতির পর হঠাৎ ওদিক থেকে মেশিনগানিং শুরু হলো। স্থির কোনো লক্ষ্য নেই। এলোপাথাড়ি অবিশ্রান্ত গুলিবর্ষণ চলতে থাকে। জানলার কাঁচ ভাঙছে। পোর্সিলিনের ভারী টবগুলো গুঁড়িয়ে গেল। দেওয়ালে গুলি লেগে আগুন চিলকে চিলকে উঠতে থাকে। এগিয়ে এসে কভার পজিশনে পৌঁছোনোর আগেই জানের গ্রেনেডে তিনজন ওদের উল্টে পড়লো। প্রচণ্ড বিস্ফোরণে সারা গির্জাটা কেঁপে ওঠে। প্রভাতের প্রথম আলো গির্জার চাতালের চাপ চাপ রক্ত স্পর্শ করলো।

গির্জার উল্টোদিকে রাস্তার ওপারে স্কুলবাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে পানভিৎস সব লক্ষ্য করছেন। তাঁর বিস্তৃত অভিজ্ঞতা স্তব্ধ হয়ে গেছে। তিনি মনে করেছিলেন ছোটখাটো একটা সংঘর্ষের আশঙ্কা থাকলেও সহজেই সবাইকে গ্রেপ্তার করতে পারবেন। বেশ বুঝতে পারেন ফায়ারিং পজিশনে মাত্র তিনজন আছে। কিন্তু তাঁর ক্ষয়ক্ষতি যে অপূরণীয়। গেস্টাপো শক্তির শুধু অপচয়ই হচ্ছে। শুধু মৃতদেহ আর রক্ত। চাতালটা ভেসে যেতে বসেছে। মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে তলব করলেন। হয়তো সবটাই তাঁর নিজের গেস্টাপো কমাণ্ডের বাহাদুরীর মধ্যে রাখতে চেয়েছিলেন। পারলেন না। গেস্টাপো গুটিয়ে নিয়ে প্রাগের এস. এস. নাৎসী এলিট্ ডিভিশনের হাতে

সিরিল চার্চের কমাণ্ড তুলে দিলেন। পট পরিবর্তনে সামান্য সময়। কিন্তু রণক্ষেত্র একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে।

পানভিৎস শুধু আক্ষেপ করেছেন, 'কার্ল ফ্রাঙ্ক যে কোনো সময় এসে পড়বেন। দু'ঘণ্টা আমরা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি। তিন পজিশনে ওরা মাত্র তিনজন।'

তারপর সে এক অধ্যায়। অপেক্ষাকৃত কভার পজিশনে থেকে টুকটুক করে রান তোলায় বিশ্বাসী নয় এস. এস ট্রুপস্। পানভিৎস বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করবার আশাও ত্যাগ করেছিলেন। বুঝেছিলেন প্রচণ্ড যুদ্ধ হবে। শুরুই হলো মেশিনগানের প্রবল প্রচণ্ডতা দিয়ে। সেইসঙ্গে হাল্কা স্টেন আর টমিগানের অবিশ্রান্ত গুলিবর্ষণ শুরু হলো। মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে সুশিক্ষিত এস. এস. সেনারা জায়গা পরিবর্তন করছে। গুলি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে। কিছু এগিয়েও আসছে। আগের পজিশনে আসছে আবার অন্যরা। ওরাও আত্মরক্ষার কভার পেয়েছে। সূর্য উঠছে। নীলাকাশ থেকে মুঠো মুঠো আলো ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। প্রভাতের আলো নাৎসীদেরই কাজে এলো। গ্রেনেডের পর গ্রেনেড বর্ষণ করেও জান্ যেন ওদের আর ঠেকাতে পারবে না।

জান্ লক্ষ্য করে বোতলের মত গ্রেনেড ওরাও ছুঁড়ছে। দেওয়ালের প্লাষ্টার খসে খসে পড়ছে। ডানা খসে যাওয়া ফ্রেস্কো। পরীর মুখটাও বিকৃত করেছে অনেকখানি। ধোঁয়া আর আগুনের মধ্যে দম আটকে আসছে। হাওয়াও গরম। আরও একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ দেওয়ালে আছড়ে পড়লো। জানের মনে হলো উত্তপ্ত ধারালো কিছু তার শরীরে প্রবেশ করেছে। চোখে যেন অন্ধকার নেমে আসছে।

স্‌ভারেক উঠতে পারে না। শরীরের নিচের দিকটার যেন কিছু নেই। কাদা কাদা গরম রক্ত। মুখটা হয়েছে বারুদে ভরা।

গুলি ফুরিয়ে গেছে ওপেলকার। গ্রেনেড বিস্ফোরণ থেকে ছুটে

আসা। ধারালো গরম টুকরো তার শরীরে অনেকগুলোই প্রবেশ করেছে। পাশ থেকে একটা গুলির আওয়াজ হলো। বুঝলেন স্‌ভারেক শেষ গুলিটা নিজের জন্যে রেখেছিল।

গুলি নেই তাই টমিগানটা ছুঁড়ে ফেলে দিল ওপেলকা। কোমর থেকে রিভালভারটা টেনে নিল। এক থাম থেকে অন্য থামে আসতে গিয়ে ওদের তিনজনকে গুলি করলো পাঁচটা। অত্যন্ত স্থির। সম্পূর্ণ অবিচল। হাসছে ওপেলকা। ধরা ওরা কেউ দেবে না। বাদামী ক্যাপস্যুলটা মুখে পুরে দিয়ে পরক্ষণেই ট্রিগারটা কপালে ঠেকালো ওপেলকা।

থেমে থেমে আলাদা আলাদা এই রিভালভারের গুলির আওয়াজ এস. এস সেনারা চেনে। পেছন থেকে তাড়া খেয়ে তিনজন সামনে এগুনোর মুখে একক একটা রিভালভারের গুলির আওয়াজ ওদের কানে এলো। বুঝতে পারে সামনে আর বাধা নেই। সব শেষ।

তবু প্রতিটি পদক্ষেপে ওদের সতর্কতা। গুঁড়ি মেরে আর ওৎ পেতে কভার নিয়ে নিয়ে ওরা সিঁড়ি ভেঙে ওপরে এলো।

তিন থামের কভার পজিশনে আগুন আর বারুদে মাখামাখি হয়ে রক্তে সিঞ্চিত ওরা তিনজন। স্‌ভারেক কাৎ হয়ে উল্টে পড়ে আছে। খানিকটা হেলান দিয়ে ওপেলকা। তখনও সে যেন হাসছে। জান্‌-এর হাত থেকে খসে পড়েছে কল্ট্‌ রিভালভার। সূর্যের সোনালী আলোতে মুখটা জানের ঝলমল করে। গির্জার ঘড়িতে সময় জানান দিচ্ছে। ক্রমশ বিলীয়মান অনুরণনিত সে সুরধ্বনি তখনও কান পেতে যেন শুনছে জান্‌ কুবিশ।

কারেল কুর্ডা যেন শিকারী কুকুর। গেস্টাপোরা যেন তাকে এ্যালশেসিয়ানের মতই গন্ধ শুঁকোতে নিয়ে আসে। কুর্ডা তিনজনকেই সনাক্ত করে। উৎসাহের সঙ্গে পাশাপাশি রাখা তিনটি নিষ্প্রাণ দেহের একটির ওপর ঝুঁকে পড়ে বলে,

—এই সেই আততায়ী। রাইনহার্ড হেডারিকের ওপর গ্রেনেড চার্জ করেছিল। এই প্রকৃত হত্যাকারী। এই সেই জান্ কুবিশ।

দ্বিতীয় পর্যায়ের সংগ্রাম শুরু হলো।

যেতে হবে এবার পাতালপুরী। সরাসরি চার্জ করবার উপায় নেই। জমাট পাথরের লুকোনো আণ্ডার গ্রাউণ্ড সেলার। ভেতর থেকে প্রবেশ পথ বন্ধ। বাইরে থেকে কোনো ভাবেই প্রবেশ দ্বার খোলবার উপায়ই নেই। লম্বায় পঁচিশ ফুট। চওড়ায় পাঁচ থেকে ছয়। সাত ফুট উঁচু দিয়ে গির্জার করিডোরটা গেছে। বায়ু চলাচলের ছোট্ট পথ ছাড়া পৃথিবীর সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই।

পানভিৎস শ্রেট্নারকে প্রথম ব্যবহার করলেন। শ্রেট্নার মাইকে সবাইকে সেলার থেকে বেরিয়ে আসতে বললেন, 'এ নিষ্ফল প্রতিরোধ অর্থহীন। অযথা জীবনহানি জর্মন কর্তৃপক্ষের কাম্য নয়। আপনারা বেরিয়ে আসুন।'

সেলারের ভেতর থেকে এক ঝাঁক গুলি বেরিয়ে এলো।

এলো কারেল কুর্ডা। সে মিনতি জানালো, 'বন্ধুগণ, আপনারা ভেবে দেখুন। আমি নিরুপায় হয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছি। আপনারা এমন একটা শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছেন যেখানে আপনাদের সমস্ত প্রচেষ্টা অর্থহীন। এখন দেখছি জর্মন শক্তির বিরুদ্ধে আমরা অনেক কিছু ভুল জেনেছিলাম। আমাকে শাস্তি পেতে হয়নি। সমস্ত প্রতিরোধ সংগ্রাম ভেঙে পড়েছে। সবই ধ্বংস হয়ে গেছে। যার জন্যে যুক্তিহীন প্রতিরোধই অনেকটা দায়ী। আপনারা আমার বন্ধু। আপনাদের মতই আমি একজন। আমি চাই না আপনারা এ ভাবে জীবন নষ্ট করুন। আমি জর্মন কমাণ্ডের সঙ্গে কথা বলেছি। আপনারা আত্মসমর্পণ করুন। এভাবে প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে যাবেন না। চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বার্থেই অস্ত্র

ত্যাগ করুন। প্রবেশ পথ খুলে দিন। আপনারা আত্মসমর্পণ করুন।'

এবারও ভেন্টিলেটারের ফাঁক দিয়ে এক ঝাঁক গুলি নিচ থেকে উত্তর নিয়ে এলো।

বাইরের অবস্থা ওরা আন্দাজ করেছে ঠিক। কয়েক ঘণ্টা এক-টানা প্রচণ্ড লড়াইয়ের শেষে ওপরের নিস্তব্ধতায় ওরা বুঝতে পারে বাইরের প্রতিরোধ ভেঙে পড়ছে। তিনজনের একজনও বেঁচে নেই। আলোচনার অবকাশ নেই। সিদ্ধান্ত ওরা নিয়েছে। শেষ পর্যন্ত মরণপণ লড়াই চালিয়ে যাবে। জীবিত অবস্থায় জর্মনদের হাতে তারা কেউই ধরা দেবে না।

পানভিৎস শুরু থেকে এটাই শুধু ঠেকাতে চেয়েছেন। কার্ল ফ্রাঙ্ক জীবিত অবস্থায় এই চেক তরুণদের দেখতে চান। হেডারিকের কফিন ছুঁয়ে কার্ল ফ্রাঙ্ক আর হস্ট্ বোম নাকি শপথ নিয়েছেন। নিম্নস্তরের মানব জাতির এই চেক তরুণদের শিরা-উপশিরা আর ধমনীতে প্রবাহিত রক্তের অত্যাশ্চর্য মৌলিকতায় বিস্ময়াবিষ্ট স্বয়ং ফুয়েরার আর হিমলার হয়তো তাঁদের বিশুদ্ধ জর্মন আর্যরক্তের কৌলিন্যের ফর্মূলা নতুন করে যাচাই করতে আগ্রহী।

সে এখন দূরাশা। এ পর্যন্ত পানভিৎস বিপ্লবীদের লাস ছাড়া কিছু হাতে পাননি। জান্ কুবিশ নাকি বেঁচেছিল। দ্রুত তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। দক্ষ জর্মন সার্জেন আর ডাক্তারদের একটা টিম জান্‌কে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে। পারে নি।

পানভিৎস-এর অসাধারণ যোগ্যতা। কিন্তু মোরাভিয়া বোহেমিয়ায় তাঁর নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছে। প্রাগের নাৎসী এলিট ডিভিসনের সাড়ে তিন শো বাছাই করা এস. এস. ট্রুপসকে চার ঘণ্টা আটকে রেখেছিল ওরা মাত্র তিনজন। নিজেদের ক্ষয়ক্ষতির কথা ভাবা যায় না। গির্জার সিঁড়িতে চাতালে আর অলিন্দে নিষ্প্রাণ জর্মন সেনাদের দেহ আর রক্তস্রোত তিনি দূর থেকে দেখেছেন।

সময়ের ওপর নিদারুণ উত্তেজনা বয়ে চলে। প্রতিহিংসায় উন্মত্ত পানভিৎস আকাশ থেকে বোমা বর্ষণ করে গির্জাটা ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চান। হাই কমাণ্ডের কথা মনে পড়ছে। সময়ের অপচয়ে কার্ল ফ্রাঙ্কের সপ্তমে বাঁধা মেজাজের কথা ভেবে নিজের মনের অবস্থা সংযত করবার চেষ্টা করেন।

সিঁড়ি ভেঙে তরতর করে ছুটে চললেন ফাদার পেট্রেকের ঘরে। হাত কড়া লাগানো প্রৌঢ় ফাদারের গেস্টাপো পাহারায় বড় করুণ অবস্থা। দেখলেই বোঝা যায় বেশ কয়েক প্রস্থ অত্যাচারে মানুষটি জর্জরিত। পানভিৎস বিকারগ্রস্ত রোগীর মত চেঁচাতে থাকেন,

—আপনি প্রকৃত ষড়যন্ত্রকারী। শুধু এদের আশ্রয় দেন নি মহান রাইখ নেতাকে হত্যাচক্রান্তের আপনিও এক পাণ্ডা। আপনার জন্যে কঠিন শাস্তি অপেক্ষা করছে।

ফাদার সম্পূর্ণ স্তব্ধ। কানে যেন তাঁর কথা পৌঁছোয় না। তাকিয়ে ছিলেন কিন্তু কিছুই যেন দেখছিলেন না।

পানভিৎস হাতের ছোট রোলারটি আচমকা ফাদার পেট্রেকের পিঠে সজোরে ঝেকে বসে গর্জে ওঠেন,

—আপনি ওদের বেরিয়ে আসতে বলুন। আপনি যীশুর প্রতি-নিধি নন। একজন শয়তান। ঐ কুত্তার বাচ্চাদের আপনি অযথা গুলি চালাতে বারণ করুন। ওদের আত্মসমর্পণের ওপর আপনার জীবন নির্ভর করছে।

প্রচণ্ড প্রহারে ফাদার পেট্রেকের অবস্থা কঠিন।

—আমি গির্জা বোমা মেরে উড়িয়ে দেব। বুলডজার দিয়ে ভেঙে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেব এই গির্জা। গোটা অঞ্চল জুড়ে আমি দ্বিতীয় লিডিস গড়ে তুলবো। জর্মন শক্তিকে আপনি জানেন না।

ফাদার পেট্রেক কাঁপতে কাঁপতে এসেছেন। ধরা গলায় আত্ম-সমর্পণের অনুরোধ জানিয়েছেন।

এবার গুলিতে জবাব এলো না। ওদের উত্তর ঘুলঘুলি দিয়ে

ভেসে আসে, 'আপনি সরে যান। আমরা আপনাকে মানি না। আমরা জানি জর্মন দস্যুরা আপনাকে এসব কথাবলতে বাধ্য করেছে। কিন্তু আপনার কথা আমরা শুনবো না। নাৎসী দস্যুদের হাতে যতদিন আমাদের মাতৃভূমি লাঞ্ছিত হবে আমাদের বিপ্লবী সংগ্রাম সারা দেশ জুড়ে সর্বত্র চলবে।'

বেলা বাড়তে থাকে। কিন্তু সামরিক অচলাবস্থা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। বাইরে থেকে ছোট ঘুলঘুলি দিয়ে গুলি বর্ষণ অর্থহীন। ডিনামাইট চার্জ করা ছাড়া যেন কোনো উপায় নেই। এমন সময় নতুন উদ্ভাবন প্রক্রিয়ার সন্ধান পাওয়া গেল। স্থির হলো আণ্ডারগ্রাউণ্ড সেলারে যথেষ্ট পরিমাণ গ্যাস প্রবেশ করিয়ে ওদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করা সম্ভব। জীবিত অবস্থায় ওদের হাতে পেতে হলে এ ছাড়া কোনো রাস্তা নেই।

পানভিৎস উৎসাহী হয়ে ওঠেন। শ্রেট্নারকে বলেন,

—স্বেচ্ছায় ওরা ধরা দেবে না। হয়তো এভাবেই শুধু ওদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করা যেতে পারে।

মুহূর্তে সামরিক অভিযান চঞ্চল হয়ে ওঠে। নতুন পরিকল্পনায় সেনারাও বেশ উৎসাহিত হয়। টিয়ার গ্যাস সেল এবার ঘুলঘুলি দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া শুরু হলো। এবার আর উপায় নেই। ধরা দিতে ওরা বাধ্য হবে। তীব্র টিয়ার গ্যাস বেশীক্ষণ সহ্য করা অসম্ভব। আত্মসমর্পণ করতে ওরা বাধ্য। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই ঐ ঘুলঘুলি দিয়ে প্রতিটি সেল আবার ফিরে আসতে শুরু করে। এটা ভাবাই যায় নি। এ এক মজার খেলা। ওরা সেলগুলো তুলে নিয়ে ধোঁয়া শুরু হবার আগেই হাতে হাতে ছুঁড়ে বাইরে ফেলতে থাকে। অভিযান পুরোপুরি ব্যর্থ হলো। উল্টে জর্মন সেনাদের খুবই মুশকিলে পড়তে হয়। বাইরে ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় চারিদিক একাকার হয়ে যায়। পানভিৎস রুমাল ভিজিয়ে দূরে সরে গেলেন। গোটা রোজলোভা স্ট্রীট ধূসর ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে আচ্ছন্ন। সেনারা দস্তুর মত মুশকিলে পড়ে।

পরবর্তী উদ্ভাবনী শক্তি পানভিৎস-এর স্বয়ং। টিয়ার গ্যাসে যখন কাজ হলো না তখন খেয়াল হলো আণ্ডারগ্রাউণ্ড সেলার ভাসিয়ে দিলে আত্মসমর্পণে ওরা বাধ্য হবে। শ্রেট্‌নার পানভিৎস-এর কথায় সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে যান। উত্তেজিত ভাবে পানভিৎস বোঝাতে থাকেন, 'হোস পাইপ ঘুলঘুলি দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে যদি জল পাম্প করা যায় তবে নিশ্চয়ই ওদের জীবিত অবস্থায় পাওয়া যাবে। আত্ম-সমর্পণে বাধ্য হবে।

সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার ব্রিগেড এ খবর পাঠানো হলো। খবর এলো কার্ল ফ্রাঙ্ক এসে পড়েছেন। কুর্নিশ জানিয়েই পানভিৎস বললেন, 'ফায়ার ব্রিগেডকে খবর দেওয়া হয়েছে। আমরা ওদের জীবিত অবস্থায় ধরবার চেষ্টা করছি।'

খুব একটা চটলেন না। আততায়ীর একজনকে যখন পাওয়া গেছে আশা করা যায় বাকিরা সেলারে আশ্রয় নিয়েছে। তবে জীবিত অবস্থায় ধরতেই হবে তাদের।

জর্মন ট্রুপসদের উদ্দেশ্যে এক ভাষণ দিলেন। কাটা কাটা ছন্দে। ধমকে ধমকে মহান তৃতীয় রাইখের সশস্ত্র প্রতিনিধি হিসাবে মহান সংগ্রাম এগিয়ে নিয়ে যেতে বলেন সেনাদের। ফুয়েরারের মিউনিক ভাষণ কার্ল ফ্রাঙ্ক পুরোটাই যেন মুখস্থ করেছেন।

ফায়ার ব্রিগেড এলো। দ্বিগুণ উৎসাহে এবার পানভিৎস তৎপর হয়ে ওঠেন। কিন্তু ঘুলঘুলির কাছাকাছি দাঁড়িয়ে কাজ করা মুশকিল। তখনও প্রচণ্ড ধোঁয়ার কুণ্ডলী। সামনে দাঁড়ানো যাচ্ছে না। এলো গ্যাস মাস্ক।

স্বয়ং কার্ল ফ্রাঙ্ক অপারেশন পরিচালনা করেন। পানভিৎস তাঁকে খুশী করতে পাগলের মত চেঁচামেচি শুরু করেছেন। আড়াই শো গজ দূর থেকে ভ্‌লাটাভা নদীর জল হোস পাইপে টেনে এনে ঘুলঘুলির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে বৈদ্যুতিক পাম্প চালিয়ে দেওয়া হয়। নাৎসী কায়দাকানুন যান্ত্রিক নিয়মে চলে। সব কিছু হাতের কাছে। আদেশের অপেক্ষা শুধু।

দূরে দাঁড়িয়ে কার্ল ফ্রাঙ্ক বাঘা বাঘা পার্শ্বচরদের নিয়ে হিসেব করছিলেন। আণ্ডারগ্রাউণ্ড সেলারের আয়তন ভরাট করতে মিনিটে ছশো গ্যালন জলের কতটা সময় লাগতে পারে! হিসেব কষার আগেই পানভিৎস এসে জানালেন, সেলার ভাসিয়ে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা যাবে না। হোস কাজ করছে না।

ভেতরে তখন চলেছে জীবন নিয়ে খেলা। হাটু পর্যন্ত জল সেলারে জমা হয়েছে তখন। বুদ্ধিটা যোসেফের মাথায় আসে। ভালচিক আর যোসেফ ধারালো ছুরিতে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হোস পাইপ কেটে দিতে শুরু করে। দেখতে দেখতে হোস পাইপ ছোট হয়ে ঘুলঘুলি বেয়ে প্রাচীর থেকে বাইরে খসে যেতে শুরু করে। জল দিয়ে সেলার ভরিয়ে তুলে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা গেল না।

গ্যাস মাস্কপরা হোস পাইপের জলে ভেজা এস. এস. ট্রুপসদের হাস্যকর রকম নাজেহাল হতে দেখে কার্ল ফ্রাঙ্ক প্রথমে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়েন।

নিরুপায় পানভিৎস ভয়ে ভয়ে বলেন,—জীবিত অবস্থায় এদের হাতে পাবার উপায় নেই। লুকোনো পাথরের দরজা একমাত্র ভেতর থেকেই খোলা যায়। বাইরে থেকে সেলারে প্রবেশ করবার কোনো উপায় নেই।

—আমাদের এলিট ডিভিসন গ্যাস মাস্ক পরে জলে ভিজে নাস্তানাবুদ হচ্ছে। এই দেখার জন্যে কী আমি এখানে এসেছি। এদের কয়েকটা নোঙরা জানোয়ারকে কাবু করতে আমাদের তিনশো বাছাই করা এস. এস. সেনাদের এত সময় লাগবে!

—সরাসরি আক্রমণ করা ছাড়া উপায় নেই।

—কী ধরনের আক্রমণ?

—বিস্ফোরণ ঘটাতে হবে। সেলার ভাঙতে হবে। জীবিত অবস্থায় হয়তো ওদের পাওয়া যাবে না। ওরা লড়াই করবে।

যেন উৎকট মানসিক রোগীর মতন কার্ল ফ্রাঙ্ক চীৎকার করে

ওঠেন। এক্সপ্লোসিভ টিম পরামর্শ দেয়, 'সেলারের এক দিকটা উড়িয়ে না দিলে কিছুই করা যাবে না।'

কার্ল ফ্রাঙ্ক আরও উত্তেজিত, 'কিছু একটা করুন।'

সব কিছু তৈরীই আছে। শুধু আদেশের অপেক্ষা। প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বিশাল একটা পাথরকে দু-টুকরো করে ভাঙা হলো। শাবল আর গাঁইতি লাগিয়ে মুখ ছাড়িয়ে নিতে কিছু অবশ্য সময় লাগে।

যোসেফ ভালচিককে বলে, 'আমাদের ডুবে মরতে হলো না। আমরা লড়াই করেই মরতে পারবো।'

পুরোনো কবর এখন কাজে লাগে। যোসেফ স্টেন হাতে নিয়ে পজিশন নিয়েছে। ভালচিক আর একটায়। পেছনে বুবলিক আর হরুবি।

এস. এস. ট্রুপস সিঁড়িতে আসতে না আসতেই যোসেফ একটানা স্টেন-এর রিলিজ বটম পাম্প করতে থাকে। বাছাই করা প্রথম ক'জন উল্টে পাল্টে সিঁড়ির ওপর থেকে জলের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে। ঢোকার একটাই মুখ। চার্জ করতে এই পথেই আসতে হবে। চার জোড়া চোখ সব দেখতে পাচ্ছে। দ্বিতীয় ঝাঁকটা বিদ্যুৎ গতিতে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এসেও যোসেফের স্টেনের মুখে সব কটা ঝাঁঝরা হয়ে গেল। লড়াই চলতে থাকে। কবরের সামনে প্রচণ্ড গ্রেনেড বিস্ফোরণ হলো। যোসেফ লক্ষ্য করে স্টেনের গুলি তার ফুরিয়ে এসেছে। রিভালভার টেনে নিল কোমর থেকে।

বুবলিক গ্রেনেড ছুঁড়ে একজনকে ফেলে দিল। নোংরা জল এবার লালচে আভা নিয়েছে। পর পর কয়েকটা গ্রেনেড এসে পড়তেই সমস্ত সেলার কেমন যেন অন্ধকার হয়ে গেল। আগুনের আলো আর ধোঁয়া। ভালচিক দেখে বুবলিক জলের মধ্যে ভাসছে। ধোঁয়া আর অন্ধকারের কভারে ক্রমাগত গুলি করতে করতে আর একটা ঝাঁক এগিয়ে আসছে। ভালচিক তিনজনকেই ফেলে দিল।

হাত তুলে শূন্যে লাথি ছুঁড়ে লাট খেয়ে ওরা সিঁড়িতেই পড়লো। এদিকে ভালচিকের গুলিও ফুরিয়ে গেছে।

গির্জার ঘড়িতে সময় জানান দিচ্ছে। ছ'ঘণ্টা সময় পার হয়ে গেছে। কবরের ওপর হরুবিকে উল্টে থাকতে দেখে ভালচিক এগিয়ে আসতে গিয়ে দেখে যোসেফও মুখ থুবড়ে পড়েছে।

সব শেষ। জর্মন সেনারাও বুঝতে পেরেছে সেলারের রসদ ফুরিয়ে গেছে। আত্মরক্ষার নিষ্ফল চেষ্টা আর চালানো যাবে না। পরক্ষণেই আক্রমণের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি পেল। কিন্তু তার আর কোনো প্রয়োজন ছিল না। মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভালচিক। যোসেফের রক্তাক্ত ভেজা শরীরটা হাটু গেড়ে বসে টেনে তুললো। কপালে, গালে আর মুখে চুমু খেলো পাগলের মত। রিভালভারের নলটা নিজের কপালে ঠেকালো। ট্রিগারটা টেনে দিল তারপর। একটি গুলিই তাতে অবশিষ্ট ছিল।

ওরা হুড়মুড় করে এলো। বিজয়োল্লাসের বাষ্পমাত্র নেই। সামান্য কয়েকটা তরুণ এত দীর্ঘ সময়ের রণাঙ্গন তৈরী করেছিল দেখে প্রথমটা সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে যায়। পরক্ষণেই ওরা ধরাধরি করে অতি দ্রুত চারজনকে সেলারের বাইরে নিয়ে আসে।

চারটে ভেজা মৃতদেহ পাশাপাশি রাখা। তেল কালি, বারুদে আর রক্তে মাখামাখি ওরা চারজন। সেই এ্যালশেসিয়ানকে ওরা আবার সঙ্গে নিয়ে আসে। বুবলিক, হরুবি আর ভালচিককে সে সনাক্ত করেছে। যেন গন্ধ শুঁকে শুঁকে একজনের সামনে এসে কারেল কুর্ডা বলে,

—'এ্যাথ্রোপয়েড কমাণ্ডো'র এই সেই আর একজন। এর নাম যোসেফ গাবচিক। রাইনহাড হেডারিকের প্রাণনাশের চেষ্টায় এই সেই দ্বিতীয় আততায়ী। এই তরুণই সেদিন জান্ কুবিশের সঙ্গে ছিল।

তারপরের ঘটনা দ্রুত। নাৎসী শাসনের সে বীভৎসতার তুলনা নেই। প্রতিহিংসাপরায়ণ সে নিষ্ঠুরতায় হিংস্র জানোয়ারও স্তব্ধ হয়ে যাবে। থামে না শুধু গেস্টাপো অনুসন্ধান। ওবেরগ্রুপেনফুয়েরার কার্ল ফ্রাঙ্কের চোখে ঘুম নেই।

মোরাভিয়া-বোহেমিয়ায় অসংখ্য টুকরো টুকরো লিডিস সৃষ্টি হয়। প্যারাস্যুটে যারা দেশে ফিরে এসেছিল তাদের প্রতিটি পরিবারের সবাইকে ফাঁসিতে লটকানো হলো। আত্মীয়তার সূত্রে জান্ কুবিশ আর ভালচিকের সঙ্গে যাদের ক্ষীণতম যোগাযোগ ছিল আটকের পর তাদের পাঠানো হলো তেরেজিন কনসেনট্রেশন ক্যাম্প। মাউথ-হাউসেন গ্যাস চেম্বারে পাঠানো হলো প্রায় আড়াইশো জন হতভাগ্য নিরপরাধ মানুষ। পূর্ব বোহেমিয়ায় লেজেকী একটা ছোট্ট গ্রাম। গেস্টাপো সংবাদ আনে ঐ গ্রামে একজন প্যারাস্যুটে দেশে নেমেছে। যুক্তিহীন উন্মাদের মত নির্দেশ এলো—প্রাপ্তবয়স্ক সবাইকেই গুলি করে হত্যা করো। গোটা গ্রামটা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দাও। দক্ষিণ বোহেমিয়ার বারনার্তিশ গ্রামটাও রেহাই পেল না। গুলি করে হত্যা করা হলো বাইশ জন। গেস্টাপোর পলিটিক্যাল উইং আত্ম-সমীক্ষায় আবিষ্কার করে—এ ধরনের অত্যাচারে প্রতিরোধ বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি হচ্ছে। ঐক্যবদ্ধ বিপ্লবী ফৌজ রাতারাতি প্রতিটি গ্রামে গড়ে উঠছে। গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়াতে সাধারণ মানুষ ভীত নয়। বরং মরণপণ সংগ্রামের প্রস্তুতির মানসিকতা সাধারণ মানুষের মনে তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে।

ফ্যাসিস্ট জর্মন শাসনের ভয়ঙ্কর তীব্রতা তবু থামে নি। গ্রেপ্তার, ফাঁসি আর ফায়ারিং স্কোয়াডে নরহত্যা চলতে থাকে। জানোয়ারের মত গাদাগাদি হয়ে ট্রেন ভর্তি অসহায় মানুষ চললো বন্দী-শিবিরে। গেস্টাপোদের অনুসন্ধানও নিখুঁত। গন্ধ শুঁকে শুঁকে তারা ঠিক এসেছে। চেকোশ্লোভাকিয়ার এই ঐতিহাসিক পটভূমিতে রক্ত-মাংসের যে চরিত্রগুলোকে আমি সামনে এনেছি তাদের শেষ পরিণতি

জানাতে গিয়ে সংক্ষেপে শুধু বলতে পারি—তারা কেউ নেই। যাদের বহু ভাবে বহুবার চলতে ফিরতে দেখা গেছে তাদের কথা ওঠেই না। এমন কী একদিন শুধু সিরিল গির্জাতে গিয়ে যে মহিলা ডাক্তার জান্ কুবিশের চোখ দেখেছিলেন—তিনিও নেই। ফাদার পেট্রেক ও মিসেস নোভাতনোকে ওরা মেরেছে। কিন্তু ফুলের মত ছোট্ট মেয়ে জিনদ্রিসকা, যে বাটার দোকানের পাশ থেকে জান্ কুবিশের সাইকেলটা এনেছিল তাকেও ওরা হত্যা করেছে। বিয়ে করবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছিল যোসেফ তাই লিবোশ্লাভাকে ওরা খুন করলো।

আর অ্যানা মোলিনোভা? তার পরিণতি জানতে ইচ্ছে করবেই। টর্চার করেন নি পানভিৎস। শুধু সার্জিক্যাল স্পিরিটে ডুবিয়ে রাখা জান্ কুবিশের মুণ্ডুটা দেখিয়ে অ্যানার অচেতন দেহটা চালান করেছিলেন মাউথ হাউসেন ক্যাম্পে। গ্যাস চেম্বারে অ্যানাকে হত্যা করা হয়েছে।

শুধু বেঁচে ছিল একজন। বানানো গল্পের নায়ককে অকল্পনীয় অবিশ্বাস্যকর নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্যেও যেমন পাঠকের মন জয় করতে লেখক বাঁচিয়ে রাখেন, ঠিক তেমনই চেকোশ্লোভাকিয়ার এই মর্মান্তিক ইতিহাসের প্রধান সাক্ষী হিসাবে বেঁচে ছিলেন মুক্তি-যোদ্ধাদের অন্যতম নেতা জিনদ্রা।

প্রতিরোধ সংগ্রাম ব্যাহত হয় নি। একদল গেছে, এসেছে অন্যদল। সামান্য সময়ে আবার তারা শক্তি সংহত করেছে। শুধু চেকোশ্লোভা-কিয়ায় নয়—জর্মন অধিকৃত গোটা ইয়োরোপের গ্রামে-গঞ্জে কলে-কারখানায় প্রতিরোধ সংগ্রাম তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে। যুদ্ধেরও সে ভিন্নরূপ। লাল ফৌজের চাপে পড়ে শুরু হয়েছে নাৎসী বাহিনীর ক্রমাগত পিছু হটা। আর কাতারে কাতারে আত্মসমর্পণ। প্লাবনের আগে নদীতট থেকে নাকি জল সরে যায়। অনেকটা যেন সেই নিয়মে রুশফৌজ পিছু হটে সরে গিয়েছিল। তারপর এসেছে প্লাবন। মহাসমুদ্রের প্রবল জলোচ্ছ্বাসের মত রুশফৌজ সবকিছু যেন ভাসিয়ে

নিয়ে বার্লিন পর্যন্ত তাড়া করে এলো। বাঙ্কারে বাঙ্কারে বিষ খাওয়া-খায়ি, পলায়ন আর তৃতীয় রাইখ্যের পতনের সে দীর্ঘ বিস্তৃত ইতিহাস।

দুহাতে মিলেছে পুরস্কার। অতি লোভনীয় ফ্ল্যাট আর মহার্ঘ বিলাসসজ্জা। সেই সঙ্গে মিলিয়ন ক্রাউন্। কিন্তু এত সুখ, এত আনন্দের অধিকারী হয়েও গিরিক আর কারেল কুর্ডার চোখে ঘুম নেই। পালাতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু পারে নি। মুক্তি-যোদ্ধাদের হাতে দুজনে ধরা পড়ে। গণ-আদালতের বিচারে তাদের প্রাণ দিতে হয়। ওবেরগ্রুপেন ফুয়েরার কার্ল ফ্রাঙ্ক, হাজার হাজার নিরীহ মানুষ হত্যা করবার অন্যতম নাৎসী নায়কও পালাতে পারেন নি। তাঁকেও ফাঁসিতে ঝুলতে হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিতে ইয়োরোপের দেশে দেশে নাৎসী শাসনের বীভৎস ইতিহাস আর স্বাধীনতাকামী দেশপ্রেমিকদের ঐতিহাসিক মুক্তি সংগ্রামের অবিশ্বাস্যকর কাহিনী ভোলা যায় না। কাদা কাদা রক্তস্রোতের মধ্যে ফুলের মত কত সুন্দর মুখ, আত্ম-বিসর্জনের কত মহান দৃষ্টান্ত নজরে আসে। সামান্য মানুষের অসামান্য জীবনেতিহাসে মুগ্ধ হতে হয়। পাতি পাতি করে খুঁজলে এদের দেখা মেলে। ঐতিহাসিক এই গরম রক্তের প্রবাহে জান্ কুবিশ আর যোসেফ গাবচিক-এর মত সুন্দর মুখ তারার মত ঝলমল করে।

—